বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার

সটীক-

বেদান্তসার।

শ্রীমৎ-পরমহংসাচার্য্য-সদানন্দযোগীন্দ্রবিরচিত।

[সুবোধিনী-টীকাসংযুক্ত]

বহু শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদক—সম্পাদক, সৎসাহিত্য ও
ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রচার-ব্রত
উ[illegible]ন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

পরিবর্দ্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

[মূল্য ৸০ আনা।
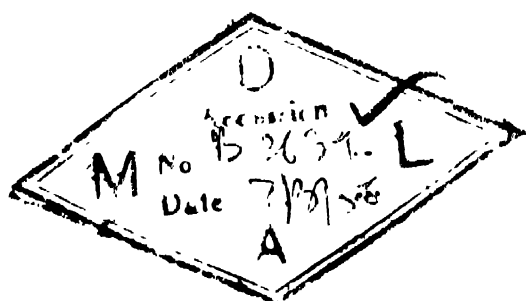
বেদান্তসার

বেদের অন্ত—বেদান্ত। বেদের পরম ও চরম জ্ঞানসঙ্কলন—আরণ্যকের পরিশিষ্ট বেদের মস্তকস্বরূপ—শীর্ষদেশ উপনিষদ্‌ই বেদান্ত। বেদের এই অংশেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠজ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যার দিব্যজ্যোতিঃ বিবস্বিত। বেদান্তসার ৩য় সূত্রে বলিতেছেন :—

"বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্, তদুপকারীণি শারীরক-সূত্রাদীনি চ।"

"বেদের শেষাংশে যে পরমব্রহ্ম ও আত্মার একত্ববোধক উক্তিসমূহ আছে, তাহাই উপনিষদ্—তাহাই বেদান্ত। উপনিষৎসমূহের নিগূঢ় মর্ম্ম উপলব্ধির অনুকূল মহর্ষি বেদব্যাস-বিরচিত শারীরকসূত্র—বেদান্ত-দর্শন—ভাষ্যনিবন্ধাদিও উপনিষদের উপকারী—অনুযায়ী বলিয়া তাহাও বেদান্ত।"

ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানের পুনঃপ্রবর্ত্তক আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মবিদ্যার সহিত উপনিষদ্-নামের সার্থক সুসঙ্গতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। শিবাবতার শঙ্কর বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্য-ভূমিকায় বলিতেছেন—এবং অন্যান্য উপনিষদের ভাষ্যসূচনায় এই অর্থের সমর্থন করিতেছেন।

"সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা—উপনিষৎশব্দবাচ্যা—তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্য অত্যন্তাবসাদনাৎ। উপ-নি-পূর্ব্বস্য সদ্ধাতোঃ তদর্থত্বাৎ।"

সেই ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদ্। যাঁহারা এই ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনে তৎপর, এই জন্ম-জরা-মরণশীল সংসারে তাঁহাদের অবিদ্যা-প্রভাবের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সংসাধিত করে বলিয়াই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ্ নামে অভিহিত। উপ+নি পূর্ব্ব সদ্ ধাতুর অর্থ হইতেই উপনিষদ্ গ্রন্থ নামের এই সার্থকতা উপলব্ধি হয়।

হোমধূম-সুরভিত—বেদগাথা-মুখরিত—জ্ঞান-সাধনার পুণ্য-তপোবন বৈদিক-ভারতের আর্য্য-ব্রাহ্মণের জীবনযাত্রা চারি আশ্রমে সুবিন্যস্ত ছিল।

চারি আশ্রমের সাধনার জন্য বেদ-সঙ্কলয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস ও তাঁহার শিষ্য বিশ্বপূজ্য আর্য্যঋষিগণ বেদের কর্ম্মকাণ্ড—সংহিতা ব্রাহ্মণে; জ্ঞানকাণ্ড—আরণ্যক উপনিষদে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের গ্রন্থপ্রবেশ-সূচনায় এ প্রসঙ্গের আলোচনা বিস্তারিত ভাবে করিয়াছি—পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। **ব্রহ্মচর্য্য** আশ্রমে **সংহিতা**—বেদের মন্ত্রভাগ স্বাধ্যায় করিতে,—**গার্হস্থ্য** আশ্রমে **ব্রাহ্মণ**—যজ্ঞব্যাখ্যা ও বিবৃতি অনুযায়ী যজ্ঞ সম্পাদন করিতে,—**বানপ্রস্থ** আশ্রমে **আরণ্যক**—যজ্ঞের রূপক-কল্পনা অনুসারে প্রতীকের উপাসনা করিতে,—পরিশেষে **সন্ন্যাস** আশ্রমে প্রব্রজ্যায় **উপনিষদ্** প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা করিতে হইত। সেইজন্য সর্ব্ববাসনাত্যাগী সন্ন্যাসীর তীব্র বৈরাগ্যের শান্তির অমিয়-নির্ঝর—মুক্তিমন্ত্র-উচ্ছ্বসিত জ্ঞানগঙ্গোত্রী-ধারা—বেদের চরম ও পরম জ্ঞান-সমন্বয়—**বেদান্তের মূর্ত্তবিকাশ উপনিষদ্।**

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণে—ব্রহ্মবিদ্ মহারাজ জনকের মহাযজ্ঞের বিচার-সভায় ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাদিনী বিদুষী গার্গীকে ব্রহ্মনির্দ্দেশপ্রসঙ্গে বলিতেছেন ;—

"ব্রহ্মবিদ্গণ সেই ব্রহ্মকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই অক্ষর-ব্রহ্ম স্থূল নহেন—সূক্ষ্ম নহেন—হ্রস্ব নহেন—দীর্ঘ নহেন—রক্তবর্ণ নহেন—স্নেহ নহেন—ছায়া নহেন—কায়া নহেন—তমঃ নহেন—বায়ু নহেন—আকাশ নহেন—আসক্ত নহেন—রস নহেন—গন্ধ—চক্ষু—শ্রোত্র—বাক্ মন তেজ নহেন—প্রাণ মুখ মাত্রা = পরিমাণ নহেন—অন্তর নহেন—বাহির নহেন—ভোক্তা নহেন—ভোজনীয় নহেন। তাঁহার শব্দ স্পর্শ রূপ ক্ষয় নাই—তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে—অন্তরে বা বাহিরে কোন কিছুই নাই।

"হে গার্গি! এই অক্ষর-ব্রহ্মের প্রদীপ্ত শাসনে সূর্য্য-চন্দ্র নিয়মিত, ইহাঁরই প্রশাসনে স্বর্গ-মর্ত্ত স্থির—নিয়ন্ত্রিত। তাঁহারই শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবারাত্র, মাস অর্দ্ধমাস, ঋতু, সম্বৎসর নিয়মিত। তাঁহারই করুণায় হিমাদ্রি প্রভৃতি শুভ্র পর্ব্বত হইতে নদীসমূহ প্রবাহিত;—সেই করুণা-প্রবাহের কোন ব্যতিক্রম নাই। সেই অক্ষর-ব্রহ্মের অনুপ্রেরণাতেই মনুষ্যগণ দান-যজ্ঞ-শ্রাদ্ধ-কর্ম্মে নিয়োজিত—আস্থাবান্। তাঁহারই করুণা লাভের আশায় দান-যজ্ঞ-হোমের অনুষ্ঠান। সেই অক্ষর-ব্রহ্মকে না জানিয়া কেবল হোম-যজ্ঞ তপস্যা করিলে কি ফললাভ হইবে? সে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল ত' পরিমিত—ধ্বংসশীল। যিনি ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রযাণ করেন, তিনি নিতান্তই দুর্ভাগ্য। অক্ষর-ব্রহ্মকে অবগত হওয়ার নামই ত' ব্রহ্মনিষ্ঠা—ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মজ্ঞান।

"সেই অক্ষর-ব্রহ্ম সকলের দ্রষ্টা—কিন্তু সকলেরই অ-দৃষ্ট; নিজে সকলের শ্রোতা—কিন্তু সকলেরই অশ্রুত; নিজে সকলের মন্তা=মতি-স্বরূপ—কিন্তু অন্যের মনোবৃত্তির অগোচর; নিজে বিজ্ঞাতা=জ্ঞান স্বরূপ—কিন্তু অপরের বুদ্ধিবৃত্তির অগোচর—অবিজ্ঞাত। এই অক্ষর-ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের অন্য কোন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা নাই। এই অক্ষর-ব্রহ্মই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাঁহার ক্ষরণ নাই—তিনি অজর—অমর—স্থাণু—নির্ব্বিকার—নিমিত্তাতীত।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে ব্রহ্মজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার অন্তরনিহিত অনুভূতিনিচয় যেন বাক্যরূপে বিকাশ করিয়া বলিতেছেন ঃ—

"যিনি নিজে দর্শনীয় নন—কিন্তু সকলের দ্রষ্টা—শ্রবণীয় নহেন অথচ সকলের শ্রোতা—নিজে মননের অতীত কিন্তু সকলের মননকর্ত্তা—যিনি

বুদ্ধির অগম্য অথচ নিজে বিজ্ঞাতা—যাঁহার অতিরিক্ত মন্তা নাই—বিজ্ঞাতা নাই—তিনিই অবিনাশী আত্মা অন্তর্যামী। তিনি ব্যতীত জগৎ আর্ত্ত—দুঃখময়—বিনাশশীল।”

বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে মৈত্রেয়ীকে বৈভবপ্রদান প্রসঙ্গে ব্রহ্মবিদ্ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

“* * সুখস্বরূপ আত্মাই সেই সমস্ত বিষয়—যাহার দ্বারা জীব সুখ অনুভব করে,—সুখের কামনা করে—তাহার ভিতরই আত্মা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। কামনার সংস্পর্শে জীব যে ক্ষণিক সুখ উপভোগ করে, তাহা সেই ব্রহ্মানন্দেরই কণিকা মাত্র। আত্মার দর্শন—মনন—বিজ্ঞান হইলে সমস্ত মায়া-রহস্যই সুবিদিত হয়।

“আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই উপাসনা কর।

আত্মা হইতে ভিন্ন কোন বস্তুই নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেব, ভূত যাহা কিছু, যে কিছু সমস্তই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম। সমস্তই আত্মা হইতে উৎপন্ন—আত্মাতেই লীন—স্থিতিকালে আত্মস্বরূপ—আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তুর সত্তা নাই। * * * * * * একই ব্রহ্ম হইতে জগতের নানা রূপ প্রতিভাত। নানারূপে তাঁহারই প্রকারভেদ। ব্রহ্মকে জানিলেই তাঁহার প্রকারভেদও বিজ্ঞাত হয়। * * * * * * * * * সেই নিত্য-সিদ্ধ—অনন্ত—অপার—বিজ্ঞানঘন—শুদ্ধ—চিন্মাত্রস্বরূপ সমস্ত ভূতের সঙ্গে মিশিয়া আছেন—তাঁহার নাম-রূপাদি কোন বিশেষ ধর্ম্মের—পৃথক্ সম্বন্ধের অস্তিত্ব ত' বিদ্যমান নাই। * * * * * * * ব্রহ্ম যখন অদ্বৈত—একাকার—ভূমা—তখন তিনি ত' জ্ঞেয় হইতে পারেন না। যাঁহার দ্বারা সমস্ত জ্ঞাত হয়—তাঁহাকে আবার কিরূপে জানিবে? যিনি জ্ঞাতা—দ্রষ্টা, তাঁহাকে কিরূপে পৃথক্‌ভাবে জানিবে? বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা উপলব্ধি করিবে?

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে বৃহদারণ্যক বলিতেছেন :—

"গুণাতীত, গুণময়, নির্গুণ পরমব্রহ্মের বাসনানুরঞ্জিত রূপ কি হরিদ্রা-রঞ্জিত রমণীরঞ্জন বস্ত্র—না পাণ্ডুবর্ণ মেষ-রোমজ-বস্ত্র—না ইন্দ্রগোপ—রেশম-কীটের রক্তবর্ণ—না অগ্নির দীপ্তশিখা—না শ্বেতপদ্মের সুষমা—না চক্ষুর নিমিষের মত বিদ্যুতের চকিত ক্ষণভাতি—যে তাঁহাকে বিশেষণে বিশেষিত—লক্ষণে চিহ্নিত—গুণে অন্বিত করিয়া তাঁহার স্বরূপ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইবে? তাঁহার পরিচয় এইমাত্র—'নেতি নেতি'—'তিনি ইহা নহেন'—'তিনি ইহা নহেন'—তাঁহার পর আর কিছুই নাই—ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কিছুই নাই। **তিনি 'সত্যস্য সত্যম্'—তাঁহার উপনিষদে ইহাই তাঁহার রহস্যময় নাম।** প্রাণসমূহ সত্য—তিনি প্রাণসমূহেরও সত্যতা-সম্পাদক।"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমেই বলিতেছেন,—

বিদ্যা = প্রজ্ঞান—অবিদ্যা = অজ্ঞান উভয়ই পরমব্রহ্মে লীন। অবিদ্যা-প্রভাবে জীব বারংবার জন্ম-মরণাদি যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আবদ্ধ থাকে—আর বিদ্যাপ্রসাদে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া অমৃতত্ব—চিরবাঞ্ছিত মুক্তিলাভ করে।

মুণ্ডকোপনিষদ্ প্রথম খণ্ডের ৪র্থ ও ৫ম শ্রুতিতে বলিতেছেন,—

দুইটি বিদ্যা পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য—এক পরাবিদ্যা—দ্বিতীয় অপরা-বিদ্যা। অপরাবিদ্যা দ্বারা বেদাঙ্গশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যমাত্র লাভ হয়—পরা-বিদ্যাপ্রসাদে অক্ষর-ব্রহ্মের দিব্যজ্ঞানের উপলব্ধি হয়।

মুণ্ডকোপনিষদ্ দ্বিতীয়খণ্ডের শেষ শ্রুতিতে বলিতেছেন,—

এই ব্রহ্মবিদ্যার অনুভূতিপ্রভাবেই সেই একমাত্র সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

জগতের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞান—যে জ্ঞানের উপলব্ধিতে বিশ্বস্রষ্টা—বিশ্বনিয়ন্তা পরমব্রহ্মের সহিত মানব আত্মার অভেদজ্ঞান জন্মে—নশ্বর জগতে মানব অমরত্ব লাভ করে—সেই অবিদ্যাশাতন—মায়া-প্রহেলিকার মোহান্ধকার অপসারণকারী **ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদের অনন্ত জ্ঞানরত্নাকরেই সমাহিত**।

বেদসঙ্কলয়িতা—আর্য্য হিন্দুর চারি আশ্রমের সাধনার উপযোগী বিভিন্ন শাখায় বেদচতুষ্টয় বিভাগকারী—পঞ্চম-বেদ মহাভারত—মোক্ষপ্রদ শ্রীমদ্ভাগবত প্রণেতা—মহর্ষি বেদব্যাস মুমুক্ষু মানবসম্প্রদায়ের পরম ও চরম মঙ্গল-বিধান—অমৃতত্ব প্রদানের জন্য **ব্রহ্মসূত্র** প্রণয়ন করেন। 'ব্রহ্মণঃ সূত্রম্—ব্রহ্মসূত্রম্। শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন, 'ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব—ব্রহ্ম সূত্র্যতে—সূচ্যতে।' যে গ্রন্থে ব্রহ্ম স্বল্পাক্ষরে সূত্রিত—সূচিত—কথিত—প্রকাশিত হন, তাহাই **ব্রহ্মসূত্র**। যে গ্রন্থে তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ সম্ভব হইয়াছে, সেই সূত্রসমুচ্চয় ব্রহ্মসূত্র। বেদান্ত-বাক্যসমূহের সূত্রস্বরূপ বলিয়া এই বিশ্ববরেণ্য গ্রন্থের নাম বেদান্তসূত্র। বেদব্যাস-বিরচিত বলিয়া ইহার অপর নাম ব্যাসসূত্র। 'বদরে=বদরিকাশ্রমে অয়নং=বাসো যস্য সঃ বাদরায়ণঃ'—বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে বাস—তপস্যা করিয়া জগতের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার অন্য নাম বাদরায়ণ-সূত্র। জন্মমরণশীল জীবের ব্রহ্মবিচার এই গ্রন্থে সম্ভব হইয়াছে বলিয়া সার্থক নাম—**শারীরক মীমাংসা—শারীরক সূত্র**। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিধানে যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠানের ভিতর ব্রহ্মপ্রাপ্তির বাসনা বিচারের সূত্রসমূহের নাম যেমন পূর্ব্ব-মীমাংসা—মহর্ষি জৈমিনি-বিরচিত মীমাংসা-দর্শন, তেমনি বেদের জ্ঞানকাণ্ডের ব্রহ্মবিচারাত্মক ব্রহ্মসূত্র-সমুচ্চয়ের নাম উত্তর-মীমাংসা।

উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার শ্রুতিসমূহ বেদান্তশ্রুতি নামে অভিহিত। ব্রহ্মসূত্রে এই শ্রুতিসমূহের বিচার—মীমাংসা সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে—এ জন্যই ব্রহ্মসূত্র **বেদান্তদর্শন** নামে সুপরিচিত। উপনিষদ্‌রাজির দার্শনিক তত্ত্বরাশির আলোচনায় পূর্ণ শঙ্কর-ভাষ্য—রামানুজ-ভাষ্য—মধ্বাচার্য্য-ভাষ্য—শ্রীকণ্ঠ-ভাষ্য—বল্লভাচার্য্য-ভাষ্য—বিজ্ঞানভিক্ষু-ভাষ্য—বলদেব ভাষ্য—নিম্বার্ক-ভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্যসমূহও বেদান্তদর্শন নামে অভিহিত। বসুমতী-সংস্করণ বেদান্তদর্শনের গ্রন্থপ্রবেশে এ প্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি—এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বেদবিভাগ—উপনিষদ্‌সঙ্কলনে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার—বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মজ্ঞানের মীমাংসা করিয়াও মহর্ষি বেদব্যাস তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ত্রিতাপদগ্ধ মানব-সম্প্রদায়কে অমরবাঞ্ছিত মুক্তির অধিকার প্রদানের জন্য সর্ব্বজনবোধগম্য ব্রহ্ম-মহিমার প্রসার কামনায় তিনি জ্ঞানভক্তির অমৃত-নির্ঝর মহাভারত প্রণয়ন করিলেন। সর্ব্বকালে নিত্যবিদ্যমান মহাভারতের সূচনায় বেদব্যাস বলিতেছেন,—

"ভগবন্! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি, তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্, এই সকলের সার সঙ্কলন,—ইতিহাস পুরাণের অনুসরণ,—ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছি ;—জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব ইহাদের নির্ণয় ;—বিবিধ ধর্ম্মকর্ম্ম ও আশ্রমের লক্ষণ নিদর্শন ;—চাতুর্ব্বর্ণ্য বিধান—তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য—পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা প্রভৃতির বিবরণ করিয়াছি। ভূতভাবন শ্রীভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য ও মনুষ্যাকারে জন্ম স্বীকার করেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান ; অতি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থানসমূহের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি।" * * * * * * "যিনি এই অনন্ত প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর,—যিনি স্থাবর জঙ্গম সকলের স্রষ্টা ও পাতা,—শাস্ত্র যাঁহাকে

একমাত্র পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন,—যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত কেহ প্রজ্বলিত হুতাশনে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া বারংবার আহুতি প্রদান করিতেছেন,—যাঁহার দর্শনলাভ প্রত্যাশায় কেহ বা শত শত বৎসর নির্জ্জনে একান্তমনে ধ্যান, মনন, অতি কঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন,—কেহ বা মায়াপ্রপঞ্চস্বরূপ সংসারে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়া যাঁহার উপাসনার জন্য আত্মীয়-স্বজন সকলকেই পরিহার করিয়া অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন ;—এইরূপ নানা উপায়ে যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য পৃথিবীর বহু লোকই অতি দুষ্করকার্য্যে আত্মনিবেদন করিতেছে, সেই অনাদি—অনন্ত—অভিলষিত-ফলদাতা—বিশ্বপাতা—চরাচর গুরু পরমব্রহ্ম শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম। * * *

হিন্দুর পঞ্চম-বেদ মহাভারতের এই সর্ব্বশাস্ত্রের সারাৎসার সঙ্কলন—উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার দিব্যজ্যোতির্ম্ময় প্রভাসময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। উপনিষদ্—ব্রহ্মসূত্র তীব্রবৈরাগ্যসম্পন্ন মুমুক্ষু—উচ্চ অধিকারীকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানের জন্য পরিকল্পিত, কিন্তু করুণাময় আর্য্য-ঋষি মানব-সমাজের কোন স্তরকে বিস্মৃত হন নাই। স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই মুক্তি-মন্ত্রে—পাপী তাপী—সংসারী যোগী—বিলাসী ত্যাগী—মুমুক্ষু ভোগী—সন্ন্যাসী গৃহী সকলে সমান অধিকারী।

মানব-মনের সকল সন্দেহ নিরাস করিয়া শ্রীভগবান্ গীতায় বলিতেছেন,—

আমিই জগতের পিতা—মাতা—ধাতা—পিতামহ। আমিই পরম পবিত্র ও চরম জ্ঞাতব্য ওঁঙ্কার, আমিই ঋক্ যজুঃ সাম। আমি তাপ, আমিই বৃষ্টি ; আমি গ্রহণ করি আমিই ত্যাগ করি ; আমি অমৃত আমিই মৃত্যু, আমিই সৎ ও অসৎ। * * * এই সংসারে আমারই সনাতন জীবরূপ অংশ, প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

পরে বলিতেছেন,—ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ সংসারে প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে সমুদয় ভূতই ক্ষর; কূটস্থ পুরুষ অক্ষর। আর একটি উত্তম পুরুষ আছেন যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করেন। সেই অবিনাশী পরমেশ্বর এই লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন। আমি ক্ষরের অতীত—অক্ষরেরও উত্তম, এই জন্যই বেদে ও লোকে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।

উপনিষদ্-নিহিত সত্যরাজি এইভাবে সরল—সর্ব্বজন-সুবোধ্য করিয়া তিনি গীতায় সুপ্রচারিত করিয়াছেন।

পূর্ণব্রহ্ম অবতাররূপে তিনি পরম করুণায়, মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবগণকে ব্রহ্মজ্ঞানের পুণ্যজ্যোতিঃসম্পাতে ব্রহ্মানন্দের উৎস-মূলের সন্ধান দিয়াছেন—অনাহত শান্তি ও অতুল্য তৃপ্তির অমৃত ফল বিতরণ করিয়াছেন।

এজন্য সর্ব্বজন-কল্যাণ-সমুজ্জ্বল—ব্রহ্মজ্ঞানের প্রদীপ্ত ভাস্কর **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বেদান্ত!** সেই জন্য শঙ্করাচার্য্য—রামানুজ—বলদেব—বল্লভাচার্য্য—বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি যে সকল মনীষী আচার্য্য বেদান্তদর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া অদ্বৈত—বিশিষ্টাদ্বৈত—দ্বৈত প্রভৃতি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভিন্ন ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া অতুলনীয় মনীষা প্রতিভা পাণ্ডিত্য—বিচারশক্তির পরিচয় দিতে হইয়াছে।

উপনিষদ্—বেদান্তদর্শন—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই তিনের সমন্বয়ে বেদান্তশাস্ত্র—এই তিনই বেদান্তের **প্রস্থানত্রয়**। উপনিষদ্-সমূহ—**শ্রুতিপ্রস্থান**;—ব্রহ্মসূত্র—**ন্যায়প্রস্থান**—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—**স্মৃতিপ্রস্থান**। এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থ বেদান্তশাস্ত্রের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন।

বেদান্তের প্রস্থানত্রয়—এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থ ভাষ্য টীকাদিসহ পাঠ—অনুশীলন—নিগূঢ় মর্ম্ম উপলব্ধি না করিলে ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষ—অনুভূতি লাভ সম্ভব হয় না। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র-সমাহিত ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে যত্নবান্ হইয়া—সভাষ্য উপনিষদ্—ব্রহ্মসূত্র পাঠ করিয়া—আচার্য্য ভাষ্যকারগণের বিভিন্ন সিদ্ধান্তবাদ সুমীমাংসা করিতে না পারিয়া অনেকেই যেন দিশেহারা হইয়া পড়েন—বেদান্তনিহিত দিব্যজ্ঞান অনুভূতির পরিবর্ত্তে কূট তর্কসমূহে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়েন। ব্রহ্মবিদ্যালাভ-প্রয়াসিগণের সকল সন্দেহ নিরাস করিয়া—সকল বিতর্কের সুমীমাংসা করিয়া—পরমজ্ঞানী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতী এই **বেদান্তসার** সংক্ষিপ্ত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া তাঁহাদের নিঃশ্রেয়সের অধিকার প্রদানের প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য অনুমান ৬৮০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়া অদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার প্রায় ৭৫০ বৎসর পরে—অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরমহংস শ্রীমদ্ অদ্বয়ানন্দের শিষ্য—শ্রীমৎ সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রের সারাৎসার বেদান্তসার সঙ্কলন করেন।

এমন সর্ব্বজনসুবোধ্য—সরল—সংক্ষেপে ব্রহ্মবিদ্যা-বিবৃতিতে সুসম্পূর্ণ প্রামাণ্য বেদান্তগ্রন্থ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীমৎ সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতীর প্রশিষ্য পরিব্রাজক শ্রীমৎ নৃসিংহ সরস্বতী এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বেদান্তগ্রন্থের সুবোধিনী টীকা প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থপ্রবেশের পথ আরও সুগম করিয়াছেন। এই টীকা সুধীজনসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত—সহজবোধ্য—গ্রন্থের জ্ঞানরাশি সুবিস্তারিত বলিয়া বসুমতী-সংস্করণ বেদান্তসারে সুবোধিনী টীকাই সন্নিবেশিত। এই গ্রন্থের প্রজ্ঞানরাশি বিশ্লেষণ করিয়া, সুবিখ্যাত মীমাংসক পণ্ডিত আপোদেব

বালবোধিনী নামে ও পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ রামতীর্থযতি বিদ্বন্মনোরঞ্জনী নামে আরও দুইটি টীকা প্রণয়ন করেন।

বিতর্কের অবকাশ না দিয়া সরল—সুন্দরভাবে বেদান্তশাস্ত্রের সার সত্যরাজি উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীমৎ সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসার প্রণয়ন করিয়াছিলেন—এ জন্যই বসুমতী-সংস্করণে টীকা-বাহুল্য পরিহার করা হইয়াছে।

দক্ষিণেশ্বরের সেই মূর্তিমান্ বেদান্ত ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্ব্বাদে ও অনুপ্রেরণায়—তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য, বিশ্বপূজ্য ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসী শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীর উৎসাহে ও পরামর্শে স্বর্গীয় পিতৃদেব যে সকল বেদান্তগ্রন্থ প্রথম প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে বেদান্তসার প্রথম—পঞ্চদশী দ্বিতীয়—বিবেকচূড়ামণি তৃতীয়। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক যুগে সুলভ সৎসাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচারে আত্মনিবেদিত প্রাণ—বসুমতীর প্রবর্ত্তক, নীরব কর্ম্মবীর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বেদান্তসারের প্রথম অনুবাদ সুবোধিনী টীকাসহ প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার পর একে একে বেদান্তসারের পাঁচটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া, ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান সংস্করণে অনুবাদের ভাষা আরও সরল করিবার জন্য—গ্রন্থখানি নির্ভুল—সুন্দরভাবে মুদ্রণের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। সে সাধনা কতদূর সফল হইয়াছে, সুধীজন-সমাজ তাহার বিচার করিবেন।

বর্ত্তমান যুগের জীবনসংগ্রাম—জীবন-বিড়ম্বনা—হাহাকারের দিনে বেদান্তশাস্ত্রের প্রস্থানত্রয় অনুশীলন করিবার মত অবসর অনেকেরই কর্ম্ম-ব্যস্ত জীবনে নাই—পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারে—আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহনীয় প্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রবল তৃষা—মোক্ষলাভের আকুল আকাঙ্ক্ষাই বা কোথায়?—তবু যদি শিক্ষিত-সমাজ বিরলপ্রাপ্ত অবসরের

ভিতরও নশ্বর জগতে সেই একমাত্র সত্য পরমব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য ব্রহ্মানন্দের অনুভূতির আশায় বেদান্তসারের মত অদ্বৈতবাদের পূর্ণ সমর্থক পরমসুন্দর প্রকরণ গ্রন্থপাঠের অবসর পান—আয়াস—প্রচেষ্টা—সার্থক হইবে।

দীর্ঘ ভূমিকায় সুধীজন-সমাজের বিরক্তি উৎপাদনের বিনিময়ে ক্ষমাপ্রার্থী।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির।
দুর্গাষষ্ঠী—১৩৩৯ সাল।

বিনয়াবনত
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখো

সূচিপত্র

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে।

সটীক-

বেদান্তসারঃ।

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঙ্মনসগোচরম্।
আত্মানমখিলাধারমাশ্রয়েঽভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥

টীকা।—কৃষ্ণানন্দং গুরুং নত্বা পরমানন্দনদ্বয়ম্।
বক্ষ্যে বেদান্তসারস্য টীকাং নাম্না সুবোধিনীম্ ॥ ১ ॥

ইহ খলু কশ্চিন্মহাপুরুষো নিত্যাধ্যয়নবিধ্যধীতসকলবেদরাশীনাং চিন্মাত্রা-শ্রয়তদ্রূপাদ্বয়ানন্দবিষয়ানাত্মনির্ব্বচনীয়ভাব—রূপাজ্ঞান—বিলসিতানন্তভবানুষ্ঠিত—কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জিত-নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনাকর্ম্মভিঃ সম্যক্ প্রসন্নে-শ্বরাণামিষ্টকাচূর্ণাদিসজ্ঘর্ষিতাদর্শতলবদতিনির্ম্মলাশয়ানাং নলিনীদলগতজল-বিন্দুবদ্ধিরণ্যগর্ভাদিস্তম্বপর্য্যন্তং জীবজাতং স্বাত্মবন্মৃত্যোরাস্যান্তরগতং ক্ষণ-ভঙ্গুরং তাপত্রয়াগ্নিসন্দহ্যমানমনিশমাত্মন্যনুপশ্যতামতিবিবেকিনামত এব ঐহিকস্রক্‌চন্দনাদিবিষয়ভোগেভ্য আমুষ্মিকহৈরণ্যগর্ভাদ্যমৃতভোগেভ্যশ্চ বান্তাশন ইবাতিনির্ব্বিণ্নমানসানাং শমাদিসাধনসম্পন্নানামাপাততোঽবগতাখিল-বেদার্থত্বাদ্দেহাদ্যহঙ্কার-পর্য্যন্ত-জড়পদার্থ-তদ্‌-বিলক্ষণস্বপ্রকাশস্বরূপপ্রত্যগাত্মনি

ব্রহ্মানন্দত্বে সংশয়াপন্নানাং তজ্জিজ্ঞাসূনামল্পশ্রবণেন মূলাজ্ঞাননিবৃত্তিপরমানন্দাবাপ্তিসিদ্ধয়ে প্রকরণমারভমাণঃ সমাপ্তিপ্রচয়গমনাদিফলক-শিষ্টাচার-পরিপ্রাপ্তেষ্টদেবতা-নমস্কার-লক্ষণ-মঙ্গলাচরণস্য অবশ্যকর্ত্তব্যতাং দর্শয়ন্ লক্ষণয়া অনুবন্ধচতুষ্টয়ং নিরূপয়ন্ পরমাত্মানং নমস্কুরুতে—অখণ্ডমিত্যাদিনা। অভীষ্টস্য নিঃশ্রেয়সস্য সিদ্ধয়ে প্রাপ্ত্যর্থম্ আত্মানম্ আশ্রয়ে একত্বেন প্রতিপদ্যে ইত্যর্থঃ।

নন্ববিষয়স্যাত্মনঃ কথং প্রতিপত্তিঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অখিলাধারমিতি। অখিলস্য চরাচরাত্মকপ্রপঞ্চস্য বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্বেন কারণত্বাক্রান্তং ব্রহ্মৈব প্রতিপদ্যে, ন তু শুদ্ধমিত্যর্থঃ।

নন্বেবং সতি প্রতিপত্তিবিষয়ত্বেন দৃশ্যত্বাপত্তিঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অবাঙ্মনসগোচরমিতি। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদিশ্রুতিভিরবিষয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ প্রতিপত্তিবিষয়ত্বং কারণত্বোপলক্ষিতব্রহ্মবিষয়কত্বেনৌপচারিকমিতি ভাবঃ।

নন্বেবমপি ব্রহ্মণঃ কারণত্বে মৃৎপিণ্ডবদনিত্যত্বম্? ইত্যাশঙ্কামপহরন্নাহ—সদিতি। নাশাভাবোপলক্ষিতস্বরূপম্, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ।

নন্থ তথাঽপি জড়ত্বাপত্তিঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—চিদিতি। স্বপ্রকাশচৈতন্যস্বরূপমিতি যাবৎ।

নন্থ তথাঽপ্যপুরুষার্থত্বাৎ কিমিত্যাশ্রয়ণীয়ম্? ইত্যত আহ—আনন্দমিতি। পরমানন্দস্বরূপমিত্যর্থঃ।

নন্থ তথাঽপি "ভক্ষিতেঽপি লশুনে ন শান্তো ব্যাধিঃ" ইতি ন্যায়েন প্রপঞ্চস্যাধিষ্ঠানতয়া ব্যতিরিক্তপ্রতীয়মানত্বাৎ কথমদ্বৈতসিদ্ধিঃ? ইত্যাশঙ্কাং তৃণীকুর্ব্বন্নাহ—অখণ্ডমিতি। সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যমিত্যর্থঃ।

অত্র সচ্চিদানন্দমিতি প্রয়োজনম্। অখণ্ডমিতি বিষয়ঃ। শাস্ত্রবিষয়য়োঃ

প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাবঃ সম্বন্ধঃ। তৎকামোঽধিকারী। ইত্যনুবন্ধচতুষ্টয়-মর্থাদুক্তং ভবতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—গ্রন্থকর্ত্তা নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তিকামনায় প্রথমে নিজ ইষ্টদেবতা ও গুরুদেবকে প্রণাম করিতেছেন।

যিনি সনাতন, জ্ঞান ও আনন্দময়, বাক্য যাঁহার মহিমা-কীর্ত্তনে অক্ষম, যিনি চিন্তারও অতীত, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়, আমি অভীষ্টসিদ্ধিকামনায় সেই অদ্বিতীয় পরমপুরুষের শরণাগত হইতেছি ॥ ১ ॥

অর্থতোঽপ্যদ্বয়ানন্দান্ অতীতদ্বৈতভানতঃ।
গুরূনারাধ্য বেদান্ত-সারং বক্ষ্যে যথামতি ॥ ২ ॥

টীকা।—কিঞ্চ "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" ইত্যাদিশ্রুত্যা গুরুনমস্কারস্যাপি শাস্ত্রাঙ্গত্বপ্রতিপাদনাত্তন্নমস্কারোঽপি পৃথক্ত্বেন কার্য্য ইতি তন্নতিপূর্ব্বকমভি-ধেয়গ্রন্থং প্রতিজানীতে—অর্থত ইতি। অপিনা ডিত্থাদিবৎ সংজ্ঞামাত্রং ব্যবচ্ছিদ্যতে, ন কেবলং শব্দতঃ, অর্থতঃ শব্দতশ্চেতি। অদ্বয়ানন্দরূ[illegible]গুরূন্ আরাধ্য বেদান্তসারং যথামতি বক্ষ্যে ইত্যন্বয়ঃ। অদ্বয়াশ্চ তে আনন্দাশ্চেতি অদ্বয়ানন্দাস্তান্।

তত্র হেতুমাহ—অতীতদ্বৈতভানত ইতি। অতীতং গতং দ্বৈতভানং যতস্তস্মাদতীতদ্বৈতভানতঃ নিরস্তসমস্তভেদজ্ঞানত্বাদিত্যর্থঃ। তান্ গুরূন্ আরাধ্য কায়বাঙ্মনোভির্নমস্কারগোচরীকৃত্য বেদান্তসারং বেদান্তানামৌপ-নিষদ্বাক্যজাতানাং মধ্যে যঃ সারঃ সিদ্ধান্তরহস্যং, যস্মিন্ জ্ঞাতে

পুনর্জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে তং বেদান্তসারং যথামতি বুদ্ধিমনতিক্রম্য বক্ষ্যে প্রতিপাদয়িষ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—জীবাত্মা ও পরমাত্মায় কোন ভেদ নাই, এই অদ্বৈতজ্ঞানের দৃঢ়তাবশতঃ যিনি "অদ্বয়ানন্দ" এই নামকে সার্থক করিয়াছেন, সেই গুরুদেব অদ্বৈতানন্দের আরাধনা করিয়া আমি নিজের জ্ঞানানুসারে বেদান্তশাস্ত্রের সার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব ॥ ২ ॥

বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্,
তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ ॥ ৩ ॥

টীকা।—ইদানীং সর্ব্বস্যাপি বস্তুবিচারোদ্দেশপূর্ব্বকত্বাৎ প্রতিজ্ঞাতং বেদান্তং নামতো নির্দ্দিশতি—বেদান্ত ইতি। উপনিষদ এব প্রমাণং উপনিষৎ-প্রমাণম্, উপনিষদো যত্র প্রমাণমিতি বা। তদুপকারীণি বেদান্তসংগ্রাহকাণি শারীরকসূত্রাদীনি চ; শরীরমেব শারীরং তত্র ভবো জীবঃ শারীরকঃ স সূত্র্যতে যাথাতথ্যেন নিরূপ্যতে যৈঃ তানি শারীরকসূত্রাণি, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদীনি। আদিশব্দো ভাষ্যাদিসংগ্রহার্থঃ। চশব্দো বেদান্ত-শব্দানুষঙ্গার্থঃ। যদ্‌বা শারীরক-সূত্রাণি তদ্‌যথার্থবাদিবেদান্তার্থসংগ্রহ-বাক্যানি, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদিসূত্রাদীনি। আদিশব্দেন ভগ-বদ্‌গীতাদ্যধ্যাত্মশাস্ত্রাণি গৃহ্যন্তে, তেষামপি উপনিষচ্ছব্দবাচ্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥৩ ॥

অনুবাদ।—প্রথমতঃ বেদান্ত কি, তাহা জানা আবশ্যক, উপনিষৎরূপ প্রামাণিকশাস্ত্রই বেদান্ত, অর্থাৎ প্রত্যেক বেদের শেষভাগে যে পরমব্রহ্ম ও পরমাত্মার একত্ববোধক উক্তিসমূহ আছে, তাহাই উপনিষৎ, তাহাই বেদান্ত। উপনিষৎসমূহের নিগূঢ়মর্ম্ম সহজে বোধগম্য হওয়ার অনুকূল, মহর্ষি ব্যাসপ্রণীত

শারীরকসূত্র প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহও বেদান্ত। এ স্থানে প্রসঙ্গক্রমে উপনিষৎ শব্দের অর্থ বলা যাইতেছে,—যে শাস্ত্র দ্বারা আত্মাই ব্রহ্ম এবং জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখাদি-জন্য হর্ষ-বিষাদাদি যে আত্মজ্ঞানেরই অভাব বশতঃ, এই জ্ঞান দৃঢ় হয়, সেই ব্রহ্মবিদ্যার নামই উপনিষৎ ॥ ৩ ॥

অস্য বেদান্তপ্রকরণত্বাৎ তদীয়ৈরেবানুবন্ধৈস্তদ্বত্তা-সিদ্ধের্ন তে পৃথগালোচনীয়াঃ ॥ ৪ ॥

টীকা।—নন্ন যদ্যপি অবান্তরানুবন্ধচতুষ্টয়মাপদ্যেত অর্থান্নির্দ্দিষ্টং তথাঽপি পরমানুবন্ধচতুষ্টয়স্যানিরূপিতত্বাদত্র প্রেক্ষাবতাং প্রবৃত্তির্ন স্যাদিত্যত আহ—অস্যেতি। বেদান্তসারস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—এই বেদান্তসার নামক গ্রন্থ মূল বেদান্তশাস্ত্রেরই সারার্থ বুঝাইবার নিমিত্ত রচিত হইয়াছে, অতএব মূল বেদান্তে যে কয়েকটি অনুবন্ধ বলা হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলেই ইহারও অনুবন্ধ-বিষয়ে জ্ঞান হইবে বলিয়া এই গ্রন্থের জন্য অনু-বন্ধের পৃথক্ আলোচনা অনাবশ্যক ॥ ৪ ॥

তত্র অনুবন্ধো নাম অধিকারি-বিষয়-সম্বন্ধ-প্রয়োজনানি ॥৫॥

টীকা।—নন্ন বেদান্তশাস্ত্রস্যাপি কিমনুবন্ধচতুষ্টয়ং যেনাস্যাপি তদ্-বত্তাসিদ্ধিঃ ? ইত্যাশঙ্ক্য মূলশাস্ত্রস্যানুবন্ধচতুষ্টয়মাবিষ্করোতি—তত্রেতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—মূল বেদান্তে কি কি অনুবন্ধ বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন—বেদান্তে অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও

প্রয়োজন এই চারিটিকে অনুবন্ধ বলা হইয়াছে। অনুবন্ধ অর্থাৎ শাস্ত্ররচনার প্রথমেই যে চারিটি বিষয় অবশ্য বক্তব্য, তাহার উল্লেখ, কারণ, ইহা জানিতে না পারিলে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই সেই শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন না ॥ ৫ ॥

অধিকারী তু—বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেন আপাততো-ঽধিগতাখিলবেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্য-নিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্য-নৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনানু-ষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল-কল্মষতয়া নিতান্ত-নির্ম্মলস্বান্তঃ-সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা ॥৬॥

টীকা।—যথোদ্দেশমধিকারিণং লক্ষয়তি—অধিকারীত্যাদিনা। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" ইতি বচনাৎ ত্রৈবর্ণিকানামুপনীতানামধ্যয়নং নিয়মেন বিধীয়তে, অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তমেবাধ্যয়নং নাধ্যাপনবিধিপ্রযুক্তম্। তথাচ—অধীতো বেদো বেদাঙ্গানি চ শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণচ্ছন্দোজ্যোতির্নিরুক্তাখ্যানি যেন তস্য ভাবঃ তেন, আপাততোঽধিগতাখিলবেদার্থঃ—অত্র সর্ব্ববেদার্থরহস্যে জ্ঞাতে সতি উত্তর-গ্রন্থবৈয়র্থ্যপরিহারায় আপাতত ইত্যুক্তম্।

নন্বনধীতবেদানামপি বিদুরাদীনাং তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ অধ্যয়ন-তৎ-প্রযুক্তকর্ম্মানুষ্ঠানবৈয়র্থ্যম্? ইত্যাশঙ্ক্যোত্তরমাহ—জন্মান্তর ইতি। তেষা-মাধুনিকাধ্যয়নাদ্যভাবেঽপি জন্মান্তরীয়াধ্যয়নাদিনা চিত্তপরিপাকতা অস্মিন্ জন্মনি বিনাঽপ্যধ্যয়নাদিনা জ্ঞানোৎপত্তৌ বাধকাভাবাৎ নাধ্যয়নাদি-বৈয়র্থ্যমিতি ভাবঃ।

কাম্যেতি। কাম্যস্যাপি কর্ম্মণো ধর্ম্মসাধনত্বেঽপি যাতায়াত-সম্পাদক-ত্বেন বন্ধকত্বাৎ নিষিদ্ধবৎ তদ্বর্জ্জনপুরঃসরমিত্যুক্তম্। তথা চ

নিত্যাদিকর্ম্মানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিঃশেষনিরস্তসকলকল্মষত্বেন। অত্র নিখিলপদং কাম্য-নিষিদ্ধজনিতসুকৃতদুষ্কৃতপরং, তেন নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ নিতান্তমত্যন্তং নির্ম্মলং স্বচ্ছং স্বান্তমন্তঃকরণং যস্য স তথোক্তঃ। বক্ষ্যমাণ-সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বে অধিকারী প্রভৃতি যে চারিটি অনুবন্ধ বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকারীর লক্ষণ প্রথমে বলিতেছেন—যিনি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ এই ছয়টি বেদাঙ্গ যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া সমস্ত বেদের সারমর্ম্ম মোটামুটিভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন এবং যিনি এই জন্মেই অথবা জন্মান্তরে কাম্যকর্ম্ম ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ বর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা দ্বারা সর্ব্ববিধ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত ও নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়াছেন এবং যিনি শমদমাদি-সম্পন্ন চতুর্ব্বিধ সাধনা দ্বারা পরমতত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনিই অধিকারী। এক কথায় যিনি এই গ্রন্থের মর্ম্ম বুঝিতে ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ এবং সৎক্রিয়াশীল, তিনিই অধিকারী। অনধিকারীর নিকট ইহার উপদেশ অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল ॥ ৬ ॥

কাম্যানি—স্বর্গাদীষ্টসাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি ॥ ৭ ॥

টীকা।—এতদেব স্পষ্টং ব্যাকরোতি—কাম্যানীত্যাদিনা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—অধিকারীর লক্ষণের মধ্যে যে কাম্যশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই কাম্যশব্দে কি বুঝায়, তাহাই বলিতেছেন—

স্বর্গলাভ বা তদনুরূপ অন্যান্য সুখকামনায় যে জ্যোতিষ্টোম, রাজসূয় ইত্যাদি যজ্ঞ করা যায়, তাহাই কাম্যকর্ম্ম ॥ ৭ ॥

নিষিদ্ধানি—নরকাদ্যনিষ্টসাধনানি ব্রহ্ম-হননাদীনি ॥৮॥

টীকা ;—নিষিদ্ধানীতি। সুগমম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ;—নিষিদ্ধ কর্ম্ম কি, তাহা বলিতেছেন—ব্রহ্ম-হত্যা, মদ্যপান, চৌর্য্য ইত্যাদি যে সমস্ত দুষ্কর্ম্ম নরকভোগের সহায় হয় বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই নিষিদ্ধ কর্ম্ম ॥ ৮ ॥

নিত্যানি—অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনা-দীনি ॥৯॥

টীকা ;—নিত্যানীতি। সুগমম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ;—নিত্যকর্ম্ম কি? তাহা বলিতেছেন—

সন্ধ্যোপাসনাদি যে সমস্ত দৈনিক কার্য্য অনুষ্ঠান না করিলে পাপভাগী হইতে হয়, তাহাই নিত্যকর্ম্ম ॥ ৯ ॥

নৈমিত্তিকানি—পুত্রজন্মাদ্যনুবন্ধীনি জাতেষ্ট্যা-দীনি ॥১০॥

টীকা ;—নৈমিত্তিকানীতি। সুগমম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ;—নৈমিত্তিক কর্ম্ম কি? তাহা বলিতেছেন—

পুত্র জন্মগ্রহণ করার পর জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্ন-প্রাশনাদি যে সমস্ত কর্ম্ম বিহিত আছে, সেই সমস্ত ও তদনুরূপ অন্য কোন উপলক্ষে যে সমস্ত যাগাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম্ম ॥১০॥

প্রায়শ্চিত্তানি—পাপক্ষয়মাত্রসাধনানি চান্দ্রায়ণাদীনি ॥১১॥

টীকা ;—প্রায়শ্চিত্তানীতি। সুগমম্॥ ১১ ॥

অনুবাদ ;—প্রায়শ্চিত্ত কি ? তাহা বলিতেছেন—

অতিশয় কষ্টসাধ্য যে সমস্ত ব্রতাচরণের দ্বারা সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হয়, তাহাই প্রায়শ্চিত্ত, যেমন চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ॥ ১১ ॥

উপাসনানি—সগুণব্রহ্মবিষয়ক-মানসব্যাপাররূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি ॥ ১২ ॥

টীকা—উপাসনানীতি। সুগমম্॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—উপাসনা কি ? তাহা বলিতেছেন—

শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট যে সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের প্রতি চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয়, তাহাই উপাসনা ॥ ১২ ॥

এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনম্, উপাসনানান্তু চিত্তৈকাগ্র্যম্। “তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন ” (বৃঃ উঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিশ্রুতেঃ, “তপসা কল্মষং হন্তি” (মনু ১২।১০৪) ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ ॥ ১৩ ॥

টীকা ;—এতেষামিতি। সুগমম্॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা দ্বারা কি উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়, তাহা বলিতেছেন—

এই চারিটি কর্ম্মের মধ্যে নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, এবং উপাসনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয়। "ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন" এই বেদোক্তি ও "তপস্যা দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়" এই স্মৃতির উক্তিই উহার প্রমাণ ॥ ১৩॥

নিত্যনৈমিত্তিকয়োরুপাসনানাঞ্চ অবান্তরফলং পিতৃলোক-সত্যলোকপ্রাপ্তিঃ। "কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেব-লোকঃ" (বৃঃ উঃ ১।৫।১৬) ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ১৪ ॥

টীকা।—নিত্যনৈমিত্তিকয়োরিতি। সুগমম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি মুখ্য ফল বলিয়া এক্ষণে উহার অবান্তর বা আনুষঙ্গিক ফল কি, তাহা বলিতেছেন—

নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম ও উপাসনার আনুষঙ্গিক ফল পিতৃ-লোক ও সত্যলোক-প্রাপ্তি, অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম দ্বারা যেমন চিত্তশুদ্ধি হয়, তেমনই পিতৃলোকে গমন করিতেও সমর্থ হয়। উপাসনা দ্বারা যেরূপ চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয়, পক্ষা-ন্তরে উহা দ্বারা সত্য অর্থাৎ দেবলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। যেহেতু "কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক ও বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা দ্বারা দেব-লোকপ্রাপ্তি হয়" বেদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

সাধনানি—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেহামুত্রফলভোগবিরাগ-শমদমাদিসম্পত্তি-মুমুক্ষুত্বানি ॥ ১৫ ॥

টীকা।—সুগমম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তি বেদান্তপাঠে অধিকারী, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে সেই সাধনচতুষ্টয় কি, তাহাই বলিতেছেন—

কোন্ বস্তু অক্ষয়, কোন্ বস্তু ক্ষয়শীল, এই সম্বন্ধে বিচার ; ইহলোকে ও পরলোকে কর্ম্মফলপ্রাপ্তি বিষয়ে আকাঙ্ক্ষার অভাব ; শমদম প্রভৃতি ছয়টিগুণবিশিষ্টতা ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষা এই চারিটিই সাধনচতুষ্টয় ॥ ১৫ ॥

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকস্তাবৎ—ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু, ততোঽন্যদখিলমনিত্যমিতি বিবেচনম্ ॥ ১৬ ॥

টীকা।—সুগমম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—ইহার মধ্যে—একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য বা অবিনশ্বর এবং তদতিরিক্ত যাবতীয় পদার্থই অনিত্য বা বিনশ্বর, এই জ্ঞানের নামই "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক" ॥ ১৬ ॥

ঐহিকানাং স্রক্‌চন্দনাদি-বিষয়-ভোগানাং কর্ম্মজন্যতয়া অনিত্যত্ববৎ আমুষ্মিকাণামপি অমৃতাদিবিষয়ভোগানামনিত্যতয়া তেভ্যো নিতরাং বিরতিঃ ইহামুত্র-ফলভোগবিরাগঃ ॥ ১৭ ॥

টীকা।—সুগমম্॥ ১৭॥

অনুবাদ।—জীব পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের ফলেই ইহলোকে সুগন্ধি-মাল্য, চন্দন, সুন্দরী স্ত্রী ইত্যাদি ভোগ্যবস্তু সকল লাভ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত ঐ সৎকর্ম্মের ফল-প্রদায়িনী শক্তি থাকে, তত দিন পর্য্যন্তই ঐ সমস্ত ভোগ করিতে পায়, কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই ঐ সমস্ত ভোগ্য বস্তুরও অভাব হয়, অতএব উহা অনিত্য। এইরূপ ইহজন্মে যে সমস্ত সৎকর্ম্ম দ্বারা পরলোকে স্বর্গসুখাদি ভোগ করিতে সমর্থ হয়, কর্ম্মক্ষয় হইলেই ঐ সমস্ত সুখভোগেরও অবসান হয়, অতএব উহাও অনিত্য, এই জ্ঞানের দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ সুখেই যে অনাসক্তি, তাহাই "ইহমুত্রফলভোগবিরাগ" ॥ ১৭॥

শম-দমাদয়স্তু—শম-দমোপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধাঃ॥ ১৮॥

টীকা।—সুগমম্॥ ১৮॥

অনুবাদ।—শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, দম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহ, উপরতি অর্থাৎ বিষয়ভোগবাসনার নিবৃত্তি, তিতিক্ষা অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, সমাধান অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা এবং শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরুবাক্য শাস্ত্রবাক্য ইত্যাদিতে অবিচলিত আস্থা এই ছয়টি "শমদমাদি সম্পত্তি" ॥ ১৮॥

শমস্তাবৎ—শ্রবণাদি-ব্যতিরিক্ত-বিষয়েভ্যো মনসো নিগ্রহঃ॥ ১৯॥

টীকা।—তত্র শমং লক্ষয়তি—শমস্তাবদিতি। যথা তীব্রায়াং বুভুক্ষায়াং জাতায়াং ভোজনাদন্যব্যাপারো মনসো ন রোচতে ভোজনে চ বিলম্বং ন সহতে, তথা স্রক্চন্দনাদিবিষয়েষত্যন্তমরুচিঃ, তত্ত্বজ্ঞানসাধনেষু শ্রবণমননাদিষু অত্যন্তমভিরুচির্জায়তে যদা, তদা পূর্ব্ববাসনাবলাৎ শ্রবণাদিসাধনেভ্য উড্ডীয় স্রক্চন্দনাদিবিষয়েষু গম্যমানং মনঃ যেনান্তঃকরণবৃত্তিবিশেষেণ নিগৃহ্যতে স বৃত্তিবিশেষঃ শম ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ।—শমাদি ছয়টির মধ্যে শম কি, তাহাই প্রথমে বলিতেছেন—

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতীত বিষয়ান্তর হইতে চিত্তবৃত্তির নিরোধই শম ॥ ১৯ ॥

দমঃ—বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং তদ্ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবর্ত্তনম্ ॥ ২০ ॥

টীকা।—ইদানীং দমস্য লক্ষণমাহ—দম ইত্যাদি। জ্ঞানসাধনশ্রবণাদিভ্যো বিলক্ষণেষু শব্দাদিবিষয়েষু প্রবর্ত্তমানানি শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি যেন বৃত্তিবিশেষেণ নিবর্ত্তন্তে, স দম ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ।—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি বাহ্যেন্দ্রিয়, এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পাঁচটি ঐ পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ গ্রাহ্য। শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন ব্যতীত রূপাদি বিষয়ান্তর হইতে চক্ষুঃ প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করাই দম ॥ ২০ ॥

নিবৰ্ত্তিতানামেতেষাং তদ্ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্য উপরমণম্ উপরতিঃ ; অথবা বিহিতানাং কর্ম্মণাং বিধিনা পরিত্যাগ-উপরতিঃ ॥ ২১ ॥

টীকা।—ইদানীমুপরতের্লক্ষণমাহ—নিবৰ্ত্তিতানামিতি। নিগৃহীতানামেতেষাং বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং * শ্রবণাদি-সাধনব্যতিরিক্তেষু শব্দাদিবিষয়েষু যথা তানীন্দ্রিয়াণি সর্ব্বথা ন গচ্ছন্তি তথা তেষাং নিগ্রহো যেন বৃত্তিবিশেষেণ ক্রিয়তে সোপরতিরিত্যর্থঃ।

উপরতের্লক্ষণান্তরমাহ—অথবেতি। বিহিতানাং নিত্যাদিকর্ম্মণাং বিধিনা চতুর্থাশ্রমস্বীকারকর্ম্মণা পরিত্যাগঃ, নাহং কর্ত্তেত্যবস্থানম্ উপরতিরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্তরূপে সংযত বাহ্যেন্দ্রিয় পাঁচটির শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন ব্যতীত রূপাদি বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্তির নামই উপরতি। দম ও উপরতির ভেদ এই যে—দম অর্থাৎ দমন, চেষ্টা দ্বারা সংযত করা ; আর উপরতি অর্থাৎ স্বয়ংই নিবৃত্তি, পূর্ব্বোক্ত-রূপে ইন্দ্রিয়সমূহ দমিত হওয়ার পর যখন আর ঐ সমস্ত বিষয়-ভোগে তাহাদের প্রবৃত্তিই হইবে না, তাহাই উপরতি। অথবা শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহের যথাবিধি পরিত্যাগ অর্থাৎ

---

* ইন্দ্রিয় একাদশ,—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পাঁচটি বাহ্যেন্দ্রিয়কে জ্ঞানসাধন বলে ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটিকে কর্ম্মসাধন বলা যায়, এতদ্ব্যতীত মনকে অন্তরিন্দ্রিয় কহে, সুতরাং ইন্দ্রিয় সর্ব্বসমেত একাদশটি।

ভিক্ষাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক "আমি কর্ম্মী নই, অতএব আমার কর্ম্মও নাই" এই বিবেচনায় নিষ্ক্রিয়রূপে অবস্থানও উপরতি ॥ ২১ ॥

তিতিক্ষা—শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা ॥ ২২ ॥

টীকা ঃ—তিতিক্ষালক্ষণমাহ—তিতিক্ষেতি। শরীরধর্ম্মস্য শীতোষ্ণাদেঃ তজ্জন্যসুখদুঃখাদেশ্চ শরীরেণ ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ স্বপ্রকাশচিদ্রূপে স্বাত্মনি চ শীতোষ্ণাদেরত্যন্তাভাবাদিতি বিবেকদীপেন মিথ্যাভানস্য শীতোষ্ণাদের্দ্বন্দ্বস্য যৎ সহনং সা তিতিক্ষেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ঃ—তিতিক্ষা কি, তাহা বলিতেছেন—

শীত-উষ্ণ, হর্ষ-বিষাদ, লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবসমূহজন্য সুখদুঃখে অভিভূত না হইয়া অবিকৃত-চিত্তে তাহা সহ্য করিবার যে ক্ষমতা, তাহারই নাম তিতিক্ষা ॥ ২২ ॥

নিগৃহীতস্য মনসঃ শ্রবণাদৌ তদনুগুণবিষয়ে চ সমাধিঃ সমাধানম্ ॥ ২৩ ॥

টীকা ঃ—ইদানীং সমাধানং লক্ষয়তি—নিগৃহীতস্যেতি। শব্দাদি-বিষয়েভ্যো নিগৃহীতস্যান্তঃকরণস্য শ্রবণাদৌ তদনুগুণেষু তদুপকারকেষু অমানিত্বাদিসাধনবিষয়েষু সমাধির্নৈরন্তর্য্যেণ তচ্চিন্তনং সমাধানমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ঃ—সমাধান কি, তাহা বলিতেছেন—

রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে চিত্তকে সংযত করিয়া কেবল-মাত্র ভগবদ্বিষয়ে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন এবং ঐ সমস্তের সহায়-স্বরূপ গুরুশুশ্রূষাদি-বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদনকে সমাধান বলে ॥ ২৩ ॥

গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা ॥ ২৪ ॥

টীকা ;—শ্রদ্ধাদয়ঃ স্পষ্টার্থাঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ ;—শ্রদ্ধা কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন—

যিনি উপনয়ন দান পূর্ব্বক বেদ অধ্যাপনা করান, এইরূপ গুরুর উপদেশ ও বেদান্তোক্ত বাক্যসমূহে অবিচলিত বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা ॥ ২৪ ॥

মুমুক্ষুত্বং মোক্ষেচ্ছা ॥ ২৫ ॥

টীকা ;—মুমুক্ষুত্বমিত্যাদয়ঃ স্পষ্টার্থাঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ;—মোক্ষলাভের নিমিত্ত ইচ্ছা বা মুক্তিলাভের উপায়ানুসন্ধানই মুমুক্ষুত্ব ॥ ২৫ ॥

এবম্ভূতঃ প্রমাতা অধিকারী "শান্তো দান্ত" (বৃঃ উঃ ৪।৪।২৩) ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ২৬

টীকা ;—তথাচ পূর্ব্বোক্ত-সকলবিশেষণবিশিষ্টঃ প্রমাতা অধিকারী-ত্যর্থঃ। অস্মিন্নর্থে শ্রুতিং প্রমাণয়তি—শান্ত ইতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ।—এইরূপ অর্থাৎ যথাবিধি বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি গুণসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী আপ্ত ব্যক্তিই প্রমাতা এবং তিনিই বেদান্তপাঠে যথার্থ অধিকারী, যেহেতু বেদ "শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আত্মাতে আত্মাকে দেখিবে" এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

উক্তঞ্চ—“প্রশান্তচিত্তায় জিতেন্দ্রিয়ায়
প্রক্ষীণদোষায় যথোক্তকারিণে।
গুণান্বিতায়ানুগতায় সর্ব্বদা
প্রদেয়মেতৎ সকলং মুমুক্ষবে॥”
(উপদেশসাহস্রী ৩২৪।১৬।৭২) ইতি॥ ২৭॥

টীকা।—প্রশান্তচিত্তায়েতি। সুগমম্॥ ২৭॥

অনুবাদ।—স্থানান্তরেও উক্ত হইয়াছে—

প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, নির্দ্দোষ, আদেশপালনকারী, গুণবান্, সর্ব্বদা অনুগত ও মুমুক্ষু শিষ্যকে এই বেদান্তশাস্ত্র উপদেশ দিবেন॥ ২৭॥

বিষয়ঃ—জীবব্রহ্মৈক্যং শুদ্ধচৈতন্যং প্রমেয়ং, তত্রৈব বেদান্তানাং তাৎপর্য্যাৎ॥ ২৮॥

টীকা।—যথোদ্দেশং বিষয়ং নিরূপয়তি—বিষয় ইতি। অবিদ্যা-রোপিত-সর্ব্বজ্ঞত্ব-কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বাদি-বিরুদ্ধধর্ম্মপরিত্যাগেনাবশিষ্টং শুদ্ধং চৈতন্যং জ্ঞেয়স্বরূপমেব সর্ব্বেষাং বেদান্তবাক্যানাং বিষয় ইত্যর্থঃ॥ ২৮॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত অনুবন্ধচতুষ্টয়মধ্যে অধিকারীর বিষয় বলিয়া এক্ষণে এই গ্রন্থের বিষয় কি, তাহা বলিতেছেন—

জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ, এই জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান-রূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যই একমাত্র জ্ঞাতব্য, ইহাই বেদান্তসমূহের প্রতি-পাদ্য বিষয়॥ ২৮॥

সম্বন্ধস্তু—তদৈক্যপ্রমেয়স্য তৎপ্রতিপাদকোপনিষৎ-প্রমাণস্য চ বোধ্য-বোধকভাবঃ ॥ ২৯ ॥

টীকা ।—ক্রমপ্রাপ্তং সম্বন্ধং লক্ষয়তি—সম্বন্ধস্থিতি।

বোধ্যবোধকভাব ইতি। বোধ্যস্য ব্রহ্মাত্মৈক্যস্বরূপস্য বোধকস্য বেদান্ত-শাস্ত্রস্য চ বোধ্যবোধকভাব এব সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ ।—তৃতীয় অনুবন্ধ সম্বন্ধ কি, তাহা বলিতেছেন—

জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ, এই জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত তাহার জ্ঞাপক উপনিষদ্‌বাক্যসমূহের বোধ্যবোধকসম্বন্ধ। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, ইহাই এই গ্রন্থের বোধ্য, উপনিষদ্‌বাক্য-সমূহ তাহার বোধক। এই উপনিষৎশাস্ত্রে জ্ঞান হইলে জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই, ইহাই দৃঢ়রূপে প্রতীত হয় ॥ ২৯ ॥

প্রয়োজনন্তু—তদৈক্যপ্রমেয়গতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ স্ব-স্বরূপানন্দাবাপ্তিশ্চ। "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ছান্দো উ০৭।১।৩) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ড০উ০৩।২।৯) ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ॥ ৩০ ॥

টীকা ।—অবশিষ্টং প্রয়োজনমাহ—প্রয়োজনন্থিতি। ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-লক্ষণচিন্মাত্রগতাজ্ঞান-তৎকার্য্যসকল-প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিঃ পুনরুৎপত্ত্যভাবরূপ-স্ব-স্বরূপাখণ্ডানন্দপ্রাপ্তিঃ ফলমিত্যর্থঃ।

নন্বু লোকেঽপ্রাপ্তস্য ক্রিয়াসাধ্যস্য স্বর্গাদেঃ পুরুষার্থত্বেন ফলত্বং দৃষ্টম্, অত্র তু নিত্যপ্রাপ্তস্যাত্মস্বরূপস্য ক্রিয়াসাধ্যত্বাভাবেন পুরুষার্থত্বাভাবাৎ কথং ফলত্বম্? ইতি চেন্ন, অপ্রাপ্তস্যৈব পুরুষার্থত্বনিয়মাভাবাৎ। যথা লোকে

কস্যাচিৎ বিস্মৃতকণ্ঠমণেস্তৎপ্রযুক্তশোকাগ্নিসন্দহ্যমানস্যাপ্তোপদেশোত্তরকালং স্বকণ্ঠগতচামীকরপ্রাপ্তেরপি পুরুষার্থত্বাৎ ফলত্বং দৃষ্টম্, এবমত্রাপি নিত্যপ্রাপ্তস্যাত্মনঃ অজ্ঞানমোহান্ধকারাবৃতত্বেন বিস্মৃতস্বস্বরূপস্য গুরুশ্রুতিবাক্যশ্রবণানন্তরমজ্ঞানমোহান্ধকারনিবৃত্তৌ সত্যাং স্বয়ং প্রকাশমানচিদ্রূপস্য সিদ্ধস্যৈবাত্মনঃ ফলত্বমুপচর্যতে ইতি ভাবঃ।

উক্তেঽর্থে শ্রুতিং প্রমাণয়তি—তরতীতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।—অনুবন্ধচতুষ্টয়ের শেষানুবন্ধ প্রয়োজন কি, তাহা বলিতেছেন—

জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ, এই জ্ঞাতব্যবিষয়ে সম্পূর্ণজ্ঞানলাভ বশতঃ অজ্ঞাননিবৃত্তি এবং ঐ অজ্ঞাননাশহেতু নিত্যানন্দসম্ভোগই এই গ্রন্থের প্রয়োজন, যে হেতু বেদে আছে, "আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই শোক-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন," "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হন" ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥

অয়মধিকারী জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তো দীপ্তশিরা জলরাশিমিবোপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" (মুণ্ড০ উ০ ১।২।১২) ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ৩১ ॥

টীকা।—অধুনা শাস্ত্রারম্ভনিমিত্তাধিকার্য্যাদিনিরূপণানন্তরং শাস্ত্রারম্ভং প্রস্তৌতি, অথবা লক্ষিতস্যাধিকারিণঃ কর্তব্যং দর্শয়তি—অয়মধিকারীতি। উক্তলক্ষণলক্ষিতো বুদ্ধিসন্নিহিতোঽধিকারী গুরুমুপসরতীত্যর্থঃ।

নন্বু সংসারাসক্তচিত্তস্য বিষয়লোলুপস্যার্ত্তিরহিতস্য গুরূপসর্পণময়ুক্তম্ ? ইত্যাশঙ্কাহ—সংসারানলসন্তপ্ত ইতি।

সন্তাপে হেতুমাহ—জননেতি। আদিশব্দেন ব্যাধ্যাদয়ো গৃহ্যন্তে।

সন্তপ্তস্যৈব গুরূপসর্পণমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—দীপ্তশিরা ইতি। যথা অর্কদগ্ধ-মস্তকো দাহনিবৃত্তিকামো ঝটিতি শীতলং জলরাশিমনুসরতি তথা সংসার-তাপত্রয়সন্দহ্যমানস্তন্নিবৃত্তিকামঃ স্বস্বরূপজিজ্ঞাসুঃ সংসারনিবর্ত্তকং শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং করতলামলকবৎ স্বপ্রকাশাত্মস্বরূপসমর্পকং গুরুমুপসৃত্য গুরু সমীপং গত্বা অনুসরতি মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ সেবত ইত্যর্থঃ।

অস্মিন্ অর্থে শ্রুতিমুদাহরতি—তদ্বিজ্ঞানার্থমিত্যাদিঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ ;—শাস্ত্রারম্ভের পূর্ব্বে অধিকারী প্রভৃতি নিরূ-পণানন্তর অধুনা শাস্ত্রারম্ভ করিতেছেন, অথবা লক্ষিত অধিকারীর কর্ত্তব্য প্রদর্শিত হইতেছে—প্রখর সূর্য্যকরে সন্তপ্ত-মস্তক ব্যক্তি যেমন তাপশান্তির জন্য গভীর জলাশয়ে অবগাহন পূর্ব্বক শান্তি-লাভ করে, তদ্রূপ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদিগুণসম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্বরূপ উপরি-উক্ত সাধনচতুষ্টয়বিশিষ্ট অতএব বেদান্তপাঠে অধিকারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্য, ত্রিবিধ দুঃখ, (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক) জন্ম, মরণ, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি দুঃসহ সাংসারিক ক্লেশের দ্বারা নিরতিশয় পীড়িত হইয়া ঐ সমস্ত ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ-লাভের নিমিত্ত যথাসাধ্য উপহার গ্রহণপূর্ব্বক বেদজ্ঞ, ব্রহ্মপরায়ণ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় নিরত হইবেন। শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, "সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত যথাসাধ্য

হোমোপযোগী দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে" ॥ ৩১ ॥

স গুরুঃ পরমকৃপয়া অধ্যারোপাপবাদন্যায়েনৈনমুপদিশতি।

"তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্,
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং,
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্"
(মুণ্ড০ উ০ ১।২।১৩) ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ৩২ ॥

টীকা।—অথ গুরুকৃত্যমাহ—স গুরুঃ পরমকৃপয়েতি। কৃপাব্যতিরেকেণ সাধনান্তরাভাবাদিত্যর্থঃ।

নন্বখণ্ডস্য ব্রহ্মস্বরূপস্যাগোচরত্বেনোপদেষ্টুমশক্যত্বাৎ কথমুপদিশতি ? ইত্যত আহ—অধ্যারোপেতি। অখণ্ডব্রহ্মস্বরূপস্য বিধিমুখেনোপদেষ্টুমশক্যত্বেঽপি "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃ০উ০ ৪।৪।১৯) ইত্যাদিশ্রুতিমনুসৃত্য অবিদ্যাঽঽরোপিতমিথ্যানানাপদার্থনিষেধমুখেনোপলক্ষিতমখণ্ডচৈতন্যমেব পুনঃ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ০উ০ ২।১) ইত্যাদিশ্রুতিমনুসৃত্য লক্ষণয়া বিধিমুখেনাপ্যুপদিশতীতি ভাবঃ।

অত্র শ্রুতিমাহ—তস্মৈ স ইত্যাদি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ।—অতঃপর গুরুর কর্ত্তব্য প্রদর্শিত হইতেছে। তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মপরায়ণ গুরুদেব শরণাপন্ন শিষ্যের ঐকান্তিক দুঃখ-অপনোদনের নিমিত্ত অসাধারণ করুণা প্রদর্শন পূর্ব্বক সত্যস্বরূপ,

অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞতাবশতঃ নানাপ্রকার ভ্রান্তজ্ঞান যাহাতে দূরীভূত হয়, এরূপ উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপতা-বিষয় দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবেন। শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, "তত্ত্বজ্ঞ গুরু শরণাগত প্রশান্তচিত্ত শান্তিকামী জিতেন্দ্রিয় শিষ্যকে —যাহাতে সনাতন সত্যস্বরূপ পরমপুরুষকে জানিতে পারা যায়, এরূপ ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথভাবে শিক্ষা দিবেন ॥ ৩২ ॥

অসর্পভূতায়াং রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্ত্বারোপঃ অধ্যারোপঃ। বস্তু সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদি-সকলজড়সমূহঃ অবস্তু। অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি। "অহমজ্ঞঃ" ইত্যাদ্যনুভবাৎ, "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" (শ্বে০ উ০ ১।৩) ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ॥ ৩৩ ॥

টীকা।—অস্মিন্নর্থে লৌকিকদৃষ্টান্তমাহ—অসর্পভূতায়াম্ ইতি। ব্যাবহারিকবস্তুত্বেনাভিমতায়াং রজ্জৌ অবস্তুভূতসর্পারোপো নাম রজ্জ্ববচ্ছিন্নচৈতন্যস্থা অবিদ্যা সর্পজ্ঞানাভাসাকারেণ পরিণমমানা সর্পাকারেণ বিবর্ত্ততে স বিবর্ত্তঃ। রজ্জ্ববচ্ছিন্নচৈতন্যনিষ্ঠাবিদ্যোপাদানত্বেন নায়ং সর্পঃ কিন্তু রজ্জুরিতি বিশেষ-দর্শনোত্তরকালীনাধিষ্ঠানরজ্জুসাক্ষাৎকারেণ রজ্জ্বজ্ঞাননিবৃত্তৌ সর্পভ্রান্তি-র্নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ।

উক্তমর্থং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—বস্ত্বিতি। কালত্রয়ানপায়ী স্বাত্মৈব বস্তুশব্দার্থঃ।

তত্রাবস্তুস্বরূপমাহ—অজ্ঞানাদীতি। অজ্ঞান-তজ্জন্যব্যোমাদের্মিথ্যাত্ব-দৃশ্যত্ব-সাবয়বত্ব-বিকারিত্ব-সাপেক্ষসিদ্ধিকত্বাদিহেতুভিরবস্তুত্বমিত্যর্থঃ।

এতদেব বিস্তরেণ প্রতিপাদয়িতুমজ্ঞানস্বরূপং তাবদাহ—অজ্ঞানন্ত্বিতি।

কিমিদমজ্ঞানং সদ্রূপমসদ্রূপং বা ? নাদ্যঃ, শশবিষাণতুল্যত্বেন তুচ্ছত্বাৎ ; নাপি দ্বিতীয়ঃ, অসতঃ কারণত্বানুপপত্তেরিত্যাদিহেতুভিঃ সত্ত্বেনাসত্ত্বেন বা নিরূপয়িতুং ন শক্যতে ইত্যাহ—অনির্ব্বচনীয়মিতি।

নন্বজ্ঞানস্যানির্ব্বচনীয়ত্বেন সর্ব্বথা জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ তদভাবপ্রসঙ্গ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ত্রিগুণাত্মকমিতি। "অজামেকাম্" (শ্বে০ উ০ ৪।৫) ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকত্বপ্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ।

নন্বেবমজস্যাজ্ঞানস্য শ্রুতিপ্রসিদ্ধস্য ব্যোমাদিরূপেণ বিততস্য সত্যবদ্ভাসমানত্বেন সংসারানিবৃত্তিঃ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—জ্ঞানবিরোধীতি। এতাদৃশমপ্যজ্ঞানমাত্মসাক্ষাৎকারেণ নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। তদুক্তং ভগবতা—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" (গীতা০৭।১৪) ইতি।

জ্ঞানাভাব এবাজ্ঞানমিতি তার্কিকমতং নিরাকরোতি—ভাবরূপমিতি।

ত্রিগুণাত্মকভাবরূপত্বেঽপি ইদমিত্থমেবেতি পিণ্ডীকৃত্য প্রদর্শয়িতুং ন শক্যতে ইত্যাহ—যৎকিঞ্চিদিতি। কিমপ্যঘটনঘটনাপটীয় ইত্যর্থঃ।

অনির্ব্বচনীয়ানাদিভাবরূপাজ্ঞানসদ্ভাবে অনুভবমেবোদাহৃত্য দর্শয়তি—অহমিতি। অহমজ্ঞো মামহং ন জানামীত্যপরোক্ষাবভাস এব প্রমাণমিত্যর্থঃ।

তস্যৈবোপষ্টম্ভকত্বেন শ্রুতিমুদাহরতি—"দেবাত্মশক্তিম্" (শ্বে০ উ০ ১।৩) ইতি॥ ৩৩॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অধ্যারোপাপবাদন্যায়েন। সেই অধ্যারোপ কি ? তাহা বলিতেছেন—রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় কোন প্রকৃত বস্তুতে ভ্রান্তিবশতঃ অন্যবিধবস্তুর আরোপকেই

অধ্যারোপ কহে। যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তখন সর্প প্রকৃত বস্তু নহে, রজ্জুই সে স্থলে প্রকৃত বস্তু, ভ্রমবশতঃ সেই প্রকৃত বস্তু রজ্জুতে অপ্রকৃত বস্তু সর্পের আরোপই অধ্যারোপ। ব্রহ্মই বস্তু অর্থাৎ সত্য; ব্রহ্ম ব্যতীত সকলই অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা। সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মে ভ্রান্তিবশতঃ মিথ্যাভূত জগতের আরোপই অধ্যারোপ। এক্ষণে বস্তু ও অবস্তু কি? তাহা দেখাইতেছেন। সচ্চিদানন্দময় অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বস্তু বা সত্য। তদতিরিক্ত অজ্ঞানাদি যাবতীয় জড়-দ্রব্যমাত্রই অবস্তু বা মিথ্যা। অজ্ঞানাদি সকল জড়সমূহই অবস্তু এইরূপ বলিয়াছেন, এক্ষণে সেই অজ্ঞান কি, তাহা কথিত হইতেছে। —এই অজ্ঞান সৎও নহে অসৎও নহে, 'এই দ্বিবিধ বস্তু হইতেই অনির্ব্বচনীয়, অর্থাৎ ইহাকে সৎ বা বিদ্যমান, অসৎ বা অবিদ্যমান ইহার কিছুই বলা যায় না, যেহেতু, অসৎ কখনও কোন বস্তুর কারণ হইতে পারে না; কেন না, আকাশকুসুম ও শশবিষাণের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখা যাইতেছে, এই জগৎপ্রপঞ্চ অজ্ঞানের কার্য্য; সুতরাং অজ্ঞানকে অসৎ বলা যায় না। জ্ঞান-প্রভাবে অজ্ঞানের নাশ হইতেছে এবং একমাত্র ব্রহ্মই সৎ, তদ্ব্যতীত সকলই অসৎ, সুতরাং ইহাকে সৎও বলা যায় না; অতএব ইহা এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু। অজ্ঞান যখন অনির্ব্বচনীয়, তখন ইহা একেবারেই নাই, ইহাও বলা যায় না; যে হেতু, ইহা সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট, ইহা জ্ঞানের বিরোধী অর্থাৎ জ্ঞানের অভাব, উক্তপ্রকারে উহা অভাব হইলেও ইহাকে ভাবরূপ অর্থাৎ সত্তা-বিশিষ্ট বলা চলে; যেহেতু, আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা ইহার শান্তি

হয়। "আমি অজ্ঞ" ইত্যাকার অনুভব যখন হয়, তখন ইহাকে অভাবও বলা যায় না, সুতরাং ইহা একপ্রকার ভাবরূপ যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ অঘটনঘটনাপটু কোন একটি অবস্থাবিশেষ। ইহা শ্রুতি দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, "স্বপ্রকাশক আত্মার শক্তি, সত্ত্ব রজঃ ও তমোরূপ গুণত্রয় দ্বারা সমাচ্ছাদিত আছে।" শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা ঐ অজ্ঞানরূপ আবরণ বিদূরিত হইলে আত্ম-শক্তি প্রকাশ পায়॥ ৩৩॥

ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণৈকমনেকমিতি চ ব্যবহ্রিয়তে। তথা হি, যথা বৃক্ষাণাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ বনমিত্যেকত্বব্যপদেশঃ; যথা বা জলানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ জলাশয় ইতি, তথা নানাত্বেন প্রতিভাসমানজীবগতাজ্ঞানানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ তদেকত্বব্যপদেশঃ, "অজামেকাম্"(শ্বে০ উ০ ৪।৫) ইত্যাদিশ্রুতেঃ॥ ৩৪॥

টীকা।—অজ্ঞানং বিভজতে—ইদমজ্ঞানমিতি। বস্তুতোঽজ্ঞানস্যানেকত্বেঽপি সমষ্ট্যভিপ্রায়েণৈকমিতি ব্যবহ্রিয়তে ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণানেকমিত্যর্থঃ।

এতদেব প্রপঞ্চয়িতুং প্রতিজানীতে—তথা হি যথেতি। যথা বহূনাং বৃক্ষাণাং সমুদায়বিবক্ষয়া বনমিত্যেকত্বব্যপদেশঃ, যথা বা বহুনদ্যাদিজলানাং সমুদায়বিবক্ষয়া জলাশয় ইত্যেকত্বব্যপদেশঃ; তথা অন্তঃকরণোপাধিভেদেন নানাত্বেন প্রতীয়মানানাং জীবগতাজ্ঞানানাং সমুদায়বিবক্ষয়া অজ্ঞানমিত্যেকত্বব্যপদেশঃ।

অস্মিন্নর্থে শ্রুতিং প্রমাণয়তি—"অজাম্" ইতি॥ ৩৪॥

অনুবাদ।—অজ্ঞান আবার দুই প্রকার ভেদবিশিষ্ট, তাহাই দেখাইতেছেন—এই অজ্ঞানকে সমষ্টি অর্থাৎ মিলিত অভিপ্রায়ে এক বলা চলে, আবার ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ অভিপ্রায়ে বহু বলিয়া ব্যবহার করা যায়। ইহার দৃষ্টান্ত—যেরূপ কোন বনমধ্যে অনেক বৃক্ষ এবং সেই বৃক্ষসমূহ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হইলেও কেবল বন বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেই সমস্ত বৃক্ষেরই প্রতীতি হয়; যেরূপ সমুদায় নদ নদী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও একমাত্র জলাশয় বলিলে জলমগ্ন স্থানমাত্রেরই বোধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত অজ্ঞান অন্তঃকরণোপাধিভেদে বহুবিধ হইলেও সমষ্টি ধরিয়া এক ও ব্যষ্টি ধরিয়া বহু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ও ব্যবহৃত হয়। সমষ্টি বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, "গুণত্রয়-ময়ী একমাত্র প্রকৃতি বহুপুরুষ-সহযোগে বহুরূপ সৃষ্টি করিতেছে" ইত্যাদি ॥ ৩৪ ॥

ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা। এত-দুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি-গুণকং সদসদব্যক্তমন্তর্যামি জগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপ-দিশ্যতে। সকলাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য সর্ব্বজ্ঞত্বম্। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মু০ উ০ ১।১।৯) ইতিশ্রুতেঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকা।—নানাজীবগতনিকৃষ্টান্তঃকরণব্যষ্ট্যুপাধ্যপেক্ষয়া সমষ্ট্যু-পাধেরস্য বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি—ইয়ং সমষ্টিরিতি। বিগতরাগাদিদোষসকল-

কার্য্যপ্রপঞ্চকারণভূতস্য অজ্ঞানস্য সমষ্টিভূতোৎকৃষ্টোপাধিত্বেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রাধান্যমিতিভাবঃ।

এতৎসমষ্ট্যুপাধিদ্বারেণেশ্বরচৈতন্যং লক্ষয়তি—এতদুপহিতমিতি। এতৎ সমষ্ট্যজ্ঞানোপলক্ষিত-চৈতন্যং সর্ব্বস্য চরাচরাত্মকপ্রপঞ্চস্য সাক্ষিত্বেন সর্ব্বজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। তথা সর্ব্বেষাং জীবানামীশিতৃত্বেন কর্ম্মানুরূপফলদাতৃত্বেন ঈশ্বর ইত্যুচ্যতে। তথা সর্ব্বেষাং জীবানাং প্রেরকত্বেন নিয়ন্তেত্যুচ্যতে। তথা সর্ব্বেষাং জীবানামন্তর্হৃদয়ে স্থিত্বা বুদ্ধিনিয়ামকত্বেনান্তর্যামীত্যুচ্যতে। প্রমাণাগোচরত্বাৎ অব্যক্তমিত্যুচ্যতে। সর্ব্বস্য চরাচরাত্মকপ্রপঞ্চস্য বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্বেন জগৎকারণমিতি ব্যপদিশ্যতে ইত্যর্থঃ।

উক্তেঽর্থে যুক্তিমাহ—সকলাজ্ঞানেতি।

তত্র প্রমাণমাহ—যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।—সমষ্টি ও ব্যষ্টি অনুসারে অজ্ঞানকে দুই অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই অজ্ঞান আবার বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান ও মলিন সত্ত্বপ্রধান বলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত। মলিন সত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানে চৈতন্য প্রতিফলিত হইলে অসর্ব্বজ্ঞ অনীশ্বর জীবরূপে গণনীয় হন এবং চৈতন্য বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানে প্রতিফলিত হইলে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বলিয়া নিরূপিত হয়েন; ইহাই প্রকাশিত হইতেছে। এই অজ্ঞানসমষ্টি উৎকৃষ্টোপাধিহেতুক বলিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান সমষ্টি-অজ্ঞানগত চৈতন্যকে সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়াও দৃষ্টির অগোচরহেতুক অবর্ত্তমান, বাক্যের অগোচরহেতুক অব্যক্ত, অন্তর্যামী জগৎকারণ ঈশ্বর বলা যায়।

তিনি সমস্ত অজ্ঞানের প্রকাশক, এই হেতু তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়.। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ আছে যে, "যিনি সামান্য ও বিশেষ-রূপে সমুদায় বিদিত হইতেছেন, যিনি অন্তর্যামী, যিনি সকলের অন্তরাত্মা, তিনিই মহেশ্বর" ॥ ৩৫ ॥

অস্যেয়ং সমষ্টিরখিলকারকত্বাৎ কারণশরীরং, আনন্দ-প্রচুরত্বাৎ কোষবদাচ্ছাদকত্বাচ্চানন্দময়কোষঃ, সর্ব্বোপরম-ত্বাৎ সুষুপ্তিঃ, অতএব স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চ-লয়স্থানমিতি চোচ্যতে। যথা বনস্য ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ বৃক্ষা ইত্যনেকত্ব-ব্যপদেশঃ, যথা বা জলাশয়স্য ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ জলানি ইতি, তথা অজ্ঞানস্য ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ তদনেকত্বব্যপদেশঃ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (ঋগ্বেদ ৬। ৪৭। ১৮) ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকা।—ইদানীং তস্যৈবেশ্বরস্য সমুদায়োপাধিরেব কারণশরীরত্ব-মানন্দময়কোষত্বং সুষুপ্ত্যবস্থাবৈশিষ্ট্যঞ্চ লভতে ইত্যাহ—অস্যেয়মিতি।

কারণশরীরত্বে হেতুমাহ—অখিলেতি।

আনন্দময়ত্বে হেতুমাহ—আনন্দপ্রচুরত্বাদিতি। কারণত্বাবস্থায়াং প্রকৃতি-পুরুষমাত্রব্যতিরিক্তস্য স্থূলসূক্ষ্মকার্য্যপ্রপঞ্চস্যৈবাভাবাদানন্দবাহুল্যমিতি।

কোষত্বে যুক্তিমাহ—আচ্ছাদকত্বাদিতি। শরীরাচ্ছাদকচর্ম্মবৎ আত্মাচ্ছাদ-কত্বাদজ্ঞানস্য কোষ ইতি ব্যবহারঃ।

নন্থ তথাঽপি কারণত্বোপাধেরজ্ঞানস্য সুষুপ্তিত্বং কুতঃ? ইত্যত আহ—

সর্ব্বোপরমত্বাদিতি। সর্ব্বস্ত স্থূলসূক্ষ্মোপাধেঃ কারণোপাধৌ লীনত্বাৎ সুষুপ্তিত্ব-মিত্যর্থঃ। নমু স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চ-লয়স্থানস্ত কথং সুষুপ্তিত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্য সংজ্ঞাভেদো ন বস্তুভেদ ইত্যাহ—অত এবেতি। যতঃ কারণাৎ সুষুপ্তিত্বম্ অত এব পঞ্চীকৃতভূতকার্য্যস্থূলপ্রপঞ্চস্ত জাগ্রদবস্থাবিশিষ্টস্তাপঞ্চীকৃতভূত-কার্য্যস্ত সূক্ষ্মস্বাপ্নপ্রপঞ্চস্ত লয়স্থানমিত্যপি ব্যবহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ।

সমষ্টিরূপাজ্ঞানং সপ্রপঞ্চং নিরূপ্যেদানীং ব্যষ্টিরূপমজ্ঞানং সপ্রপঞ্চং নিরূপয়িতুং দৃষ্টান্তৌ তাবদ্দর্শয়তি—যথা বনস্তেতি। যথা বহুবৃক্ষসমুদায়স্ত বনরূপত্বেনৈকত্ব-ব্যবহারেঽপি প্রত্যেকবৃক্ষবিবক্ষয়া চূতাদয়ো বহবো বৃক্ষাস্তিষ্ঠন্তীতি বহুত্ব-ব্যবহারঃ, যথা বা বাপীকূপতড়াগাদিষু সমুদায়বিবক্ষয়া জলাশয় ইত্যেকত্ব-ব্যবহারেঽপি প্রত্যেকং বাপ্যাদিবিবক্ষয়া বহূনি জলানি তিষ্ঠন্তীতি বহুত্বব্যব-হারঃ, তথা সকলপ্রপঞ্চকারণস্তাজ্ঞানস্ত সমুদায়রূপেণৈকত্বেঽপি অহঙ্কারাদি-কারণীভূতানাং জীবগতাজ্ঞানানাং প্রত্যেকবিবক্ষয়া বহুত্বব্যবহার ইত্যর্থঃ।

অস্মিন্নর্থে শ্রুতিং প্রমাণয়তি—ইন্দ্র ইতি ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ।- ঈশ্বরের উপাধিরূপ এই অজ্ঞানসমষ্টিই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের কারণ বলিয়া ইহাকে কারণশরীর কহে। আনন্দ-প্রচুর এবং কোষের ন্যায় আবরক বলিয়া ইহা আনন্দময় কোষ শব্দে কথিত হইয়া থাকে। স্থূল সূক্ষ্ম ইত্যাদি উপাধিবিশিষ্ট সর্ব্ববিধ প্রপঞ্চ ইহাতেই বিলীন হয় বলিয়া ইহা সুষুপ্তি, মহাসুষুপ্তি বা প্রলয় শব্দে অভিহিত হয়, অত এব স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় জগৎ-প্রপঞ্চের বিলয়স্থান এই নামেও কথিত হয়। যেমন বহুবৃক্ষযুক্ত স্থানকে সমষ্টি অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করিতে হইলে একমাত্র "বন" এই শব্দ দ্বারাই ঐ অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, এইরূপ বনশব্দকেও ব্যষ্টির

অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করিতে হইলে "বহু বৃক্ষ" এই শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিংবা যেরূপ জলসমূহের সমষ্টি অভিপ্রায়ে এক "জলাশয়" এই শব্দ ও ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে "নদ নদী তড়াগ কূপ" ইত্যাদি বহু শব্দ ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানেরও সমষ্টি অভিপ্রায়ে একত্ব ও ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে প্রত্যেক জীবাশ্রিত অজ্ঞানসমূহ এই বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। শ্রুতিও আছে যে, "ইন্দ্র অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী এক পরমেশ্বর মায়াসমূহ দ্বারা বহুরূপে প্রকাশিত হন অর্থাৎ মায়ার বিক্ষেপশক্তি দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া অনেকরূপ দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণসমূহে প্রতিফলিত হইয়া প্রকাশমান হন" ইত্যাদি ॥ ৩৬ ॥

অত্র সমস্তব্যস্তব্যাপিত্বেন সমষ্টিব্যষ্টিতাব্যপদেশঃ। ইয়ং ব্যষ্টির্নিকৃষ্টোপাধিতয়া মলিনসত্ত্বপ্রধানা। এতদুপহিত-চৈতন্যমল্পজ্ঞত্বানীশ্বরত্বাদিগুণকং প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে, এক-জ্ঞানাবভাসকত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥

টীকা।—নন্বু তথাঽপি একস্যৈবাজ্ঞানস্য তদবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য বা ব্যষ্টি-সমষ্টিতা কুতঃ? ইত্যত আহ—অত্র সমস্তেতি। ভেদবিবক্ষয়া ব্যষ্টিত্বং মৃদ্ঘটাদিবৎ, অভেদবিবক্ষয়া চ সমষ্টিত্বং মৃৎপিণ্ডবদিত্যর্থঃ।

তত্র মহাপ্রলয়কালীনসমষ্টিভূতবিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানায়াঃ মূলপ্রকৃতেঃ সকাশাৎ দৈনন্দিনপ্রলয়কালীনব্যষ্ট্যুপাধিভূতজীবপ্রকৃতেঃ ভেদং দর্শয়তি—ইয়ং ব্যষ্টি-রিতি। ইয়ং জীবগতা সুষুপ্ত্যবস্থাপন্নাহঙ্কারাদিবিক্ষেপসংস্কারাদিরূপা নিকৃষ্টোপাধিত্বেন মলিনসত্ত্বপ্রধানা ইত্যর্থঃ।

অনেনোপাধিনা প্রাজ্ঞচৈতন্যং লক্ষয়তি—এতদুপহিতেতি।

অনুবাদ।—ঘট ও মৃত্তিকা প্রকৃতপ্রস্তাবে অভিন্ন বস্তু হইলেও যেমন কার্য্যকারণভাবনিবন্ধন পরস্পর ভিন্ন বস্তু বলিয়া অভিহিত হয়, সেইরূপ এই অজ্ঞানেও কার্য্যোপাধিক জীবব্যাপকতানিবন্ধন সমষ্টিব্যবহার এবং প্রত্যেক জীবগত ভেদ-বিবক্ষা দ্বারা ব্যষ্টিরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। এই মহাপ্রলয়কালীন সমষ্টিভূত বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মূলপ্রকৃতি হইতে দৈনন্দিন প্রলয়কালীন ব্যষ্টিভূত জীবপ্রকৃতির ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। এই অজ্ঞান ব্যষ্টিভাবে নিকৃষ্টোপাধিক হইলেই মলিনসত্ত্বপ্রধান হয়; অর্থাৎ জ্ঞানপ্রতিবন্ধককারণবিশিষ্ট জীব নিকৃষ্টশব্দে কথিত হইয়া থাকে। এই অজ্ঞান যখন ব্যষ্টিভাবে প্রতি জীবগত হয়, তখন রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা আক্রান্ত হয়; সুতরাং মলিনসত্ত্বগুণই তাহার প্রধান হয়। সত্ত্বগুণেই চৈতন্যের প্রতিবিম্ব হয়। রজোগুণ ও তমোগুণ অস্বচ্ছতা বশতঃ চৈতন্যপ্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতিফলিত চৈতন্য ঈশ্বরশব্দবাচ্য এবং মলিনসত্ত্বে প্রতিফলিত চৈতন্য জীবশব্দবাচ্য। এই মলিনসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানে প্রতিফলিত চৈতন্যই অল্পজ্ঞতা, অনীশ্বরতা ইত্যাদি নিকৃষ্ট গুণ-বিশিষ্ট প্রাজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন; কারণ, ইহা একই অজ্ঞানের প্রকাশক ॥ ৩৭ ॥

একাজ্ঞানাবভাসকত্বাৎ অস্য প্রাজ্ঞত্বং, অস্পষ্টোপাধি-তয়াহনতিপ্রকাশকত্বম্। অস্যাপীয়মহঙ্কারাদিকারণত্বাৎ কারণশরীরম্, আনন্দপ্রচুরত্বাৎ কোশবদাচ্ছাদকত্বাচ্চ

আনন্দময়কোষঃ, সর্ব্বোপরমত্বাৎ সুষুপ্তিঃ; অত এব স্থূলসূক্ষ্মশরীরপ্রপঞ্চ-লয়স্থানমিতি চোচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

টীকা।—অত্রোপপত্তিমাহ—এতেতি। ঈশ্বরগতমূলাজ্ঞানস্য জীবগতাহঙ্কারাদিবিক্ষেপসংস্কারাদিরূপাজ্ঞানস্য চ বস্তুত একত্বেন তদবভাসকেশ্বরজীবচৈতন্যয়োরপ্যেকত্বমিত্যর্থঃ। সৌষুপ্তজীবচৈতন্যস্য প্রাজ্ঞত্বং সাধয়তি—অস্য প্রাজ্ঞত্বমিতি। সংস্কাররূপাস্পষ্টোপাধিতয়া তদাবৃতত্বেনাতি প্রকাশকত্বাভাবাৎ প্রাজ্ঞত্বমস্যেত্যর্থঃ।

যথা জগৎকারণেশ্বরোপাধেঃ কারণশরীরত্বমানন্দপ্রচুরত্বেন চানন্দময়ত্বং কোষদৃষ্টান্তেন কোষত্বং, তথৈতৎ সর্ব্বং তারতম্যেন প্রাজ্ঞচৈতন্যেঽপ্যতিদিশতি—অহঙ্কারাদীতি। প্রলয়কালে হিরণ্যগর্ভাদিপ্রপঞ্চোৎপাদকেশ্বরগতমূলপ্রকৃতিবৎ সুষুপ্তিকালে অহঙ্কারাদি-শরীরোৎপাদকসংস্কারমাত্রাবশিষ্ট-জীবগতাজ্ঞানস্যাপি কারণ-শরীরত্বং ইন্দ্রিয়তদ্বিষয়াভাবেন ব্যাসঙ্গাভাবাদানন্দবাহুল্যাদানন্দময়ত্বং আচ্ছাদকত্বাৎ কোষত্বঞ্চ যুক্তমিতি ভাবঃ।

নন্থ স্থূলসূক্ষ্মশরীরে লয়স্থানস্য কথং সুষুপ্তিশব্দবাচ্যত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্ববৎ সংজ্ঞাভেদো ন বস্তুভেদ ইতি বক্তুং তত্র যুক্তিমাহ—সর্ব্বোপরমত্বাদিতি। পঞ্চীকৃতস্থূলশরীরস্য ব্যাবহারিকস্যাপঞ্চীকৃতসূক্ষ্মশরীরে প্রাতিভাসিকে প্রবিলাপিতত্বাৎ তস্যাপি প্রাতিভাসিকস্য স্বাপ্নপ্রপঞ্চস্য স্বকারণেঽজ্ঞানে লীনত্বাৎ সর্ব্বোপরতিরিত্যর্থঃ। তথা চোক্তম্,—"লয়ে ফেনস্য তদ্ধর্ম্মা দ্রবাদ্যাঃ স্যুস্তরঙ্গকে। তস্যাপি বিলয়ে নীরে তিষ্ঠন্ত্যেতে যথা পুরা॥ ব্যাবহারিকদেহস্য লয়ঃ স্যাৎ প্রাতিভাসিকে। তল্লয়ে সচ্চিদানন্দাঃ পর্য্যবস্যন্তি সাক্ষিণি॥" (বাক্যসুধা ৬৬।৪৭) ইতি॥ ৩৮॥

অনুবাদ।—প্রাজ্ঞ শব্দের অর্থ প্র—অজ্ঞ অর্থাৎ প্রায় অজ্ঞ। জীব ঈশ্বরের ন্যায় সকল অজ্ঞানের প্রকাশক নহেন। ইনি অস্পষ্টোপাধি বশতঃ (রজোগুণ ও তমোগুণে অভিভূত মলিনসত্ত্বগুণপ্রধানতা নিবন্ধন) ঈশ্বরের ন্যায় সম্পূর্ণ প্রকাশক নহেন; সুতরাং ইঁহাকে প্রাজ্ঞ বলে। ঈশ্বরোপাধিক শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানসমষ্টি যে প্রকার নিখিল জগৎ-প্রপঞ্চের কারণ বলিয়া কারণদেহ শব্দে এবং আনন্দপ্রচুরতাবশতঃ ও কোষের ন্যায় আবরকতা বশতঃ আনন্দময় কোষ শব্দে আর আকাশাদি সকলের বিলয়স্থান বলিয়া সুষুপ্তি শব্দে কথিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মলিন-সত্ত্বপ্রধান জীবগত অজ্ঞানও সুষুপ্তিসময়ে সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট অহঙ্কারাদির কারণ বলিয়া কারণশরীর শব্দে এবং আনন্দ-প্রচুরতা বশতঃ ও কোষের ন্যায় আচ্ছাদকতা হেতু আনন্দময় কোষ শব্দে আর ইন্দ্রিয় ও বিষয়সকলের বিলয়স্থান বলিয়া সুষুপ্তি শব্দে কথিত হয়। অতএব এই মলিনসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানই স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরপ্রপঞ্চের বিলয়স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

তদানীমেতাবীশ্বরপ্রাজ্ঞৌ চৈতন্যপ্রদীপ্তাভিরতিসূক্ষ্মা-ভিরজ্ঞানবৃত্তিভিরানন্দমনুভবতঃ "আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ" (মাণ্ডু০ উপ০৫) ইতি শ্রুতেঃ, "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইত্যুত্থিতস্য পরামর্শোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৯ ॥

টীকা।—নন্থ প্রলয়কালে সুষুপ্তিকালে চান্তঃকরণতদ্‌বৃত্ত্যভাবে-নানন্দগ্রাহকাভাবাদানন্দ-প্রাচুর্য্যসদ্ভাবে প্রমাণাভাবমাশঙ্ক্য পরিহরতি—

তদানীমিতি। যথা স্বচ্ছত্বেনান্তঃকরণস্য বৃত্তিরঙ্গীক্রিয়তে, তথা চৈতন্য-প্রদীপ্তাজ্ঞানস্যাপি সূক্ষ্মা বৃত্তয়ঃ স্বীক্রিয়ন্তে, তথা চেশ্বরঃ স্বকীয়াজ্ঞান-বৃত্তিভিঃ স্বানন্দবাহুল্যং অনুভবতি, জীবোঽপি সংস্কারমাত্রাবশিষ্টাজ্ঞান-বৃত্তিভিঃ স্বানন্দবাহুল্যং তারতম্যেন অনুভবতি ইতি ভাবঃ।

অত্রৈবোপষ্টম্ভকত্বেন শ্রুতিমবতারয়তি—আনন্দভুগিতি।

উত্তরকালীন-সুখপরামর্শোপপত্তিরপি পূর্ব্বানুভূত-সুখবাহুল্যানুভব-সদ্ভাবে প্রমাণমিত্যাহ—সুখমহমিতি। সুখমহমস্বাপ্সমিত্যানন্দ-পরামর্শঃ; ন কিঞ্চিদবেদিষমিত্যজ্ঞানপরামর্শঃ; তথা চ সুষুপ্তিদশায়াং প্রলয়কালে চ প্রাজ্ঞেশ্বরাবজ্ঞানবৃত্তিভিরানন্দমনুভবত এবেত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

অনুবাদ।—সুষুপ্তি অবস্থাতে ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ অর্থাৎ জীব সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট চৈতন্যপ্রদীপ্ত অতিসূক্ষ্ম অজ্ঞানবৃত্তি দ্বারা আনন্দবোধ করিয়া থাকেন। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "চৈতন্যরূপমুখবিশিষ্ট ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ আনন্দভোগী হন। সুষুপ্তির পর উত্থিত ব্যক্তির সুষুপ্তিকালীন সুখপরামর্শবিষয়ে শ্রুতি আছে যে, "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, তখন কিছুই অবগত হইতে পারি নাই।" আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, এই বচন দ্বারা আনন্দের পরামর্শ অর্থাৎ জ্ঞান হইল॥ ৩৯॥

অনয়োঃ সমষ্টিব্যষ্ট্যোর্ব্বনবৃক্ষয়োরিব জলাশয়-জলয়োরিব চাভেদঃ। এতদুপাহিতয়োরীশ্বরপ্রাজ্ঞয়োরপি বন-বৃক্ষাবচ্ছিন্নাকাশয়োরিব জলাশয়-জলতদ্গতপ্রতিবিম্বা-কাশয়োরিব চাভেদঃ। "এষঃ সর্ব্বেশ্বর এষঃ সর্ব্বজ্ঞ

এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্” (মাণ্ডু০ উপ০ ৬) ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৪০ ॥

টীকা।—ইদানীমীশ্বরগতমূলাজ্ঞানস্য জীবগতসংস্কারমাত্রাবশিষ্টাজ্ঞানস্য চ সমষ্টিব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ ভেদভানেঽপি বস্তুতো ভেদো নাস্তীত্যেতৎ সদৃষ্টান্তমাহ—অনয়োরিতি।

উক্তোপাধিদ্বয়দ্বারেণেশ্বরপ্রাজ্ঞয়োরপ্যভেদং দৃষ্টান্তমুখেন দর্শয়তি—এতদুপহিতয়োরিতি।

ঈশ্বরস্য বনাবচ্ছিন্নাকাশবৎ প্রাজ্ঞস্য বৃক্ষাবচ্ছিন্নাকাশবৎ তথা জলাশয়-জলোপাধ্যবচ্ছিন্নাকাশবৎ তদগ প্রতিবিম্বাকাশবচ্চ কারণোপাধ্যবচ্ছিন্নে-শ্বরস্য কার্য্যোপাধ্যবচ্ছিন্নপ্রাজ্ঞস্য চ বস্তুতোঽভেদ এবেত্যর্থঃ।

তত্র প্রমাণমাহ—এষ ইতি। তথা চোক্তমাচার্য্যৈঃ,—“কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ। কার্য্যকারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোঽবশিষ্যতে ॥” (অনুভূতিপ্রকাশ ১০।৬১) ইতি ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ।—বন ও বৃক্ষে যেমন কোন ভেদ নাই, জলাশয় ও জলে যেমন ভেদ নাই, তদ্রূপ অজ্ঞানের এই সমষ্টি-ব্যষ্টিতেও ভেদ নাই অর্থাৎ ঈশ্বরে অবস্থিত মূল অজ্ঞান এবং জীবে অবস্থিত সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট অজ্ঞান এই দুইটির পরস্পর সমষ্টি-ব্যষ্টিভাব বশতঃ বনের সহিত তরুর ন্যায় এবং জলাশয়ের সহিত জলের ন্যায় বাস্তবিক প্রভেদ নাই। এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন চৈতন্য ঈশ্বর ও জীবের আপাততঃ ভেদজ্ঞান হইলেও ফলে পরস্পর কোন পার্থক্য নাই। ঈশ্বর বনব্যাপী গগনের ন্যায় সমষ্টি, প্রাজ্ঞ অর্থাৎ জীব বনান্তর্গত তরুব্যাপী গগনবৎ ব্যষ্টি; ঈশ্বর জলাশয়ব্যাপী

প্রতিবিম্বিত আকাশের ন্যায় সমষ্টি, জীব জলাশয়ান্তর্গত জলব্যাপী প্রতিবিম্বিত আকাশের ন্যায় ব্যষ্টি; সুতরাং জীব ও ঈশ্বরে পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি সকলের উৎপত্তিস্থল এবং ইনিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও নাশের হেতু" ॥ ৪০ ॥

বনবৃক্ষতদবচ্ছিন্নাকাশয়োর্জ্জলাশয়জল-তদ্গতপ্রতিবিম্বাকাশয়োর্ব্বা আধারভূতানুপহিতাকাশবদনয়োরজ্ঞানতদুপহিত-চৈতন্যয়োরাধারভূতং যদনুপহিতং চৈতন্যং তত্তুরীয়মিত্যুচ্যতে। "শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ" (মাণ্ডু০ উ০ ৭) ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৪১ ॥

টীকা।—উপাধিদ্বয়াবচ্ছিন্নৌ প্রাজ্ঞেশ্বরৌ সপ্রপঞ্চং নিরূপ্য ইদানীং অনবচ্ছিন্নং তুরীয়ং যৎ চৈতন্যং তৎ লক্ষয়তি—বনবৃক্ষেত্যাদি। যথা স্থূলবনোপাধ্যবচ্ছিন্নাকাশাপেক্ষয়া সূক্ষ্মবৃক্ষোপাধ্যবচ্ছিন্নাকাশাপেক্ষয়া চ মহাকাশস্য তদুভয়াধারতয়া অনবচ্ছিন্নত্বাচ্চ তুরীয়ত্বং, তথা কার্য্যকারণোপাধিতদবচ্ছিন্নচৈতন্যদ্বয়াপেক্ষয়া তদাধারভূতং যদনবচ্ছিন্নং সর্ব্বব্যাপি চৈতন্যং বিশুদ্ধং তুরীয়মুচ্যতে ইত্যর্থঃ। অস্য চৈতন্যস্য তুরীয়ত্বং বক্ষ্যমাণবিশ্বাদ্যপেক্ষয়া দ্রষ্টব্যম্।

অস্মিন্নর্থে শ্রুতিং সংবাদয়তি—শান্তমিতি ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ।—বন ও বৃক্ষ, বনাকাশ ও বৃক্ষাকাশ, জলাশয় ও জল, জলাশয়প্রতিবিম্বিতাকাশ ও জলপ্রতিবিম্বিতাকাশ এই সকলের আধারস্বরূপ উন্মুক্ত আকাশের ন্যায় এই সমষ্টি ও ব্যষ্টিভূত অজ্ঞান ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন ঈশ্বর-চৈতন্য ও প্রাজ্ঞ-চৈতন্যের আধারস্বরূপ যে অনাবৃত বা স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী বিশুদ্ধ চৈতন্য, তাহাকে তুরীয় চৈতন্য কহে। শ্রুতি আছে যে, "যিনি মঙ্গলময়, শান্ত, অদ্বৈত ও চতুর্থ বলিয়া বিবেচিত হন, তিনিই আত্মা এবং তিনিই জ্ঞাতব্য।" ॥ ৪১ ॥

ইদমেব তুরীয়ং শুদ্ধচৈতন্যং অজ্ঞানাদি-তদুপহিত-চৈতন্যাভ্যাং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদবিবিক্তং সন্মহাবাক্যস্য বাচ্যং, বিবিক্তং সল্লক্ষ্যমিত্যুচ্যতে ॥ ৪২ ॥

টীকা।—এতদেব বিশুদ্ধচৈতন্যং তদেব পূর্ব্বোক্তচৈতন্যদ্বয়েন সহ ঐক্যবিবক্ষায়াং মহাবাক্যস্য বাচ্যত্বং লভতে, ভেদবিবক্ষায়াঞ্চ লক্ষ্যত্বং লভতে ইত্যাহ—ইদমেবেতি। ত্রয়াণাং চৈতন্যানাং চৈতন্যেন রূপেণ একত্বেঽপি অবচ্ছিন্নানবচ্ছিন্নত্বেন রূপেণ বাচ্যত্বলক্ষ্যত্বে সম্ভবত ইতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ।—এই বিশুদ্ধ তুরীয়-চৈতন্যই উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় অজ্ঞান প্রভৃতি ও সেই অজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত ঈশ্বর-চৈতন্য ও প্রাজ্ঞচৈতন্যের সহিত একীভূতভাবে "তুমিই ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের বাচ্য ও পৃথক্‌ভাবে লক্ষ্য হন, এইরূপ উক্ত হয়, অর্থাৎ তপ্তলৌহে হাত দগ্ধ হইল, এই কথা বলিলে যেরূপ লৌহ ও লৌহগত অগ্নি ঐ কথার বাচ্য অর্থ হয় এবং দাহকতাশক্তিযুক্ত

শুদ্ধ অগ্নিই লক্ষ্য অর্থ হয়, তদ্রূপ, "তৎ ত্বমসি" (তুমি সেই চৈতন্য) এই মহাবাক্যের বাচ্য অর্থ অজ্ঞানাদি ও তদুপহিত চৈতন্য এবং লক্ষ্য অর্থ অনুপহিত শুদ্ধচৈতন্য হইতেছে। এখানে অজ্ঞানাদি কেবল লৌহের ন্যায়, অজ্ঞানে উপহিত চৈতন্য বহ্নি-সন্তপ্ত লৌহের ন্যায় এবং তুরীয় শুদ্ধচৈতন্য শুদ্ধ বহ্নির তুল্য ॥ ৪২ ॥

অস্যাজ্ঞানস্যাবরণবিক্ষেপনামকং শক্তিদ্বয়মস্তি ॥ ৪৩ ॥

টীকা।—ইদানীং স্বপ্রকাশচিদ্রূপস্যাত্মনঃ কথং কুণ্ঠিতপ্রকাশত্বম্? কথং বা অসঙ্গোদাসীনস্যাত্মনঃ আকাশাদি-প্রপঞ্চজনকত্বম্? ইত্যেতন্মহা-বিরোধপরিহারায়াজ্ঞানস্য শক্তিদ্বয়ং নিরূপয়তি—অস্যাজ্ঞানস্যেতি।

তে এব নামতো নির্দ্দিশতি—আবরণবিক্ষেপনামকমিতি। আবরণ-শক্তিস্তাবৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপমাবৃণোতীত্যাবরণশক্তিঃ; বিক্ষেপশক্তিস্তাবৎ ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তং জগৎ জলবুদ্‌বুদবন্নামরূপাত্মকং বিক্ষিপতি সৃজতীতি বিক্ষেপশক্তিঃ ইতি শক্তিদ্বয়মজ্ঞানস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ।—এই অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামে অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপের অনুকূল দুইটি শক্তি আছে, তন্মধ্যে আবরণশক্তি সচ্চিদানন্দের স্বরূপকে আচ্ছাদন করে এবং বিক্ষেপ-শক্তি জলবুদ্‌বুদের ন্যায় আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত নামরূপাত্মক এই মিথ্যা সংসারের সৃষ্টি করিতেছে ॥ ৪৩ ॥

আবরণশক্তিস্তাবৎ—অল্পোঽপি মেঘোঽনেকযোজ-নায়তমাদিত্যমণ্ডলমবলোকয়িতৃ-নয়ন-পথপিধায়কতয়া যথা

আচ্ছাদয়তীব, তথাঽজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নমপ্যাত্মানমপরিচ্ছিন্নম-সংসারিণমবলোকয়িতৃবুদ্ধিপিধায়কতয়াচ্ছাদয়তীব তাদৃশং সামর্থ্যম্। তদুক্তম্—"ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভম্মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ। তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥" (হস্তামলক০ ১০ শ্লো০) ইতি। অনয়াবৃতস্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বসুখিত্ব-দুঃখিত্বাদিসংসারসম্ভাবনাঽপি ভবতি। যথা স্বাজ্ঞানে-নাবৃতায়াং রজ্জ্বাং সর্পত্বসম্ভাবনা॥ ৪৪॥

টীকা। নন্বপরিচ্ছিন্নস্য স্বপ্রকাশচিদ্রূপাখণ্ডপরিপূর্ণস্বরূপস্যাত্মনঃ পরি-চ্ছিন্নেনানিত্যেন জড়তমোরূপেণাব্যাপকেনাজ্ঞানশক্তিবিশেষেণ কথমাবরণম্? ইত্যাশঙ্ক্য বস্তুতোঽজ্ঞানস্যাত্মাচ্ছাদকত্বাভাবেঽপি প্রমাতৃবুদ্ধিমাত্রাচ্ছাদকত্বে-নাজ্ঞানস্য আচ্ছাদকত্বমুপচারাদুচ্যতে ইত্যাহ—আবরণশক্তিস্তাবদিতি। যথা অল্পোঽপি মেঘোঽনেকযোজনবিস্তীর্ণমাদিত্যমণ্ডলমবলোকয়িতৃপুরুষদৃষ্টি-মাত্রাচ্ছাদকত্বেন আচ্ছাদয়তীব, তথা অজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নমপ্যপরিচ্ছিন্নমাত্মানম-সংসারিণমবলোকয়িতৃবুদ্ধিপিধায়কত্বেনাচ্ছাদয়তীত্যুপচারাদুচ্যতে ইত্যর্থঃ।

অস্মিন্নর্থে বৃদ্ধসম্মতিমাহ—তদুক্তমিত্যাদি। ইয়মাবরণশক্তিরাত্মনো ভেদবুদ্ধিজনকত্বেন সংসারহেতুরিতি ভাবঃ।

অত্রানুরূপং দৃষ্টান্তমাহ—যথা স্বাজ্ঞানেনেতি॥ ৪৪॥

অনুবাদ।—আবরণশক্তি কি, তাহা বলিতেছেন—চৈতন্য অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড, স্বপ্রকাশ ও পরিপূর্ণস্বরূপ; তাঁহাকে পরি-চ্ছিন্ন, অনিত্য, জড়স্বরূপ, অব্যাপক, অজ্ঞানশক্তিবিশেষ কি

প্রকারে আচ্ছাদন করিতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—এক খণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ কোটি কোটি যোজনবিস্তীর্ণ দিবাকরকে কদাচ আবরণ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু ঐ মেঘ দর্শকের চক্ষু আবরণ করে বলিয়াই বোধ হয় যেন সুবিস্তীর্ণ দিনমণিকে আবরণ করিল; এই প্রকার অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অবলোকনকারীর বুদ্ধিকে আবরণ করাতে বোধ হয় যেন অপরিচ্ছিন্ন অসংসারী আত্মাকেই আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। অজ্ঞানের সামর্থ্যই এইরূপ। প্রাচীন সুধীগণ বলেন যে, "মূঢ় ব্যক্তি মেঘ দ্বারা দৃষ্টি আবৃত হওয়ায় সূর্য্যকেই মেঘাবৃত ও নিষ্প্রভ বলিয়া যেরূপ মনে করে, তদ্রূপ অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্নদৃষ্টিবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট যিনি বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হন, আমি সেই নিত্য নির্লিপ্ত নির্গুণ নির্বিশেষ জ্ঞেয়স্বরূপ সচ্চিদানন্দ আত্মা।" যেরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্নতা বশতই রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানের আবরণশক্তি দ্বারা আত্মার স্বরূপ আচ্ছন্ন হওয়াতে জীব নিজেকে পৃথক্ মনে করিয়া "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী" ইত্যাদি অভিমান বশতঃ সংসারী হইতেছে॥ ৪৪॥

বিক্ষেপশক্তিস্তু—যথা রজ্জ্বজ্ঞানং স্বাবৃতরজ্জৌ স্বশক্ত্যা সর্পাদিকমুদ্ভাবয়তি, এবমজ্ঞানমপি স্বাবৃতাত্মনি স্বশক্ত্যা আকাশাদিপ্রপঞ্চমুদ্ভাবয়তি, তাদৃশং সামর্থ্যম্॥ ৪৫॥

টীকা।—যদুক্তমসঙ্গোদাসীনস্যাত্মনঃ কথং জগৎকারণত্বমিতি? তন্নিরাকর্ত্তুং বিক্ষেপশক্তিস্বরূপমাহ—বিক্ষেপশক্তিস্ত্বিতি। যথা রজ্জুবিষয়ক-

মজ্ঞানং সর্পমুৎপাদয়তি তথাহহত্মবিষয়কমজ্ঞানমপি স্বাবচ্ছিন্নে আত্মনি বিক্ষেপশক্তিপ্রভাবেণাকাশাদিপ্রপঞ্চমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ।—অধুনা বিক্ষেপশক্তি কি, তাহা বিবৃত হইতেছে। —রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞানতা যেমন নিজ শক্তি দ্বারা ঐ অজ্ঞানাচ্ছন্ন রজ্জুতে সর্পাদিভ্রান্তি উৎপাদন করে, তদ্রূপ আত্মার আবরক অজ্ঞানও নিজশক্তিবলে ঐ অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মাতে আকাশাদি জগৎপ্রপঞ্চ উৎপাদিত করিয়া থাকে, অজ্ঞানের শক্তিই এইরূপ এবং এইরূপ শক্তিকেই বিক্ষেপশক্তি বলে ॥ ৪৫ ॥

তদুক্তং "বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদিব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ" (বাক্যসুধা ১৩) ইতি ॥ ৪৬ ॥

টীকা।—অস্মিন্নর্থে গ্রন্থান্তরসম্মতিং দর্শয়তি—তদুক্তমিতি ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ।—কথিত আছে, অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তিই পঞ্চতন্মাত্র সূক্ষ্মশরীর অবধি স্থূল ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে ॥ ৪৬ ॥

শক্তিদ্বয়বদজ্ঞানোপহিতং চৈতন্যং স্বপ্রধানতয়া নিমিত্তং, স্বোপাধিপ্রধানতয়া উপাদানঞ্চ ভবতি, যথা লূতা তন্তুকার্য্যং প্রতি স্বপ্রধানতয়া নিমিত্তং, স্বশরীরপ্রধানতয়োপাদানঞ্চ ভবতি ॥ ৪৭ ॥

টীকা।—নমু কিমাত্মা চরাচরাত্মকপ্রপঞ্চস্য নিমিত্তকারণং উপাদানকারণং বা ? নাদ্যঃ, দণ্ডাদিবৎ স্বকার্য্যব্যাপিত্বং ন স্যাৎ আত্মনঃ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" (তৈত্তি० উপ० ২।৬) ইতি শ্রুত্যা স্বকার্য্যব্যাপিত্বশ্রবণাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, অচেতনস্য জড়স্য প্রপঞ্চস্য চৈতন্যোপাদানকত্বাসম্ভবাৎ। উপাদানত্বে চ কার্য্যকারণয়োরভেদেন প্রপঞ্চস্যাপি চৈতন্যরূপত্বপ্রসঙ্গাৎ অনিত্যত্বং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য জড়প্রপঞ্চং প্রত্যাত্মনশ্চৈতন্যপ্রাধান্যেন নিমিত্তত্বং স্বাজ্ঞানপ্রাধান্যেনোপাদানত্বঞ্চ সম্ভবতীত্যাহ—শক্তিদ্বয়েতি। যথা অয়স্কান্তসন্নিধানে জড়মপি লোহং চেষ্টতে, তথা চৈতন্যসন্নিধানে জড়মজ্ঞানং চেষ্টতে ইত্যজ্ঞানবিকারং প্রতি চৈতন্যস্য নিমিত্তত্বং, জড়াকাশাদিকার্য্যং প্রতি মায়ায়াঃ সাক্ষাদুপাদানত্বেন মায়াবিন ঈশ্বরস্যাপি পরম্পরয়া উপচারাদুপাদানত্বং ন বিরুধ্যত ইত্যর্থঃ। যদুক্তং চৈতন্যস্য নিমিত্তকারণত্বে কার্য্যানুপ্রবেশো ন স্যাদিতি, তন্ন, কারণস্য কার্য্যানুপ্রবেশনিয়মস্য উপাদানকারণত্ববিষয়ত্বেন নিমিত্তকারণবিষয়ত্বাভাবাৎ, "তৎ সৃষ্ট্বা" ইত্যাদি শ্রুতেরপ্যুপাদানকারণপরত্বাৎ। যদপ্যুক্তং আত্মন উপাদান কারণত্বে প্রপঞ্চস্যানিত্যত্বং ন স্যাদিতি, তদপি ন, তস্য পরিণামবিষয়ত্বেন বিবর্ত্তবিষয়ত্বাভাবাৎ প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মবিবর্ত্তত্বাৎ, বিবর্ত্তত্বঞ্চ স্বস্বরূপাপরিত্যাগেন স্বরূপান্তরপ্রদর্শকত্বম্। যথা রজ্জ্ববচ্ছিন্নচৈতন্যনিষ্ঠাজ্ঞানস্য রজ্জুস্বরূপাপরিত্যাগেন সর্পাদিস্বরূপান্তরপ্রদর্শকত্বং, তথেশ্বরচৈতন্যনিষ্ঠাজ্ঞানশক্তেরপি চৈতন্যস্বরূপাপরিত্যাগেন আকাশাদিস্বরূপান্তরাকারেণ প্রদর্শকত্বম্। এতাবতা আকাশাদিপ্রপঞ্চস্যাপি নিত্যত্বং ন সম্ভবতি, অজ্ঞানস্য মিথ্যারূপত্বেন তজ্জন্যাকাশাদিপ্রপঞ্চস্যাপি মিথ্যাত্বাৎ, ন চৈবমজ্ঞানস্যৈব মিথ্যাত্বে তৎপ্রযুক্তবন্ধমোক্ষয়োরপি মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যং, ইষ্টাপত্তেঃ। তদুক্তং ভাগবতে—"বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ। গুণস্য মায়ামূলত্বাৎ ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্॥" (১১।১১।১) ইতি।

অলমতিবিস্তরেণ। একস্যৈবাত্মনো নিমিত্তকারণত্বে উপাদানকারণত্বে চ দৃষ্টান্তমাহ—যথা লূতেতি। যথা লূতা স্বোৎপাদ্যমানং তন্তুলক্ষণং কার্য্যং প্রতি স্বচৈতন্যপ্রধানতয়া নিমিত্তং, চৈতন্যসন্নিধানব্যতিরেকেণ জড়স্য দেহস্য মৃত-দেহবৎ তন্তুজনকত্বাসম্ভবাৎ স্বশরীরপ্রধানাপেক্ষয়া উপাদানঞ্চ ভবতি, অশরীরস্য সাক্ষাৎ তন্তুজনকত্বাসম্ভবাৎ, শরীরস্য সাক্ষাৎ তন্তূপাদানত্বেন তদবচ্ছিন্নচৈতন্যস্যাপ্যুপাদানত্বমুপচারাৎ, এবমীশ্বরস্যাপি স্বচৈতন্যপ্রধানতয়া নিমিত্তত্বং স্বোপাধিপ্রধানতয়োপাদানত্বঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ॥ ৪৭॥

অনুবাদ।—আবরণ ও বিক্ষেপ, এই শক্তিদ্বয়বিশিষ্ট অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য, জগৎসৃষ্টিরূপ কার্য্যসম্পাদনে স্বয়ং প্রধান বলিয়া নিমিত্তকারণ এবং স্বীয় উপাধিভূত অজ্ঞানই প্রধান উপাদান হয় বলিয়া উপাদানকারণ। যেরূপ জালপ্রস্তুতকরণকালে ঊর্ণনাভ স্বয়ং তন্তুরূপ কার্য্য করে বলিয়া নিমিত্তকারণ এবং তাহার স্বীয় দেহেই জালের উৎপাদন হয় বলিয়া সে স্বয়ংই উপাদানকারণ হয়, এই জগৎ-সৃষ্টিরূপকার্য্যে অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যও তদ্রূপ নিমিত্ত ও উপাদানকারণ হন॥ ৪৭॥

তমঃপ্রধান-বিক্ষেপশক্তিমদজ্ঞানোপহিতচৈতন্যাদাকাশঃ, আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈত্তি০ উপ০ ২।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥ ৪৮॥

টীকা।—ইদানীং বিক্ষেপশক্তিকৃত্যমাহ—তম ইতি। আকাশাদের্জড়ত্বাৎ তমোগুণপ্রধান-বিক্ষেপশক্তিযুক্তাজ্ঞানাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্যৈবাকাশাদি-প্রপঞ্চজনকত্বমিতি ভাবঃ।

অস্মিন্নর্থে শ্রুতিঃ প্রমাণয়তি—তস্মাদ্বেত্যাদি। এতেনার্থাৎ সাঙ্খ্য-নৈয়ায়িকপক্ষৌ নিরস্তৌ, শক্তেরজ্ঞানস্য শক্তিমৎপরতন্ত্রত্বাৎ, স্বতন্ত্রস্য তস্য কেবলস্য জড়স্যাজ্ঞানস্য জগৎকারণত্বানুপপত্তেঃ, "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (ব্রহ্ম, সূ, ১।১।৫) "রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্" (ব্রহ্ম, সূ, ২।২।১) ইত্যাদি ন্যায়-নিরস্তত্বাচ্চ, পরমাণোরপ্যুক্তদোষগ্রাসত্রাসানপায়াৎ, অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান-প্রতিপাদক-শ্রুতিস্মৃতি-ন্যায়বিরোধাচ্চ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" (তৈত্তি, উপ, ৩।১) "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছান্দো, উপ, ৬।২।১) "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" (মুণ্ড, উপ, ২।১।৩) "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" (গীতা ৭।১০) "বীজং মাং সর্ব্বভূতানাম্" (গীতা ৭।১০) ইত্যাদি-শ্রুতিস্মৃতিভিরীশ্বরস্যৈব জগৎকারণত্বপ্রতিপাদনাৎ॥ ৪৮॥

অনুবাদ:—তমঃপ্রধান বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন চৈতন্য হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইতেছে। এ বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, "সেই এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি॥ ৪৮॥

তেষু জাড্যাধিক্য-দর্শনাত্তমঃ-প্রাধান্যং তৎকারণস্য। তদানীং সত্ত্বরজস্তমাংসি কারণগুণপ্রক্রমেণ তেষ্বাকাশাদি-ষূৎপদ্যন্তে। ইমান্যেব সূক্ষ্মভূতানি তন্মাত্রাণ্যপঞ্চীকৃতানি চোচ্যন্তে। এতেভ্যঃ সূক্ষ্মশরীরাণি স্থূলভূতানি চোৎ-পদ্যন্তে॥ ৪৯॥

টীকা:—নন্বাকাশাদিপ্রপঞ্চোৎপাদকচৈতন্যাবচ্ছেদকাজ্ঞানে কুতস্তমঃ-

প্রাধান্যম্ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তেম্বিত্যাদি। "কারণগুণা হি কার্য্যগুণানারভন্তে" ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ।

নন্বু ত্রিগুণাত্মকত্বাদজ্ঞানস্য কথং তমোগুণমাত্রপ্রাধান্যেন আকাশাদি-জনকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদানীমিতি। তস্যামুৎপত্তিবেলায়াং সত্ত্বাদয়স্ত্রয়োঽপি গুণাস্তারতম্যেন কারণগুণপ্রক্রমন্যায়েন তেষ্বাকাশাদিষু পঞ্চভূতেষূত্তরোত্তরা-ধিক্যেন জায়ন্তে ইত্যর্থঃ।

ইমান্যেব সূক্ষ্মশরীরাদিকারণভূতান্যপঞ্চীকৃতানি সূক্ষ্মরূপপঞ্চভূততন্মাত্রাণী-ত্যুচ্যন্তে ইত্যাহ—ইমান্যেবেতি। "পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥" ইতি বচনাদপাপঞ্চীকৃত-ভূতেভ্যঃ অপঞ্চীকৃতসূক্ষ্মশরীরাণি পঞ্চীকৃতস্থূলভূতেভ্যঃ স্থূলশরীরাণি চোৎপদ্যন্তে ইত্যাহ—এতেভ্য ইতি॥ ৪৯॥

অনুবাদ।—সেই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীরূপ পঞ্চমহাভূতে তমোগুণের কার্য্যে জড়তার আধিক্য দেখা যায় বলিয়া তাহার কারণস্বরূপ অজ্ঞানাবৃত চৈতন্যও তমঃপ্রধান বলিয়াই জানিবে, যেহেতু, কারণের গুণই কার্য্যে সংক্রামিত হয় অর্থাৎ কারণে যে গুণ যে পরিমাণে থাকে, তৎকার্য্যেও সেই গুণ সেই পরিমাণেই বিদ্যমান থাকে। আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টিকালে তাহার কারণীভূত অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যে যে পরিমাণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অংশ ছিল, তৎকার্য্যস্বরূপ আকাশাদি পঞ্চমহাভূতেও সেই পরিমাণেই ঐ গুণত্রয়ের অংশ বিদ্যমান আছে; ইহারাই সূক্ষ্মভূত, অপঞ্চীকৃত এবং পঞ্চতন্মাত্র নামে অভিহিত হয়। পঞ্চতন্মাত্রের নাম—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র,

রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। এই সূক্ষ্মভূত হইতে সূক্ষ্মদেহ ও পঞ্চবিধ মহাভূত সঞ্জাত হয়। পঞ্চীকরণের পর শব্দতন্মাত্র হইতে গগন, স্পর্শতন্মাত্র হইতে অনিল, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ, রসতন্মাত্র হইতে জল এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবী সঞ্জাত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

সূক্ষ্মশরীরাণি—সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গশরীরাণি। অবয়বাস্তু—জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং বায়ুপঞ্চকঞ্চেতি ॥ ৫০ ॥

টীকা ঃ—সূক্ষ্মশরীরস্বরূপভূতানবয়বানাহ—অবয়বাস্ত্বিতি ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ ঃ—সপ্তদশ অবয়বযুক্ত লিঙ্গদেহের নাম সূক্ষ্মদেহ। সেই সপ্তদশ অবয়ব যথা,—নেত্র, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ বায়ু এবং বুদ্ধি ও মন ॥ ৫০ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি—শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষুর্জ্জিহ্বাঘ্রাণাখ্যানি। এতান্যাকাশাদীনাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যো ব্যস্তেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ক্রমেণোৎপদ্যন্তে ॥ ৫১ ॥

টীকা ঃ—সাত্ত্বিকাংশাদাকাশাৎ শ্রোত্রমুৎপদ্যতে, সাত্ত্বিকাংশাদ্বায়োস্ত্বগিন্দ্রিয়ং, সাত্ত্বিকাংশাত্তেজসশ্চক্ষুঃ, সাত্ত্বিকাংশাৎ জলাৎ জিহ্বা,

সাত্ত্বিকাংশায়াঃ পৃথিব্যা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ঞ্চেতি ক্রমেণোৎপন্নস্তে ইত্যাহ—এতানীতি ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ।—কর্ণ, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও ঘ্রাণ, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। অপঞ্চীকৃত আকাশাদির সত্ত্বহুল অংশ-সমূহ হইতে ক্রমান্বয়ে পৃথক্ পৃথক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্ভব হয় অর্থাৎ গগনের সাত্ত্বিকাংশ হইতে কর্ণ, বায়ুর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ত্বক্, তেজের সাত্ত্বিকাংশ হইতে নেত্র, সলিলের সাত্ত্বিকাংশ হইতে রসনা এবং পৃথিবীর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় সঞ্জাত হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

বুদ্ধির্নাম—নিশ্চয়াত্মিকাঽন্তঃকরণবৃত্তিঃ। মনো নাম—সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকাঽন্তঃকরণবৃত্তিঃ ॥ ৫২ ॥

টীকা।—বুদ্ধের্লক্ষণমাহ—বুদ্ধিরিতি। "ব্রহ্মৈবাহম্" ইতি নিশ্চয়াত্মিকাঽন্তঃকরণবৃত্তিরেব বুদ্ধিঃ।

মনসো লক্ষণমাহ—মন ইতি। "অহং চিদ্রূপো দেহো বা ?" ইতি সংশয়াত্মিকাঽন্তঃকরণবৃত্তিরেব মন ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ।—নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি কহে অর্থাৎ চিত্তের যে বৃত্তি দ্বারা কোন বিষয়ে নিশ্চিতধারণা করা যায়, তাহাই বুদ্ধি। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে মন বলে। ইহাকে সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিও বলা যায় অর্থাৎ চিত্তের যে বৃত্তি দ্বারা কোন বিষয়ে নিশ্চিত হইতে না

পারিয়া "ইহা কি উহা" এইরূপ সংশয়াপন্ন অবস্থা আনয়ন করে, তাহাই মন ॥ ৫২ ॥

অনয়োরেব চিত্তাহঙ্কারয়োরন্তর্ভাবঃ। অনুসন্ধানাত্মিকা-হন্তঃকরণবৃত্তিঃ চিত্তম্। অভিমানাত্মিকাহন্তঃকরণবৃত্তিঃ অহঙ্কারঃ। এতে পুনরাকাশাদিগত-সাত্ত্বিকাংশেভ্যো মিলিতেভ্য উৎপদ্যন্তে। এতেষাং প্রকাশাত্মকত্বাৎ সাত্ত্বিকাংশকার্য্যত্বম্ ॥ ৫৩ ॥

টীকা।—স্মরণাত্মকচিত্তস্য গর্ব্বাত্মকাহঙ্কারস্য চ বুদ্ধিমনসোরন্তর্ভাব ইত্যাহ—অনয়োরিতি। যদ্যপ্যন্তঃকরণত্বেন চতুর্ণামেকত্বং, তথাহপ্যেকস্যৈব পুরুষস্য পাচকঃ পাঠকঃ ইত্যাদি বৃত্তিভেদাৎ ভেদবৎ একস্যাপ্যন্তঃকরণস্য নিশ্চয়সংশয়স্মরণাহঙ্কারবিষয়ভেদৈর্ব্বুদ্ধ্যাদিভেদ ইত্যর্থঃ।

বুদ্ধ্যাদীনামুৎপত্তিপ্রকারং দর্শয়তি—এতে পুনরিতি।

এতেষাং চতুর্ণাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ উৎপত্তৌ নিমিত্তমাহ—এতেষামিতি। বুদ্ধ্যাদীনাং প্রকাশাত্মকত্বাৎ সাত্ত্বিকাংশভূতকার্য্যত্ব-মিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ।—চিত্ত এবং অহঙ্কার বুদ্ধি ও মনের অন্তর্ভূতবৃত্তি-বিশেষ। তাহার মধ্যে অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম চিত্ত, এই চিত্ত বুদ্ধির অন্তর্ভূত। অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম অহঙ্কার, এই অহঙ্কারও মনের অন্তর্ভূত। বস্তুতঃ যেমন একই ব্যক্তি কখন পাঠ, কখন পাক, কখন বা পূজা ইত্যাদি কর্ম্মভেদে পাচক, পাঠক, পূজক ইত্যাদি ভিন্ন

ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ অন্তঃকরণ এক হইলেও তাহার নিশ্চয়, সংশয়, স্মরণ ও অহঙ্কাররূপ বৃত্তিভেদে বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটি পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয়। এই বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহঙ্কার মিলিত আকাশাদিপঞ্চভূতের সাত্ত্বিকাংশ হইতে সঞ্জাত। বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহঙ্কার ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ইহারা প্রকাশাত্মক বলিয়া আকাশাদির সাত্ত্বিকাংশের কর্ম্ম ॥ ৫৩ ॥

ইয়ং বুদ্ধির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা সতী বিজ্ঞানময়কোষো ভবতি। অয়ং কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদ্যভিমানিত্বেন ইহলোকপরলোকগামী ব্যাবহারিকো জীব ইত্যুচ্যতে ॥৫৪॥

টীকা।—বুদ্ধের্বিজ্ঞানময়কোষত্বং দর্শয়তি—ইয়মিতি। বুদ্ধেঃ সত্ত্বকার্য্যত্বাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সাহিত্যেন প্রকাশাধিক্যাৎ বিজ্ঞানময়ত্বং, আত্মাচ্ছাদকত্বাচ্চ কোষত্বং ইত্যর্থঃ।

বিশুদ্ধবুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত-চিদাত্মনো জীবত্বং দর্শয়তি—অয়মিতি। তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ বুদ্ধ্যারোপিতং চৈতন্যং বস্তুতোঽকর্ত্তৃ অভোক্তৃ নিত্যানন্দমপরিচ্ছিন্নমক্রিয়মপি কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সুখিত্ব-দুঃখিত্ব-পরিচ্ছিন্নত্ব-ক্রিয়াবত্ত্বাদ্যভিমানেন স্বর্গাদিলোকান্তরগামিত্বং ব্যাবহারিকজীবত্বঞ্চ লভতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ।

অনুবাদ।—এই বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ নামে কথিত হয়। এই বিজ্ঞানময় কোষ অর্থাৎ তপ্তলৌহপিণ্ডতুল্য বুদ্ধিগত চৈতন্য, বাস্তবিক পক্ষে অকর্ত্তা, অভোক্তা ও নিত্যানন্দস্বরূপ হইয়াও কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখিত্ব ও

দুঃখিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অভিমানী হইয়া ইহলোক ও পরলোকগামী ব্যাবহারিক জীব বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৪ ॥

মনস্তু কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং সন্মনোময়কোষো ভবতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি—বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি। এতানি পুনরাকাশাদীনাং রজোঽংশেভ্যো ব্যস্তেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ ক্রমেণোৎপদ্যন্তে ॥ ৫৫ ॥

টীকা।—মনোময়কোষং নিরূপয়তি—মনস্থিতি। সত্ত্বগুণপ্রধানং মনঃ রজোগুণাংশেভ্যো জাতৈর্ব্বাগাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈরেব সহিতং সৎ মনোময়-কোষো ভবতীত্যর্থঃ। অত্র তু মনসঃ সত্ত্বোপহিত-রজোবিকারেচ্ছারূপত্বাৎ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকত্বেন বুদ্ধ্যপেক্ষয়া জাড্যাধিক্যাৎ মনোময়ত্বম্, আত্মাচ্ছাদকত্বাৎ কোষত্বমিতি ভাবঃ।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যুদ্দিশতি—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। এতেষামুৎপত্তৌ সাধনা-পেক্ষামাহ—এতানীতি। ভূতানাং ত্রিগুণত্বেঽপি রজোগুণবহুলেভ্যো ভূতেভ্যো বাগাদীনি পৃথক্ পৃথক্ ক্রমেণ উৎপদ্যন্তে। রজোগুণপ্রধানাদা-কাশাৎ বাগুৎপদ্যতে, রজোগুণপ্রধানাদ্‌বায়োঃ পাণীন্দ্রিয়ং, রজোগুণপ্রধানা-দগ্নেঃ পাদেন্দ্রিয়ং, রজোগুণপ্রধানাৎ জলাৎ পায়্বিন্দ্রিয়ং, রজোগুণপ্রধানায়াঃ পৃথিব্যাঃ উপস্থেন্দ্রিয়ং উৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ।—মন কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকের সহিত মিলিত হইয়া মনোময় কোষ শব্দে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (লিঙ্গ) ইহাদিগের নাম কর্ম্মে-ন্দ্রিয়। আকাশাদি পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ রজোগুণাংশ হইতে

ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উদ্ভব হয়; যথা—আকাশের রাজসিক অংশ হইতে বাক্য, বায়ুর রাজসিক অংশ হইতে কর, তেজের রাজসিক অংশ হইতে চরণ, জলের রাজসিক অংশ হইতে পায়ু এবং ক্ষিতির রাজসিক অংশ হইতে উপস্থ সঞ্জাত হয়॥ ৫৫॥

বায়বঃ,—প্রাণাপান-ব্যানোদান-সমানাঃ। প্রাণো নাম—প্রাগ্‌গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী। অপানো নাম—অবাগ্‌গমনবান্ পায়্বাদিস্থানবর্ত্তী। ব্যানো নাম—বিশ্বগ্‌-গমনবানখিলশরীরবর্ত্তী। উদানো নাম—কণ্ঠস্থানীয়ঃ ঊর্দ্ধ্বগমনবানুৎক্রমণবায়ুঃ। সমানো নাম—শরীরমধ্যগতা-শিতপীতান্নাদিসমীকরণকরঃ। সমীকরণন্তু—পরিপাক-করণং, রসরুধিরশুক্রপুরীষাদিকরণমিতি যাবৎ॥ ৫৬॥

টীকা।—বায়ূন্নির্দ্দিশতি—বায়ব ইতি। যথোদ্দেশং প্রাণস্য লক্ষণমাহ—প্রাণ ইতি। ঊর্দ্ধ্বগমনশীলো নাসাগ্রস্থায়ী বায়ুঃ প্রাণ ইত্যর্থঃ।

অপানস্য লক্ষণমাহ—অপান ইতি। অধোগমনশীলঃ পায়্বাদিস্থায়ী বায়ুরপান ইত্যর্থঃ।

ব্যানস্য লক্ষণমাহ—ব্যানো নাম ইতি। সর্বনাড়ীগমনশীলঃ অখিলশরীর-স্থায়ী বায়ুর্ব্যান ইত্যর্থঃ।

উদানস্য লক্ষণমাহ—উদান ইতি। ঊর্দ্ধ্বমুৎক্রমণশীলঃ কণ্ঠস্থায়ী বায়ু-রুদান ইত্যর্থঃ।

সমানস্য লক্ষণমাহ—সমান ইতি। শরীরমধ্যগতান্নরসাদিনেতা বায়ুঃ

সমান ইত্যর্থঃ। প্রাণাদীনাং বায়ুত্বেন রূপেণ একত্বেঽপি ক্রিয়াভেদেন ভেদ ইত্যর্থঃ॥ ৫৬

অনুবাদ।—পঞ্চবায়ু যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। এই পাঁচটির মধ্যে ঊর্দ্ধগমনশীল নাসাগ্রবর্ত্তী বায়ুর নাম প্রাণ; অধোগমনশীল পায়ু প্রভৃতি স্থানস্থ বায়ুর নাম অপান; সর্ব্বনাড়ীগমনশীল সর্ব্বদেহস্থ বায়ুর নাম ব্যান; ঊর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠ-স্থানস্থ বায়ুর নাম উদান; ভুক্ত-পীত অন্ন-জলাদির সমীকরণ অর্থাৎ পরিপাক দ্বারা রস, রক্ত, শুক্র, পুরীষাদি-জনক বায়ুর নাম সমান॥ ৫৬॥

কেচিত্তু নাগ-কূর্ম্ম-কৃকর-দেবদত্ত-ধনঞ্জয়াখ্যাঃ পঞ্চান্যে বায়বঃ সন্তীত্যাহুঃ। তত্র নাগঃ উদ্গিরণকরঃ। কূর্ম্মঃ উন্মীলনকরঃ। কৃকরঃ ক্ষুধাকরঃ। দেবদত্তঃ জৃম্ভণ-করঃ। ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ। এতেষাং প্রাণাদিষ্বন্ত-র্ভাবাৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চৈবেতি কেচিৎ। ইদং প্রাণাদিপঞ্চকং আকাশাদিগত-রজোঽংশেভ্যো মিলিতেভ্য উৎপদ্যতে। ইদং প্রাণাদিপঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়সহিতং সৎ প্রাণময়কোষো ভবতি। অস্য ক্রিয়াত্মকত্বেন রজোঽংশকার্য্যত্বম্॥ ৫৭॥

টীকা।—কাপিলমতানুসারিণঃ ক্রিয়াভেদেনান্যেঽপি পঞ্চ বায়বঃ সন্তীতি বদন্তীত্যাহ—কেচিত্ত্বিতি।

তান্যেব নামানি নির্দ্দিশতি—নাগ ইত্যাদি। তথা চোক্তম্,—"উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্মস্তূন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরস্তু ক্ষুধি জ্ঞেয়ো দেবদত্তো

বিজৃম্ভণে॥ ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ॥" (গোরক্ষশতক ৩৫।৩৬) ইতি।

বেদান্তিনস্তু নাগাদীনাং প্রাণাদিষ্বন্তর্ভাবং বদন্তীত্যাহ—এতেষামিতি।

প্রাণাদিবায়ূনামুৎপত্তৌ কারণাপেক্ষায়ামাহ—ইদমিতি। অপঞ্চীকৃত-পঞ্চমহাভূতেভ্যো রজঃপ্রধানেভ্যঃ প্রাণাদয়ো জায়ন্তে ইত্যর্থঃ।

এতেষাং প্রাণাদীনাং প্রাণপ্রাচুর্য্যাৎ প্রাণময়ত্বম্, আত্মাচ্ছাদকত্বাৎ কোষত্বঞ্চ ভবতীত্যাহ—ইদমিতি। প্রাণাদীনাং রজঃপ্রধানভূতকার্য্যত্বে নিমিত্তমাহ—অস্যেতি। প্রাণাদীনাং ক্রিয়াত্মকত্বাৎ রজোঽংশকার্য্যত্ব-মিত্যর্থঃ॥ ৫৭॥

অনুবাদ ;—কপিলমতাবলম্বী আর্য্যগণ বলেন, কথিত পঞ্চবায়ু ভিন্ন আরও পঞ্চবিধ বায়ু আছে। ঐ বায়ুপঞ্চক নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে অভিহিত। যে বায়ু উদ্গিরণ অর্থাৎ উদ্গারজনক, তাহার নাম নাগ; যে বায়ু নয়নের উন্মীলনক্রিয়াসম্পাদক, তাহার নাম কূর্ম্ম; যে বায়ুপ্রভাবে ক্ষুধা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কৃকর ; যে বায়ু জৃম্ভণ অর্থাৎ জৃম্ভা (হাই) উৎপাদক, তাহার নাম দেবদত্ত; যে বায়ু দেহের পুষ্টিসম্পাদন করে, তাহার নাম ধনঞ্জয়। বৈদান্তিকেরা বলেন, নাগ, কূর্ম্ম ইত্যাদি পঞ্চবায়ু প্রাণ অপানাদি পঞ্চবায়ুরই অন্তর্গত, অতএব প্রাণাদি পাঁচটিই বায়ু, নাগাদির পৃথক্ উল্লেখ অনাবশ্যক। সম্মিলিত আকাশাদির রজোগুণাংশ হইতে এই প্রাণাদি পাঁচটি বায়ুর উৎপত্তি। এই প্রাণাদি পাঁচটি বায়ু বাক্পাণিপাদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া

প্রাণময়কোষ এই নামে অভিহিত হয়। এই প্রাণাদিপঞ্চক ক্রিয়াত্মক অর্থাৎ বাক্যোচ্চারণাদিক্রিয়া-সম্পাদক বলিয়া আকাশাদির রজোগুণাংশের কার্য্য ॥ ৫৭ ॥

এতেষু কোষেষু মধ্যে বিজ্ঞানময়ো জ্ঞানশক্তিমান্ কর্ত্তৃরূপঃ। মনোময় ইচ্ছাশক্তিমান্ করণরূপঃ। প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্য্যরূপঃ। যোগ্যত্বাদেবমেতেষাং বিভাগ ইতি বর্ণয়ন্তি। এতৎ কোষত্রয়ং মিলিতং সৎ সূক্ষ্মশরীরমিত্যুচ্যতে ॥ ৫৮ ॥

টীকা।—এতেষু পঞ্চসু কোষেষু মধ্যে বিজ্ঞানময়-মনোময়-প্রাণময়-কোষাণাং ক্রমেণ জ্ঞানেচ্ছা-ক্রিয়াশক্তিভেদেন কর্ত্তৃকরণক্রিয়ারূপত্বং দর্শয়তি—এতেম্বিতি।

তত্র হেতুমাহ—যোগ্যত্বাদিতি। ইদমেব কোষত্রয়ং সূক্ষ্মশরীরমিতি ব্যবহ্রিয়তে ইত্যাহ—এতদিতি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ।—এই কোষত্রয়ের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ জ্ঞানশক্তিযুক্ত, সুতরাং কর্ত্তৃরূপ; মনোময়কোষ ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, সুতরাং করণরূপ; প্রাণময়কোষ ক্রিয়াশক্তিযুক্ত, সুতরাং কার্য্যরূপ। যোগ্যতাবশতই ইহাদের এইরূপ বিভাগ হইয়াছে, ইহাই পণ্ডিতগণ বলেন। বিজ্ঞানময়কোষ, মনোময়কোষ ও প্রাণময়কোষ এই কোষত্রয় একত্র সমবেত হইয়া সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহ এই নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

অত্রাপ্যখিলসূক্ষ্মশরীরং একবুদ্ধিবিষয়তয়া বনবজ্জলাশয়বদ্বা সমষ্টিঃ, অনেকবুদ্ধিবিষয়তয়া বৃক্ষবজ্জলবদ্বা ব্যষ্টিশ্চ ভবতি। এতৎ সমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভঃ, প্রাণ ইতি চোচ্যতে, সর্ব্বত্রানুস্যূতত্বাৎ জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিমদপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতাভিমানিত্বাচ্চ॥৫৯

টীকা ।—অস্য সমষ্টিত্বে হেতুমাহ—অত্রাপীতি। একবুদ্ধীতি। চরাচরপ্রাণিমাত্রস্য যাবন্ত্যনন্তানি সূক্ষ্মশরীরাণি তেষাং সর্ব্বেষাং সূক্ষ্মশরীরাণাং সূত্রাত্মনা হিরণ্যগর্ভাখ্যেন স্বীয়ৈকবুদ্ধ্যা বিষয়ীকৃতত্বাৎ সমষ্টিত্বমিত্যর্থঃ।

অত্র দৃষ্টান্তমাহ—বনবদিত্যাদি।

অস্যৈব সূক্ষ্মশরীরস্য ব্যষ্টিত্বং দর্শয়তি—অনেকেত্যাদি। অনেকেষাং জীবানাং প্রত্যেকং স্বস্বলিঙ্গশরীরস্য স্বস্ববুদ্ধিবিষয়ত্বেনানেকবুদ্ধিবিষয়তয়া ব্যষ্টিত্বমিত্যর্থঃ।

অত্র দৃষ্টান্তমাহ—বৃক্ষবদিত্যাদি।

উক্তসমষ্ট্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য সূত্রাত্মেত্যাদিসংজ্ঞাং প্রদর্শয়তি—এতদিত্যাদি।

তত্র হেতুমাহ—সর্ব্বত্রেতি। সর্ব্বপ্রাণলিঙ্গশরীরেষু অনুস্যূতত্বাদ্-বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ।

হেত্বন্তরমাহ—জ্ঞানেচ্ছেত্যাদি। জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিমৎকোষত্রয়োপাধ্যবচ্ছিন্নত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ ।—এ স্থানেও সমস্ত সূক্ষ্মদেহ এক বুদ্ধির বিষয় হইলে বন বা জলাশয়ের ন্যায় সমষ্টি, বহুবুদ্ধির বিষয় হইলে তরু কিংবা জলের ন্যায় ব্যষ্টিও হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্মশরীররূপ

সমষ্টি দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ বলে, যে হেতু তিনি সর্ব্বপ্রাণীর লিঙ্গশরীরে সূত্রের ন্যায় অনুস্যূত অর্থাৎ অনুপ্রবিষ্ট আছেন এবং তিনি জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট অপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতাভিমানী। তিনি সর্ব্বত্র মালান্তর্গত সূত্রের ন্যায় অনুস্যূত আছেন বলিয়া তাঁহার নাম সূত্রাত্মা। তিনি জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণে উপহিত আছেন, এই হেতু হিরণ্যগর্ভ শব্দে কীর্ত্তিত হন। তিনি ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট প্রাণের অধিদেবতা বলিয়া প্রাণশব্দে অভিহিত হন ॥ ৫৯ ॥

অস্যৈষা সমষ্টিঃ স্থূলপ্রপঞ্চাপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্মশরীরং বিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়ং, জাগ্রদ্‌বাসনাময়ত্বাৎ স্বপ্নঃ, অতএব স্থূলপ্রপঞ্চলয়স্থানমিতি চোচ্যতে। এতদ্‌ব্যষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং তৈজসো ভবতি, তেজোময়ান্তঃকরণোপহিতত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

টীকা।—বিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়স্য সূক্ষ্মশরীরতাং দর্শয়তি—অস্যেত্যাদি। অস্য সূত্রাত্মনো হিরণ্যগর্ভাখ্যস্য বিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়ং সূক্ষ্মশরীরম্ অস্য স্থূলপ্রপঞ্চাপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্বাদিত্যর্থঃ।

অস্যৈব বিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়স্য স্বপ্নত্বে যুক্তিমাহ—জাগ্রদিত্যাদি। বিরাড়্‌রূপেণানুভূতস্থূলপ্রপঞ্চবিষয়কবাসনাময়ত্বাৎ স্বপ্নত্বমস্যেত্যর্থঃ। যতঃ স্বপ্নত্বং সূক্ষ্মত্বঞ্চ, অত এব স্থূলপ্রপঞ্চলয়স্থানমিত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ।

বিজ্ঞানময়াদিসমষ্ট্যুপাধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য হিরণ্যগর্ভত্বং প্রতিপাদ্য ইদানীং তদ্‌ব্যষ্ট্যুপলক্ষিতচৈতন্যস্য তৈজসত্বং নিরূপয়তি—এতদিত্যাদি।

তত্র হেতুমাহ—তেজোময়েত্যাদি ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ।—হিরণ্যগর্ভের এই সূক্ষ্মদেহসমষ্টি, স্থূল-প্রপঞ্চ অপেক্ষা সূক্ষ্মতা বশতঃ সূক্ষ্মদেহ ও বিজ্ঞানময়াদি কোষত্রয় শব্দে অভিহিত হয়। জাগ্রদবস্থাতে বাসনাময় বলিয়া ইহাকে স্বপ্নও বলে; সুতরাং এই সূক্ষ্মদেহসমষ্টি স্থূলপ্রপঞ্চের লয়স্থান, ইহাও বলে। এই সূক্ষ্মদেহব্যষ্টি দ্বারা উপহিত চৈতন্য তৈজস, অর্থাৎ প্রতি সূক্ষ্মদেহে যে পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য, তাহা তৈজস শব্দে কথিত। তৈজস শব্দ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ চৈতন্য তেজোময় অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয়েন ॥ ৬০ ॥

অস্যাপীয়ং ব্যষ্টিঃ স্থূলশরীরাপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্ম-শরীরং, বিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়ং জাগ্রদ্বাসনাময়ত্বাৎ স্বপ্নঃ, অত এব স্থূলশরীরলয়স্থানমিতি চোচ্যতে। এতৌ সূত্রাত্মতৈজসৌ তদানীং সূক্ষ্মাভির্ম্মনোবৃত্তিভিঃ সূক্ষ্ম-বিষয়াননুভবতঃ। "প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসঃ" (মাণ্ডু॰ উপ॰ ৩) ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৬১ ॥

টীকা।—তৈজসস্যাপি সূক্ষ্মশরীরত্বমিতি দর্শয়তি—অস্যাপীতি। সূক্ষ্মশরীরত্বে হেতুমাহ—স্থূলেতি।

অস্যাপি স্বপ্নত্বে হেতুমাহ—জাগ্রদিত্যাদি। বিশ্বচৈতন্যেনানুভূতস্থূলশরীর-বিষয়কবাসনাময়ত্বাৎ স্বপ্নত্বমিত্যর্থঃ।

অস্যৈব সূক্ষ্মশরীরস্য স্থূলশরীরলয়স্থানত্বে যুক্তিমাহ—অত এবেতি।

যথা পূর্ব্বং প্রাজ্ঞেশ্বরাবজ্ঞানবৃত্তিভিঃ সুষুপ্ত্যবস্থায়ামানন্দমনুভবতঃ, তথা

হিরণ্যগর্ভতৈজসাবপি স্বপ্নাবস্থায়াং মনোবৃত্তিভিঃ বাসনাময়ান শব্দাদিবিষয়াননুভবত ইতি দর্শয়তি—এতাবিত্যাদি।

অস্মিন্নর্থে শ্রুতিমুদাহরতি—প্রবিবিক্তেত্যাদি ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ।—এই তৈজসেরও এই ব্যষ্টি অর্থাৎ প্রত্যেক লিঙ্গদেহ স্থূলদেহ অপেক্ষা সূক্ষ্মতা বশতঃ সূক্ষ্মদেহ ও বিজ্ঞানময়াদি কোষত্রয়, এবং জাগ্রদবস্থাতে বাসনাময় বলিয়া ইহাকে স্বপ্নও বলে। অত এব এই সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহের লয়স্থান বলিয়াও কীর্ত্তিত হয়। এই সূত্রাত্মা ও তৈজস উভয়েই সুষুপ্তিসময়ে সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি দ্বারা সূক্ষ্মবিষয়সমূহ অনুভব করেন অর্থাৎ বাসনাময়-শব্দাদি-বিষয়-সমূহ অনুভব করিতে থাকেন। শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, "তৈজস সূক্ষ্মবিষয় ভোগ করিয়া থাকেন" ॥ ৬১ ॥

অত্রাপি সমষ্টি-ব্যষ্ট্যোস্তদুপহিতসূত্রাত্মতৈজসয়োশ্চ বনবৃক্ষবত্তদবচ্ছিন্নাকাশবচ্চ জলাশয়জলবত্তদ্গতপ্রতিবিম্বাকাশবচ্চাভেদঃ। এবং সূক্ষ্মশরীরোৎপত্তিঃ ॥ ৬২ ॥

টীকা।—ইহাপি বিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়স্য সমষ্টিরূপস্য তদবচ্ছিন্নসূত্রাত্মনশ্চ ব্যষ্টিরূপবিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়স্য তদবচ্ছিন্নতৈজসচৈতন্যস্য চ বনবৃক্ষাদিতদবচ্ছিন্নাকাশাদিদৃষ্টান্তমুখেনাভেদং দর্শয়তি—অত্রাপীত্যাদি। সমষ্টিব্যষ্ট্যুপাধ্যোর্ব্বনবৃক্ষবৎ জলাশয়জলবচ্চাভেদঃ, উপাধিদ্বয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যয়োঃ সূত্রাত্মতৈজসয়োরপি বনবৃক্ষাবচ্ছিন্নাকাশবৎ জলাশয়জলগতপ্রতিবিম্বাকাশবচ্চাভেদ ইত্যর্থঃ।

সূক্ষ্মশরীরোৎপত্তিপ্রকরণমুপসংহরতি—এবমিত্যাদি ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ।—এ স্থানেও সমষ্টি ও ব্যষ্টি এবং সমষ্টি দ্বারা উপহিত সূত্রাত্মা ও ব্যষ্টি দ্বারা উপহিত তৈজস চৈতন্য বন ও বৃক্ষের ন্যায় এবং বনাবচ্ছিন্ন আকাশের সহিত বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায়, জলাশয় ও জলের ন্যায় এবং জলাশয়গত প্রতি-বিম্বিত আকাশের সহিত জলগত প্রতিবিম্বিত আকাশের ন্যায় পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টি পরস্পর বন ও পাদপের ন্যায় এবং জলাশয় ও জলের ন্যায় অভিন্ন এবং প্রত্যেক লিঙ্গদেহে উপহিত চৈতন্য তৈজস আর সমস্ত দেহে উপহিত চৈতন্য হিরণ্যগর্ভ পরস্পর বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশের সহিত বনাবচ্ছিন্ন গগনের ন্যায় ও সলিলগত প্রতিবিম্বিত আকাশের সহিত জলাশয়গত প্রতিবিম্বাকাশের তুল্য পরস্পর অভিন্ন। এই প্রকারে সূক্ষ্মদেহের উদ্ভব হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

স্থূলভূতানি তু পঞ্চীকৃতানি। পঞ্চীকরণন্তু আকাশাদি-পঞ্চস্বেকৈকং দ্বিধা সমং বিভজ্য, তেষু দশস্থ ভাগেষু মধ্যে প্রাথমিকান্ পঞ্চভাগান্ প্রত্যেকং চতুর্দ্ধা সমং বিভজ্য, তেষাং চতুর্ণাং ভাগানাং স্বস্বদ্বিতীয়ার্দ্ধভাগং পরি-ত্যজ্য ভাগান্তরেষু সংযোজনম্। তদুক্তম্,—"দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈ-র্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে॥" (পঞ্চদ০ ১।২৭) ইতি ॥ ৬৩ ॥

টীকা।—অথেদানীং স্থূলশরীরোৎপত্তিং নিরূপয়িতুমুপক্রমতে—

স্থূলেত্যাদি। তুশব্দঃ পূর্ব্বস্মাদ্‌বৈষম্যং দ্যোতয়তি—পঞ্চীকৃতানীতি। অপঞ্চীকৃতসূক্ষ্মভূতাপেক্ষয়া স্থূলভূতানি পঞ্চীকৃতানীত্যর্থঃ।

পঞ্চীকরণমেব প্রতিপাদয়িতুং প্রতিজানীতে—পঞ্চীকরণন্তিতি।

পঞ্চীকরণপ্রকারমেবাহ—আকাশাদিপঞ্চস্বিত্যাদি। অয়মর্থঃ,—সৃষ্টিকালে সকলপ্রাণ্যদৃষ্টবশাদীশ্বরপ্রেরণয়া আকাশবায়ুতেজোবন্নান্যবিদ্যা-সহায়ভূতাৎ পরমাত্মনঃ সকাশাদনুক্রমজাতানি তান্যপঞ্চীকৃতানি সূক্ষ্মাণি ব্যবহারাসমর্থানীতি কৃত্বা তদীয়স্থৌল্যাপেক্ষায়াং ব্যবহর্তৃপ্রাণিজাতধর্ম্মাধর্ম্মা-পেক্ষয়ৈব তান্যেব ভূতানি পঞ্চীকৃতানি ভবন্তি। তানি চ প্রত্যেকং দ্বৈবিধ্যমাপদ্যন্তে। তেষ্বাকাশাদিষু দশসু ভাগেষু প্রাথমিকান্ পঞ্চভাগান্ প্রত্যেকং চতুর্দ্ধা সমং বিভজ্য স্বার্দ্ধপরিত্যাগেন চতুর্ণাং প্রত্যেকং ভাগান্তরেষু সন্নিবেশেন পঞ্চীকৃতানি স্থূলানি ভবন্তীতি।

অস্মিন্নর্থে বৃদ্ধসম্মতিমাহ—তদুক্তমিত্যাদি ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ ।—পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতকে স্থূলভূত কহে। পঞ্চী-করণপ্রকরণ বর্ণিত হইতেছে।—প্রথমতঃ আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে সমান দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পরে সেই দশ ভাগের মধ্যে প্রথম পাঁচ ভাগকে আবার সমান চারি চারি অংশে বিভক্ত করিয়া সেই সকল চারি চারি ভাগের নিজ নিজ দ্বিতীয়ার্দ্ধ-ভাগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহা অন্য অন্য ভাগগুলিতে যোজনা করার নাম পঞ্চীকরণ অর্থাৎ অগ্রে আকাশকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া নিজের জন্য অর্দ্ধাংশ রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ পুনরায় চারি অংশ করিয়া ঐ চারি অংশের এক অংশ বায়ুতে, এক অংশ তেজে, এক অংশ জলে, এক অংশ পৃথিবীতে যোজনা করিতে

হইবে। এই প্রকার বায়ুকে প্রথমতঃ দুই অংশে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশ আপনার জন্য রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ চারি অংশ করিয়া এক অংশ আকাশে, এক অংশ তেজে, এক অংশ জলে, এক অংশ পৃথিবীতে যোগ করিবে। এইরূপ তেজকে প্রথমে সমান দুই অংশ করিয়া অর্দ্ধাংশ নিজের জন্য রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ চারি অংশ করিয়া উহার এক অংশ আকাশে, এক অংশ বায়ুতে, এক অংশ জলে, এক অংশ পৃথিবীতে যোগ দিবে। এই প্রকার জলকে সম দ্বি-অংশে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশ আপনার জন্য রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ পুনর্ব্বার চারি অংশ করিয়া এক অংশ আকাশে, এক অংশ বায়ুতে, এক অংশ তেজে, এবং এক অংশ পৃথিবীতে যোগ করিবে। এই প্রকার পৃথিবীকে অগ্রে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া পৃথিবীর জন্য অর্দ্ধাংশ রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ পুনর্ব্বার চারি অংশে বিভক্ত করিয়া তাহার এক অংশ আকাশে, এক অংশ বায়ুতে, এক অংশ তেজে এবং এক অংশ জলে যোগ করিবে। এইরূপে পঞ্চীকরণ দ্বারা যথাযথরূপে আকাশে আকাশের অর্দ্ধাংশ, বায়ুর অষ্টমাংশ, তেজের অষ্টমাংশ, সলিলের অ টমাংশ ও পৃথিবীর অষ্টমাংশ একত্র হইল। বায়ুতেও বায়ুর অর্দ্ধাংশ, গগনের অষ্টমাংশ, তেজের অষ্টমাংশ, জলের অষ্টমাংশ ও পৃথিবীর অষ্টমাংশ একত্র হইল। এই প্রকার তেজেও তেজের অর্দ্ধাংশ, আকাশের অষ্টমাংশ, বায়ুর অষ্টমাংশ, সলিলের অষ্টমাংশ ও পৃথিবীর অষ্টমাংশ একত্র হইয়া গেল। এই প্রকার জলেও জলের অর্দ্ধাংশ, আকাশের অষ্টমাংশ, বায়ুর অষ্টমাংশ,

তেজের অষ্টমাংশ ও পৃথিবীর অষ্টমাংশ একত্র হইল। এই প্রকার পৃথিবীতেও পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ, আকাশের অষ্টমাংশ, বায়ুর অষ্টমাংশ, তেজের অষ্টমাংশ ও জলের অষ্টমাংশ একত্র হইয়া গেল। এই পঞ্চীকরণ দ্বারা গগনে আকাশের আট আনা, বায়ুর দুই আনা, তেজের দুই আনা, জলের দুই আনা ও পৃথিবীর দুই আনা অংশ থাকিল। এই প্রকার বায়ুতে বায়ুর অংশ আট আনা, অন্যান্য ভূতচতুষ্টয়ের অংশ দুই আনা করিয়া আট আনা হইয়াছে। তেজ, জল এবং পৃথিবীতেও ঐ প্রকার। এ বিষয়ে শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, "প্রত্যেক ভূতকে দুই অংশ করিয়া তাহার প্রথমাংশকে পুনরায় চারি ভাগ করিবে এবং ঐ চারি অংশ নিজ ভাগ ভিন্ন অন্য চারিটি ভূতের যে অর্দ্ধাংশ পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই অংশে যোজনা করিবে। এইরূপে পরস্পর পরস্পরে মিলিত পঞ্চভূতকে পঞ্চীকৃত বা স্থূলভূত বলা যায় ॥ ৬৩ ॥

অস্যাপ্রামাণ্যং নাশঙ্কনীয়ং, ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণস্যাপ্যুপলক্ষণত্বাৎ। পঞ্চানাং পঞ্চাত্মকত্বে সমানেঽপি তেষু চ "বৈশিষ্যাত্তু তদ্‌বাদস্তদ্‌বাদঃ" (ব্রহ্মসূ° ২।৪।২২) ইতি ন্যায়েন আকাশাদিব্যপদেশঃ সম্ভবতি ॥ ৬৪ ॥

টীকা।—পঞ্চীকরণস্য ত্রিবৃৎকরণপ্রতিপাদকশ্রুত্যন্তরবিরোধমাশঙ্ক্য পরিহরতি—অস্যেত্যাদি ভূতত্রয়সৃষ্টিশ্রুতৌ সৃষ্টিপরিপূর্ত্ত্যর্থমত্রাশ্রুতমপি

ভূতদ্বয়মাশ্রিত্য ভূতপঞ্চকাভিপ্রায়েণ ভূতত্রয়সৃষ্টিপ্রতিপাদনাদবিরোধ ইত্যর্থঃ।

আকাশাদিপঞ্চভূতেষু চতুর্দ্ধা বিভক্তানামংশেষাং পঞ্চভূতানাং প্রত্যেকানুপ্রবেশেন পঞ্চীকৃতানামাকাশাদীনাং পঞ্চাত্মকত্বাবিশেষাদাকাশাদিব্যপদেশো ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—পঞ্চানামিত্যাদি। আকাশাদীনাং পঞ্চানাং পঞ্চাত্মকত্বে সমানেঽপি তেষু পঞ্চভূতেষু তদ্বিশেষানুপ্রবেশাৎ তত্তন্নামভির্ব্যবহারঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ॥ ৬৪॥

অনুবাদ।—এই পঞ্চীকরণব্যাপার অপ্রামাণিক, এরূপ সন্দেহেরও কারণ নাই, যেহেতু ত্রিবৃৎকরণশ্রুতি আছে। ত্রিবৃৎকরণশ্রুতি পঞ্চীকরণের উপলক্ষণ। পঞ্চীকরণের পর আকাশাদি পঞ্চভূত প্রত্যেক সমভাবে পঞ্চাত্মক হইলেও "বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আধিক্য হেতু সেই সেই নাম প্রাপ্ত হয়" এই ন্যায়ানুসারে স্ব স্ব অংশের আধিক্য বশতঃ আকাশাদি নামে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ গগনে গগনের অংশ অধিক আছে বলিয়া তাহাকে আকাশ কহে। এইরূপ অন্য অন্য ভূতচতুষ্টয়েও স্ব স্ব অংশ অধিক থাকায় সেই সেই নামকরণ হয়॥ ৬৪॥

তদানীমাকাশে শব্দোঽভিব্যজ্যতে, বায়ৌ শব্দস্পর্শৌ, অগ্নৌ শব্দস্পর্শরূপাণি, অপ্সু শব্দস্পর্শরূপরসাঃ, পৃথিব্যাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাশ্চ॥ ৬৫॥

টীকা।—তদানীমিত্যাদি। যদা পঞ্চীকৃতান্যাকাশাদীনি তদানীং স্থূলত্বেন স্বস্বকার্য্যোৎপাদনসমর্থত্বাদাকাশেঽব্যক্তরূপেণ স্থিতঃ শব্দোঽভিব্যজ্যতে ব্যক্তো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৬৫॥

অনুবাদ।—এইরূপে পঞ্চীকৃত হইলে তখন আকাশে শব্দগুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শগুণ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, সলিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, ক্ষিতিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই গুণ-সমূহ অভিব্যক্ত হয় ॥ ৬৫ ॥

এতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যো ভূর্ভুবঃ স্বর্ম্মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যমিত্যেতন্নামকানামুপর্য্যুপরি বিদ্যমানানাং অতলবিতলসুতলরসাতলতলাতলমহাতল-পাতাল-নামকানামধোঽধো বিদ্যমানানাং লোকানাং, ব্রহ্মাণ্ডস্য, তদন্তর্গত-চতুর্ব্বিধস্থূলশরীরাণাং তদুচিতানামন্নপানাদীনাঞ্চোৎপত্তির্ভবতি ॥ ৬৬ ॥

টীকা।—উক্তেভ্যো ভূতেভ্যশ্চ চতুর্দ্দশভুবনোৎপত্তিপ্রকারং দর্শয়তি—এতেভ্য ইতি। এতেভ্যঃ ভূতেভ্যো সমুৎপন্নব্রহ্মাণ্ডস্য চতুর্ব্বিধশরীরাণাঞ্চ তদ্যোগ্যান্নপানাদীনাঞ্চোৎপত্তির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ।—এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক এই সপ্তলোক ; অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল অধোঽধোভাবে অবস্থিত এই সপ্তলোক ; এই চতুর্দ্দশলোকের আধার ব্রহ্মাণ্ড ; ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিবধ স্থূলদেহ এবং এই চতুর্ব্বিধ দেহের উপযোগী অন্নপান ইত্যাদি উৎপন্ন হয় ॥৬৬॥

চতুর্ব্বিধস্থূলশরীরাণি—জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জাখ্যানি।
জরায়ুজানি—জরায়ুভ্যো জাতানি মনুষ্য-পশ্বাদীনি।
অণ্ডজানি—অণ্ডেভ্যো জাতানি পক্ষিপন্নগাদীনি।
স্বেদজানি—স্বেদেভ্যো জাতানি যূকমশকাদীনি।
উদ্ভিজ্জানি—ভূমিমূদ্ভিদ্য জাতানি লতাবৃক্ষাদীনি ॥ ৬৭ ॥

টীকা ;—চতুর্ব্বিধশরীরাণ্যুদ্দিশতি—চতুর্ব্বিধেত্যাদি। তানি চ নামোদ্দেশং বিবৃণোতি—জরায়ুজানীত্যাদি ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ ;—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ দেহকে স্থূলদেহ কহে। জরায়ু হইতে জাত মনুষ্যপশ্বাদির নাম জরায়ুজ, অণ্ড হইতে জাত বিহঙ্গ-ভুজঙ্গাদির নাম অণ্ডজ, স্বেদ হইতে জাত মশকাদির নাম স্বেদজ এবং ভূমি ভেদ পূর্ব্বক উদ্ভূত তরুলতাদির নাম উদ্ভিজ্জ ॥ ৬৭ ॥

অত্রাপি চতুর্ব্বিধস্থূলশরীরং একানেকবুদ্ধিবিষয়তয়া বনবজ্জলাশয়বদ্‌বা সমষ্টিঃ, বৃক্ষবজ্জলবদ্‌বা ব্যষ্টিরপি ভবতি ॥ ৬৮ ॥

টীকা ;—পূর্ব্ববদত্রাপি সমষ্টিব্যষ্টিভেদং দর্শয়তি—অত্রাপীত্যাদি। চতুর্ব্বিধশরীরজাতমপি শরীরমিত্যেকবুদ্ধিবিষয়তয়া বনবৎ সমষ্টিত্বং, প্রত্যেকং তচ্ছরীরবিষয়তয়াঽনেকবুদ্ধিবিষয়ত্বাৎ ব্যষ্টিত্বঞ্চ লভতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ ।—এখানেও এই চতুর্ব্বিধ স্থূলদেহ শরীরত্বাবচ্ছেদে একবুদ্ধিবিষয়তাবশতঃ অর্থাৎ শরীর হিসাবে এক ধরিয়া লইয়া বনের ন্যায় বা জলাশয়ের ন্যায় সমষ্টিরূপে এবং প্রত্যেক

দেহ ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধির বিষয় হেতুক অর্থাৎ প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ ধরিয়া লইয়া বৃক্ষ বা জলের ন্যায় ব্যষ্টিরূপে ব্যবহৃত হয় ॥ ৬৮ ॥

এতৎ সমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং বৈশ্বানরো বিরাড়িতি চোচ্যতে, সর্ব্বনরাভিমানিত্বাৎ, বিবিধং রাজমানত্বাচ্চ। অস্যৈষা সমষ্টিঃ স্থূলশরীরং, অন্নবিকারত্বাদন্নময়কোষঃ, স্থূলভোগায়তনত্বাচ্চ স্থূলশরীরং জাগ্রদিতি চোচ্যতে ॥৬৯॥

টীকা ।—অধুনা ভূরাদিচতুর্দ্দশভুবনান্তর্গতচতুর্ব্বিধস্থূলশরীরসমষ্ট্যুপহিতচৈতন্যস্য বৈশ্বানরত্বাপরপর্য্যায়বৈরাজত্বং দর্শয়তি—এতদিত্যাদি।

তত্র যুক্তিমাহ—সর্ব্বেত্যাদি। সর্ব্বপ্রাণিনিকায়েম্বহমিত্যভিমানবত্ত্বাৎ বৈশ্বানরত্বং, বিবিধং নানাপ্রকারেণ প্রকাশমানত্বাচ্চ বৈরাজত্বং লভতে ইত্যর্থঃ।

অস্য বিরাট্চৈতন্যস্য এষা পূর্ব্বোক্তা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতচতুর্ব্বিধস্থূলশরীরসমষ্টিরেব স্থূলশরীরমিত্যর্থঃ। অন্নবিকারবাহুল্যাদন্নময়ত্বং, আচ্ছাদকত্বাৎ কোষত্বং, স্থূলশরীরাদিবিষয়প্রবৃত্তসুখদুঃখভোগায়তনত্বাচ্চ স্থূলশরীরত্বং, ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধেশ্চ জাগ্রদবস্থাত্বং ঘটতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ ।—এই স্থূলদেহ সমুদায়ের সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যকে বৈশ্বানর ও বিরাট্ বলে, সর্ব্বজীবদেহে আমি বর্ত্তমান আছি, এই অভিমান বশতঃ বৈশ্বানর অর্থাৎ বিশ্বস্থ নরে বর্ত্তমান, বিবিধভাবে প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়া বিরাট্। পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ জরায়ুজাদি স্থূলশরীরসমষ্টিই এই বিরাট চৈতন্যের স্থূলশরীর, অন্নবিকারসম্ভূত বলিয়া অন্নময়কোষ ও স্থূলদেহে ভোগ্য

সুখদুঃখাদি ভোগের আশ্রয় বলিয়া স্থূলশরীর ও জাগ্রৎ এই নামে অভিহিত হয় ॥ ৬৯ ॥

এতদ্ব্যষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং বিশ্ব ইত্যুচ্যতে, সূক্ষ্ম-শরীরাভিমানমপরিত্যজ্য স্থূলশরীরাদিপ্রবেষ্টৃত্বাৎ।

অস্যাপ্যেষা ব্যষ্টিঃ স্থূলশরীরং, অন্নবিকারত্বাৎ অন্নময়-কোষঃ, স্থূলভোগায়তনত্বাৎ জাগ্রদিতি চোচ্যতে ॥ ৭০ ॥

টীকা।—চতুর্ব্বিধস্থূলশরীরসমষ্ট্যুপহিতচৈতন্যং, সপ্রপঞ্চমভিধায় ইদানীং তদ্ব্যষ্ট্যুপহিতচৈতন্যমভিধত্তে—এতদিত্যাদি। এতেষাং চতুর্ব্বিধ-শরীরাণাং যা ব্যষ্টিস্তত্তচ্ছরীরব্যক্তিস্তদুপহিতং চৈতন্যং বিশ্ব ইত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ।

তত্র হেতুমাহ—সূক্ষ্মেত্যাদি। সূক্ষ্মলিঙ্গশরীরাভিমানমপরিত্যজ্য স্থূলশরীরেষু প্রবিশ্য তত্তৎস্থূলশরীরেষু সর্ব্বেষু প্রত্যেকমহমহমিত্যভিমানবত্ত্বা-দ্বিশ্বত্বমিত্যর্থঃ।

অস্য বিশ্বচৈতন্যস্যাপ্যেষা তত্তচ্ছরীরব্যক্তিবিশেষলক্ষণা ব্যষ্টিঃ, সৈব স্থূলশরীরমিত্যর্থঃ।

অত্রাপ্যন্নবিকারবাহুল্যাদন্নময়ত্বং চৈতন্যাচ্ছাদকত্বাৎ কোষত্বং, ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলম্ভাৎ জাগ্রত্ত্বঞ্চ ক্রমেণ দর্শয়তি—অন্নেত্যাদি ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ স্থূলদেহের ব্যষ্টি অর্থাৎ প্রত্যেক স্থূলদেহে উপহিত চৈতন্যকে বিশ্ব কহে, যে হেতু সূক্ষ্ম-শরীর এই অভিমান পরিত্যাগ না করিয়াই সেই সেই স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বত্রই "অহং" এই অভিমানকে পোষণ করেন। বিশ্বচৈতন্যের এই ব্যষ্টিরূপ স্থূলশরীরও অন্নবিকারসম্ভূত বলিয়া

অন্নময় কোষ ও স্থূলদেহে ভোগ্য সুখদুঃখাদি ভোগের আয়তন বলিয়া জাগ্রৎ এই নামেও অভিহিত হয় ॥ ৭০ ॥

তদানীমেতৌ বিশ্ববৈশ্বানরৌ, দিগ্‌বাতার্কপ্রচেতো-হশ্বিভিঃ ক্রমান্নিয়ন্ত্রিতেন শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়পঞ্চকেন ক্রমাচ্ছব্দস্পর্শরূপরসগন্ধান্, অগ্নীন্দ্রোপেন্দ্র-যম-প্রজাপতিভিঃ ক্রমান্নিয়ন্ত্রিতেন বাগাদীন্দ্রিয়পঞ্চকেন ক্রমাদ্‌বচনাদান-গমনবিসর্গানন্দান্, চন্দ্রচতুর্ম্মুখশঙ্করাচ্যুতৈঃ ক্রমান্নিয়ন্ত্রি-তেন মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাখ্যেনান্তরিন্দ্রিয়-চতুষ্কেণ ক্রমাৎ সংশয়নিশ্চয়াহঙ্কার্য্যচৈত্তাংশ্চ সর্ব্বানেতান্ স্থূলবিষয়াননু-ভবতঃ "জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ" (মাণ্ডু° উ° ৩) ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৭১ ॥

টীকা ঃ—অধুনা জাগ্রদবস্থায়াং বিশ্ববৈশ্বানরয়োস্তত্তদ্দেবতাধিষ্ঠিত-শ্রোত্রাদিভিশ্চতুর্দ্দশভিঃ করণৈঃ শব্দাদিবিষয়গ্রহণপ্রকারং দর্শয়তি—তদানীমিত্যাদি।

অস্মিন্নর্থে শ্রুতিং সংবাদয়তি—জাগরিতেত্যাদি ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ ঃ—জাগ্রদবস্থাতে এই বিশ্ব ও বৈশ্বানর, দিক্ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত শ্রোত্র দ্বারা শব্দ, বায়ু কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ, অর্ক কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, প্রচেতা অর্থাৎ বরুণ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত রসনেন্দ্রিয় দ্বারা রস, অশ্বিনীকুমার-দ্বয় কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ উপলব্ধি করেন। এই বিশ্ব ও বৈশ্বানর, বহ্নি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বচন, ইন্দ্র

কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হস্ত দ্বারা গ্রহণ, উপেন্দ্র অর্থাৎ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত চরণ দ্বারা গমন, যম কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত পায়ু দ্বারা বিসর্গ অর্থাৎ মলত্যাগ এবং প্রজাপতি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত উপস্থ অর্থাৎ লিঙ্গ দ্বারা হর্ষ এই পাঁচটি স্থুল বাহ্যবিষয় অনুভব করেন। এই বিশ্ব ও বৈশ্বানর চন্দ্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তিস্বরূপ মনোদ্বারা সংশয়, চতুর্ম্মুখ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিস্বরূপ বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয়, শঙ্কর কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত অভিমানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিস্বরূপ অহঙ্কার দ্বারা অহঙ্কার্য্য এবং অচ্যুত কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিস্বরূপ চিত্ত দ্বারা চৈত্ত, এই সকল স্থূল বিষয় অনুভব করিয়া থাকেন। যে হেতু শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে—"জাগরিতস্থান বহিঃপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট" অর্থাৎ জাগ্রৎ নামক এই বিশ্ব ও বৈশ্বানর স্থূলবাহ্যবিষয়সমূহ ভোগ করেন॥ ৭১ ॥

অত্রাপ্যনয়োঃ স্থূলব্যষ্টিসমষ্ট্যোস্তদুপহিতয়োর্ব্বিশ্ব-বৈশ্বানরয়োশ্চ বনবৃক্ষবত্তদবচ্ছিন্নাকাশবচ্চ জলাশয়জল-বত্তদ্গতপ্রতিবিম্বাকাশবচ্চ বা পূর্ব্ববদভেদঃ।

এবং পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতেভ্যঃ স্থূলপ্রপঞ্চোৎপত্তিঃ ॥ ৭২॥

টীকা।—অনয়োর্ব্বিশ্ববৈশ্বানরয়োর্ব্বনবৃক্ষাবচ্ছিন্নাকাশদৃষ্টান্তেন জলা-শয়জলগতপ্রতিবিম্বাকাশদৃষ্টান্তেন চ পূর্ব্ববদভেদং সাধয়তি—অত্রাপীত্যাদি।

স্থূলপ্রপঞ্চোৎপত্তিমুপসংহরতি—এবমিত্যাদি ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ।—এ স্থানেও বনের সহিত তরুর ন্যায় অথবা

বনাবচ্ছিন্ন আকাশের সহিত বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় অথবা জলাশয়ের সহিত জলের ন্যায়, বা জলাশয়গত প্রতিবিম্বের সহিত জলাশয়গত আকাশের ন্যায় স্থূল ব্যষ্টির সহিত স্থূল সমষ্টির এবং তদুপহিত অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বিশ্বের সহিত বৈশ্বানরের অর্থাৎ স্থূলদেহের সমষ্টিগত চৈতন্যস্বরূপ বৈশ্বানরের সহিত স্থূল-দেহের ব্যষ্টিগত চৈতন্যস্বরূপ বিশ্বের কোন পার্থক্য নাই। এই প্রকারে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে স্থূল জগৎ-প্রপঞ্চের উদ্ভব হইয়াছে ॥ ৭২ ॥

এষাং স্থূলসূক্ষ্মকারণপ্রপঞ্চানাং সমষ্টিরেকো মহান্ প্রপঞ্চো ভবতি, যথা অবান্তরবনানাং সমষ্টিরেকং মহদ্-বনং, যথা বা অবান্তরজলাশয়ানাং সমষ্টিরেকো মহান্ জলাশয়ঃ।

এতদুপহিতং বিশ্ববৈশ্বানরাদীশ্বরপর্য্যন্তং চৈতন্যমপি অবান্তরবনাবচ্ছিন্নাকাশবদবান্তরজলাশয়গতপ্রতিবিম্বাকাশ-বচ্চ একমেব ॥ ৭৩ ॥

টীকা।—স্থূলসূক্ষ্মকারণপ্রপঞ্চানাং ব্যষ্টিভূতানাং প্রত্যেকবিবক্ষয়া-হবান্তরপ্রপঞ্চত্বমভিধায়েদানীং তেষাং সমষ্টেরেব মহাপ্রপঞ্চত্বং দর্শয়তি—এষামিত্যাদি।

তত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেত্যাদি। যথা ধবখদিরপলাশাদ্যবান্তরবনানাং সমষ্টিঃ সমুদায়বিবক্ষয়া একং মহদ্‌বনং ভবতি, যথা চ বাপীকূপতড়াগাদ্যবান্তর-জলাশয়ানাং সমুদায়বিবক্ষয়া একো মহান্ জলাশয়ো ভবতি, তথা স্থূলসূক্ষ্ম-কারণাবান্তরপ্রপঞ্চানাং সমুদায়ঃ একো মহান্ প্রপঞ্চো ভবতীত্যর্থঃ।

এতদবান্তরমহাপ্রপঞ্চোপহিতানাং বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞানাং বৈশ্বানরহিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতানাঞ্চাবান্তরবনাবচ্ছিন্নাকাশবৎ অবান্তরজলাশয়জলগতপ্রতিবিম্বাকাশবচ্চাভেদ ইত্যাহ—এতদুপহিতমিত্যাদি ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ।—যেরূপ ধবখদিরপলাশাদি অবান্তরবনসকলের সমষ্টি এক মহাবন অথবা বাপীকূপতড়াগাদি অবান্তরজলাশয়সকলের সমষ্টি এক মহাজলাশয় বলিয়া গণ্য হয়, তদ্রূপ এই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণদেহ ও প্রপঞ্চসমূহের সমষ্টিতে এক মহান্ প্রপঞ্চ হইয়া থাকে, তাহাই এই মহাজগৎপ্রপঞ্চ জানিবে। এই মহাপ্রপঞ্চ দ্বারা উপহিত বিশ্ব-বৈশ্বানর হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত চৈতন্যও অবান্তরবনবিশিষ্ট আকাশের ন্যায় ও অবান্তরজলাশয়গত প্রতিবিম্বাকাশের ন্যায় একই জানিবে অর্থাৎ অভিন্ন ॥ ৭৩ ॥

আভ্যাং মহাপ্রপঞ্চতদুপহিতচৈতন্যাভ্যাং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদবিবিক্তং সৎ অনুপহিতং চৈতন্যং 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছান্দো০উ০৩।১৪।১) ইতি মহাবাক্যস্য বাচ্যং ভবতি, বিবিক্তং সল্লক্ষ্যমপি ভবতি ॥ ৭৪ ॥

টীকা।- চৈতন্যপ্রপঞ্চয়োর্ভেদে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুত্যা বিরোধমাশঙ্ক্য পরিহরতি—আভ্যামিত্যাদি। উক্তমহৎপ্রপঞ্চ-তদবচ্ছিন্নচৈতন্যাভ্যাং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদন্যোহন্যতাদাত্ম্যাধ্যাসাপন্নং যদ্বস্তু শ্রুতং, তদবচ্ছিন্নং চৈতন্যং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি মহাবাক্যস্য বাচ্যং ভবতি, অন্যোহন্যতাদাত্ম্যাধ্যাসানাপন্নঞ্চ সৎ লক্ষ্যং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ।—সন্তপ্ত লৌহগোলকের ন্যায় অনুপহিত চৈতন্য এই মহাপ্রপঞ্চও তদুপহিত চৈতন্য হইতে পৃথক্ না হইয়া

'এই সমস্তই ব্রহ্ম' এই মহাবাক্যের বিষয়ীভূত হন, এবং বিবিক্ত অর্থাৎ চৈতন্য দ্বারা পরস্পর তাদাত্ম্য ও অধ্যাস প্রাপ্ত না হইয়া লক্ষ্য হইয়া থাকেন ॥ ৭৪ ॥

এবং বস্তুন্যবস্ত্বারোপোঽধ্যারোপঃ সামান্যেন প্রদর্শিতঃ ॥ ৭৫ ॥

টীকা ঃ—অধ্যারোপপ্রকরণমুপসংহরতি—এবমিত্যাদি ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ ঃ—এইরূপে বস্তুরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যপদার্থে অবস্তুভারোপ অর্থাৎ জগৎ-প্রপঞ্চের আরোপস্বরূপ অধ্যারোপ সামান্যভাবে প্রদর্শিত হইল ॥ ৭৫ ॥

ইদানীং প্রত্যগাত্মনি ইদমিদময়ময়মারোপয়তীতি বিশেষ উচ্যতে।

তথা চ—অতিপ্রাকৃতস্তু "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, স্বস্মিন্নিব স্বপুত্রেঽপি প্রেমদর্শনাৎ, পুত্রে পুষ্টে নষ্টে চ অহমেব পুষ্টো নষ্টশ্চেত্যাদ্যনুভবাচ্চ 'পুত্র আত্মা' ইতি বদতি ॥ ৭৬ ॥

টীকা ঃ—ঈশ্বরচৈতন্যে সামান্যতো মহাপ্রপঞ্চাধ্যারোপপ্রকারং সপ্রপঞ্চমভিধায়েদানীং প্রত্যগাত্মনি বিশেষাধ্যারোপপ্রকারং দর্শয়িতুমুপক্রমতে—ইদানীমিত্যাদিনা।

অধ্যারোপমেবাহ—ইদমিতি। প্রত্যক্ষাদিসন্নিহিতস্থাপত্যাদিধর্ম্মিণঃ ইদমা নির্দ্দেশঃ ক্রিয়তে। ইদমিদমিত্যাদেঃ বীপ্সা। তথা চ অতিস্থূল-

বুদ্ধিস্তু ইদমপত্যাদিকমেবাহং অয়ং পুত্র এবাহমিত্যন্তবাহ্যধর্ম্মান্ অবিশেষেণাত্মন্যধ্যারোপয়তীত্যর্থঃ।

অত্র শ্রুতিমাহ—আত্মেত্যাদি।

তত্র যুক্তিমাহ—স্বস্মিন্নিবেত্যাদি। যথা স্বশরীরে প্রেমদর্শনাদাত্মত্বভ্রমঃ, এবং স্বপুত্রাদীনাং শরীরেঽপি প্রেমদর্শনাৎ আত্মত্বভ্রম ইত্যর্থঃ।

অত্রানুরূপমনুভবমাচষ্টে—পুত্রে ইতি ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ।—অধুনা প্রত্যাগাত্মায় অর্থাৎ অপত্যাদিরূপ জীবচৈতন্যে 'এই আমি এই আমি' ইত্যাদিরূপ যে আরোপ করিয়া থাকে, তাহা বিশেষরূপে বলা যাইতেছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে সামান্য অধ্যারোপ বলা হইয়াছে, ইদানীং বিশেষ অধ্যারোপ প্রদর্শিত হইতেছে—অতি প্রাকৃত অর্থাৎ অবিবেকী ব্যক্তিগণ, নিজের জীবন যেরূপ প্রিয়, পুত্রও সেইরূপ প্রিয়, পুত্রের অভ্যুদয় বা বিনাশে নিজেরও অভ্যুদয় বিনাশ ইত্যাদি অনুভব করে বলিয়া "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" এই শ্রুতিপ্রমাণানুসারে "পুত্রই আত্মা" এইরূপ বলে ॥ ৭৬ ॥

চার্ব্বাকস্তু "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" (তৈ০উ০ ২।১।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, প্রদীপ্তগৃহাৎ স্বপুত্রং পরিত্যজ্যাপি স্বস্য নির্গমদর্শনাৎ, 'স্থূলোঽহং কৃশোঽহং' ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ, স্থূলশরীরমাত্মেতি বদতি ॥ ৭৭ ॥

টীকা।—এতদপেক্ষয়া বিশিষ্টবুদ্ধিঃ অন্যঃ কশ্চিদধিকারী স্বদেহমেবাত্মানং মন্যতে ইত্যাহ—চার্ব্বাকস্ত্বিতি।

অত্রাপি শ্রুতিমাহ—স বা ইত্যাদি।

পুত্রাদিশরীরস্যাত্মত্বাভাবে যুক্তিং দর্শয়ন্ পূর্ব্বোক্তাধিকারিণঃ সকাশাৎ স্বস্য বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি—প্রদীপ্তেত্যাদি।

দেহস্যাত্মত্বে অনুভবঞ্চ দর্শয়তি—স্থূলোঽহমিত্যাদি। ৭৭।

অনুবাদ।—চার্ব্বাকেরা "সেই এই পুরুষ অর্থাৎ আত্মা অন্নরসময়" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণানুসারে, প্রজ্বলিতগৃহ হইতে প্রাণরক্ষার জন্য পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াও বহির্গমন করে, এরূপ দেখা যায় বলিয়া, 'আমি স্থূল হইয়াছি, আমি কৃশ হইয়াছি' ইত্যাদি অনুভব করে বলিয়াও স্থূলদেহই আত্মা এইরূপ বলেন। ৭৭।

অপরশ্চার্ব্বাকস্তু "তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং সমেত্য ব্রূয়ুঃ" (ছান্দো০৫।১।৭) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, ইন্দ্রিয়াণামভাবে শরীরচলনাভাবাৎ, "কাণোঽহং বধিরোঽহং" ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ, ইন্দ্রিয়াণ্যাত্মেতি বদতি॥ ৭৮॥

টীকা।—ততোঽপ্যুৎকৃষ্টঃ কোঽপ্যধিকারী শ্রুতিযুক্ত্যনুভবেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণ্যাত্মেতি বদতীত্যাহ—অপর ইত্যাদি। ৭৮।

অনুবাদ।—অপর চার্ব্বাকগণ "সেই প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ প্রজাপতির সকাশে গিয়া বলিল" এই শ্রুতিপ্রমাণানুসারে, ইন্দ্রিয়সমূহের অভাবে শরীরের চালনাই অসম্ভব হয় বলিয়া এবং আমি অন্ধ, আমি বধির ইত্যাদি অনুভব হেতুক ইন্দ্রিয়সমূহই আত্মা, স্থূলশরীর নহে, এইরূপ বলেন। ৭৮।

অন্যস্তু চার্ব্বাকঃ "অন্যোহন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ" (তৈ০উ০২।২।১) ইত্যাদিশ্রুতেঃ, প্রাণাভাবে ইন্দ্রিয়-চলনাযোগাৎ, "অহমশনায়াবানহং পিপাসাবান্" ইত্যাদ্যনু-ভবাচ্চ, প্রাণ আত্মেতি বদতি ॥ ৭৯ ॥

টীকা ঃ—অতোহপ্যুত্তমোহধিকারী কশ্চিৎ শ্রুতিপ্রমাণানুভববলাৎ প্রাণ এবাত্মেত্যাহ—অন্যস্ত্বিতি ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ ঃ—মতান্তরাবলম্বী চার্ব্বাকগণ, "অন্যোহন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ" এই শ্রুতিপ্রমাণানুসারে, প্রাণের অভাবে ইন্দ্রিয়-সমূহের সঞ্চালন শক্তিরও অভাব হয় বলিয়া এবং "আমি ক্ষুধিত,-আমি পিপাসিত" এইরূপ অনুভব বশতঃ প্রাণই আত্মা, ইন্দ্রিয়-সমূহ নহে এইরূপ বলেন ॥ ৭৯ ॥

ইতরস্তু চার্ব্বাকঃ "অন্যোহন্তর আত্মা মনোময়ঃ" (তৈ০ উ০২।৩।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, মনসি সুপ্তে প্রাণাদে-রভাবাৎ, "অহং সঙ্কল্পবানহং বিকল্পবান্" ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ মন আত্মেতি বদতি ॥ ৮০ ॥

টীকা ঃ—ততো বিশিষ্টাধিকারী কশ্চিৎ স্বমতানুকূলশ্রুত্যাদিবলাৎ মন এবাত্মেত্যাহ—ইতরস্ত্বিতি ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ ঃ—অন্যমতবাদী চার্ব্বাকগণ "অন্যোহন্তর আত্মা মনোময়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে, মন সুপ্ত অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট হইলে প্রাণাদিরও ক্রিয়াভাব দর্শন হেতুক, এবং "আমিই

সঙ্কল্পবিশিষ্ট, আমিই বিকল্পবিশিষ্ট” ইত্যাদিরূপ অনুভব হয় বলিয়া মনই আত্মা, প্রাণাদি নহে, এইরূপ বলেন ॥ ৮০ ॥

বৌদ্ধস্তু “অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ” (তৈ০উ০-২।৪।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, কর্ত্তুরভাবে করণস্য শক্ত্যভাবাৎ, “অহং কর্ত্তা” “অহং ভোক্তা” ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ, বুদ্ধিরাত্মেতি বদতি ॥ ৮১ ॥

টীকা :—উক্তেভ্যঃ পঞ্চভ্যো বিলক্ষণঃ কশ্চিদ্বিজ্ঞানবাদী শ্রুত্যাদিভির্ব্বিজ্ঞানমাত্মেত্যাহ—বৌদ্ধস্ত্বিতি ॥৮১ ॥

অনুবাদ :—বুদ্ধমতাবলম্বি “অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণানুসারে কর্ত্তার অভাবে করণের অর্থাৎ মনের শক্তির অভাব বশতঃ এবং “আমি কর্ত্তা” “আমি ভোক্তা” ইত্যাদি অনুভব হেতুক “বুদ্ধিই আত্মা” এইরূপ বলেন, পুত্র, শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন কেহই আত্মা নহে ॥ ৮১ ॥

প্রাভাকরতার্কিকৌ তু “অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” (তৈ০উ০২।৫।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, সুষুপ্তৌ বুদ্ধ্যাদীনামজ্ঞানে লয়দর্শনাৎ, “অহমজ্ঞঃ” ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ, অজ্ঞানমাত্মেতি বদতঃ ॥ ৮২ ॥

টীকা :—উক্তেভ্যোঽতিরিক্তৌ প্রাভাকরতার্কিকৌ স্বমতোপযোগিশ্রুত্যাদিবলাৎ অজ্ঞানমাত্মেতি বদত ইত্যাহ—প্রাভাকরেত্যাদি ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ :—প্রাভাকর ও তার্কিক সম্প্রদায়, “অন্যোঽন্তর

আত্মা আনন্দময়ঃ” এই শ্রুতিবাক্যানুসারে সুষুপ্তিসময়ে বুদ্ধ্যাদি অজ্ঞানে লীন হইয়া থাকে, এইরূপ দেখা যায় বলিয়া ও ‘আমি অজ্ঞ’ অর্থাৎ আমি কিছুই জানি না ইত্যাদি অনুভব হওয়া হেতু দেহ-বুদ্ধ্যাদি আত্মা নহে, অজ্ঞানই আত্মা এইরূপ বলেন ॥ ৮২ ॥

ভাট্টস্তু “প্রজ্ঞান-ঘন এবানন্দময় আত্মা” (মুণ্ডু০উ০৫।৪) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, সুষুপ্তৌ প্রকাশাপ্রকাশসদ্ভাবাৎ “মামহং ন জানামি” ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ, অজ্ঞানোপহিতং চৈতন্য-মাত্মেতি বদতি ॥ ৮৩ ॥

টীকা ।—অজ্ঞানাবচ্ছিন্নং চৈতন্যমাত্মেত্যাহ—প্রজ্ঞানঘন ইত্যাদি ॥৮৩॥

অনুবাদ ।—ভট্টগণ “প্রজ্ঞানঘনই আনন্দময় আত্মা” এই শ্রুতিপ্রমাণানুসারে, সুষুপ্তিসময়ে প্রকাশ অপ্রকাশ উভয়ই বর্ত্তমান থাকে বলিয়া অর্থাৎ ঐ সময়ে সমস্ত লীন হইলে অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের স্বপ্রকাশ হয় বলিয়া ও “আমাকে আমি জানি না” এইরূপ অনুভব হওয়া হেতুকও অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যই আত্মা, শরীর-জ্ঞানাদি আত্মা হইতে পারে না, এইরূপ বলেন ॥৮৩॥

অপরো বৌদ্ধঃ “অসদেবেদমগ্র আসীৎ” (ছান্দো০-উ০৬।২।১) ইত্যাদিশ্রুতেঃ সুষুপ্তৌ সর্ব্বাভাবাৎ “অহং সুপ্তঃ সুষুপ্তৌ নাসম্” ইত্যুত্থিতস্য স্বাভাবপরামর্শবিষয়ানু-ভবাচ্চ, শূন্যমাত্মেতি বদতি ॥ ৮৪ ॥

টীকা ।—বৌদ্ধৈকদেশী কশ্চিৎ শ্রুত্যাদিভিঃ শূন্যমাত্মেতি বদতীত্যাহ—অপর ইত্যাদি ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ।—বৌদ্ধমতাবলম্বী অপর কেহ "এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎই ছিল" এই শ্রুতিবাক্যানুসারে সুষুপ্তি সময়ে সকলেরই অভাব হয় অর্থাৎ কিছুই বোধ হয় না বলিয়া এবং "আমি নিদ্রিত হইয়াছিলাম, সুষুপ্তিকালে ছিলাম না অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ববোধই ছিল না" নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির আপনার অভাববোধ-বিষয়ে এইরূপ অনুভব হওয়া হেতুক দেহাদি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য পর্য্যন্ত আত্মা হইতে পারে না, শূন্যই আত্মা, এইরূপ বলেন ॥৮৪॥

এতেষাং পুত্রাদীনাং শূন্যপর্য্যন্তানামনাত্মত্বমুচ্যতে। এতৈরতিপ্রাকৃতাদিবাদিভিরুক্তেষু শ্রুতিযুক্ত্যনুভবা-ভাসেষু পূর্ব্বপূর্ব্বোক্ত-শ্রুতিযুক্ত্যনুভবাভাসানামুত্তরোত্তর-শ্রুতিযুক্ত্যনুভবাভাসৈরাত্মত্ববাধদর্শনাৎ, পুত্রাদীনামনাত্মত্বং স্পষ্টমেবেতি ॥ ৮৫ ॥

টীকা।—অধুনা পুত্রাদিশূন্যপর্য্যন্তানামাত্মত্বপ্রতিপাদকশ্রুত্যাদেরা-ভাসমাত্রত্বাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বমতস্যোত্তরোত্তরমতবাধ্যত্বাচ্চ দৃশ্যত্বজড়ত্বাদিহেতু-কদম্বকৈশ্চ অনাত্মত্বং প্রসিদ্ধমেবেতি প্রতিপাদয়িতুং প্রতিজানীতে—এতেষামিত্যাদি।

পুত্রাদ্যাত্মত্ববাদিনামতিমন্দাধিকারিত্বাৎ তৎপ্রতিপাদিতশ্রুত্যাদেরপি পূর্ব্বপূর্ব্বস্যোত্তরোত্তরবাধ্যত্বাচ্চ পুত্রাদিশূন্যান্তানামনাত্মত্বং প্রসিদ্ধমেবেতি প্রতিজ্ঞাতমেবার্থং প্রকটয়তি—এতৈরিত্যাদি ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ।—এই সমস্ত পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত অর্থাৎ পুত্র, শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অজ্ঞান, অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য

ও শূন্য এই সমস্ত অনাত্ম বলিয়াই কথিত হয় অর্থাৎ ইহারা আত্মা নহে। এই সকল অতি মূঢ়মতি বাদিগণ কর্ত্তৃক কথিত শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবের আভাসসমূহে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবাভাসসমূহের উত্তরোত্তর শ্রুতি যুক্তি ও অনুভবাভাসসমূহের দ্বারা আত্মত্ব স্থাপনে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় দেখিয়া পুত্রাদির অনাত্মত্ব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। অর্থাৎ প্রথমোক্ত "পুত্রই আত্মা" এই মতাবলম্বী মূঢ়মতি বাদীর শ্রুতি-যুক্ত্যাদি দ্বারা উত্থাপিত পুত্রের আত্মত্ব, তৎপরকথিত চার্ব্বাক-দিগের শ্রুতিযুক্ত্যাদি দ্বারা, এই প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমস্ত মত উত্তরোত্তর উক্ত শ্রুতি-যুক্তি-অনুভবাদি দ্বারা খণ্ডিত হওয়ায় পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত সকলেরই অনাত্মত্ব স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইতেছে ॥ ৮৫ ॥

কিঞ্চ "প্রত্যগস্থূলো অচক্ষুরপ্রাণঃ অমনা অকর্ত্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সৎ" ইত্যাদি প্রবলশ্রুতিবিরোধাৎ, অস্য পুত্রাদিশূন্যপর্য্যন্তস্য জড়স্য চৈতন্যভাস্যত্বেন ঘটাদিবৎ অনিত্যত্বাৎ "অহং ব্রহ্ম" (বৃ০উ০১।৪।১০) ইতি বিদ্বদনু-ভবপ্রাবল্যাচ্চ, তত্তচ্ছ্রুতিযুক্ত্যনুভবাভাসানাং বাধিতত্বা-দপি, পুত্রাদিশূন্যপর্য্যন্তমখিলমনাত্মৈব ॥ ৮৬ ॥

টীকা।—ননু পুত্রাদিশূন্যপর্য্যন্তানামনাত্মত্বে সিদ্ধে কস্তর্হ্যহংপ্রত্যয়-বিষয় আত্মা? ইত্যাশঙ্ক্যাস্থূলাদিনিষেধবাক্যজাতবোধিতং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ০উ০২।১।১) ইত্যাদিবিধিবাক্যকোটিবোধিতং যৎ সত্যজ্ঞানানন্তা-নন্দাদ্বয়ং ব্রহ্ম তদেবাহমালম্বনমিতি প্রবলশ্রুতিযুক্ত্যনুভবৈঃ প্রতিপাদয়িতুমাহ

—কিঞ্চেত্যাদি। অস্থূলাদিপ্রবলশ্রুতিবাক্যৈঃ পুত্রাদিশূন্যপর্য্যন্তাত্মাতিরিক্তাত্মস্বরূপপ্রতিপাদনাৎ পুত্রাদীনাং জড়ত্বাদিহেতুভিরনাত্মত্বমিত্যর্থঃ।

অস্মিন্নর্থে প্রবলবিদ্বদনুভবং প্রমাণয়তি—অহমিত্যাদি।

পুত্রাদিশ্রুত্যাদীনাং দৌর্ব্বল্যং দর্শয়তি—তত্তদিত্যাদি ॥ ৮৬॥

অনুবাদ ঃ—আরও প্রত্যগাত্মা অস্থূল, অনেত্র, অপ্রাণ, অমনা, অকর্ত্তা, চৈতন্য, চিন্মাত্র ও সৎস্বরূপ, এই প্রবল শ্রুতি-বাক্যের বিরোধ বশতঃ, পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত জড় পদার্থ-সমূহ চৈতন্যের ভাস্য অর্থাৎ চৈতন্যের দ্বারাই উদ্ভাসিত হয় বলিয়া ঘটাদির ন্যায় অনিত্যতা বশতঃ, এবং "আমিই ব্রহ্ম" জ্ঞানিবর্গের এই প্রকার প্রবল অনুভব বশতঃ পূর্ব্বকথিত শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবাভাস-সমূহ বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত কিছুই আত্মা নহে, ইহা সম্যক্ অনুভূত হইতেছে, সুতরাং অধিক বলিবার আবশ্যক নাই ॥ ৮৬॥

অতস্তত্তদ্ভাসকং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবং প্রত্যক্-চৈতন্যমেবাত্মতত্ত্বমিতি বেদান্তবিদনুভবঃ ॥ ৮৭ ॥

টীকা।—যতঃ পুত্রাদীনাং জড়ত্বাদিহেতুভিরনাত্মত্বম্, অতঃ পুত্রাদি-ভাসকং নিত্যশুদ্ধত্বাদিস্বরূপমেবাত্মবস্তু ইত্যর্থঃ। নন্বিদং বিরুদ্ধং যৎ পুত্রাদীনামাত্মত্বপ্রতিপাদকশ্রুতীনামপ্রামাণ্যং অস্থূলাদিশ্রুতীনাং প্রামাণ্য-মিতি, ন হি বেদান্তবাক্যেষু কেষাঞ্চিদপ্রামাণ্যং কেষাঞ্চিৎ প্রামাণ্যম্ ইতি শক্যং প্রতিপাদয়িতুম্, এবঞ্চেৎ পুত্রাদিশ্রুতীনাং প্রামাণ্যম্ অস্থূলাদিশ্রুতী-নামপ্রামাণ্যমিতি বৈপরীত্যং কিং ন স্যাৎ বেদবাক্যত্বাবিশেষাৎ? কিং কেষাঞ্চিদ্‌বেদান্তবাক্যানামপ্রামাণ্যং কেষাঞ্চিৎ প্রামাণ্যমিতি প্রতিপাদনার্থ-

মিদং প্রকরণমারব্ধম্? অতঃ কথং নির্ণয়ঃ? ইতি চেৎ উচ্যতে—পুত্রাদিশ্রুতীনাং সর্ব্বথৈব প্রামাণ্যং নাস্তীতি ন নিষিধ্যতে, কিন্তু অস্থূলাদিপ্রবলশ্রুতিস্মৃতিন্যায়বিরোধাৎ স্বার্থে তাৎপর্য্যাভাবাৎ তেষাং স্থূলারুন্ধতীন্যায়েন পূর্ব্বপূর্ব্বনিরাকরণদ্বারা সূক্ষ্মসূক্ষ্মবস্তূপদেশে তাৎপর্য্যমিত্যেতাবদেব প্রতিপাদ্যতে। তথাহি "ধ্রুবমরুন্ধতীঞ্চ দর্শয়তি" (গোভি০গৃ০সূ০২।৩।৮।১০) (পারস্কর০গৃ০সূ০১।৮।১৯, আশ্বলা০গৃ০সূ০১।৭।২২) ইতি বিধিবলাৎ বরবধ্বোররুন্ধতীদর্শনে প্রাপ্তে পরমসূক্ষ্মরূপায়া অরুন্ধত্যাঃ প্রথমকক্ষায়ামেব প্রতিপত্তুমশক্যত্বাৎ প্রথমং চন্দ্রজ্যোতীরূপারুন্ধতীত্যুচ্যতে, ততশ্চন্দ্রভিন্না তারকাঽরুন্ধতীত্যুচ্যতে, ততশ্চেতরতারকাভিন্না সপ্ততারকাত্মিকারুন্ধতীত্যুচ্যতে, তদনন্তরমিতরতারকাচতুষ্টয়ভিন্না তারকাত্রিতয়াত্মিকেত্যুচ্যতে, ততস্তন্মধ্যতারকেত্যুচ্যতে, ততস্তৎসমীপবর্ত্তিনী পরমসূক্ষ্মারুন্ধতীত্যুচ্যতে। ন চৈতাবতা এতেষাং পঞ্চানাং বাক্যানাং পরস্পরবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকত্বেন অপ্রামাণ্যং শক্যং প্রতিপাদয়িতুং, কিন্তু প্রতিপত্তৃবুদ্ধ্যনুসারেণ সোপানক্রমবৎ পূর্ব্বপূর্ব্বনিরাকরণদ্বারা সূক্ষ্মারুন্ধতীপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্যম্। তদ্বদত্রাপি অন্নময়ঃ প্রাণময়ঃ মনোময়ঃ বিজ্ঞানময়ঃ আনন্দময়ঃ আত্মা "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈ০উ০২।৫।১) ইতি পুচ্ছব্রহ্মপর্য্যবসিতানাং পঞ্চকোষবাক্যানামপি পরস্পরবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকত্বেঽপি প্রতিপত্তৃবুদ্ধ্যনুসারেণ সোপানক্রমবৎ পূর্ব্বপূর্ব্বনিরাকরণদ্বারা পরমসূক্ষ্মপুচ্ছব্রহ্মপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্যম্। তস্মাৎ সর্ব্বেষাং বেদবাক্যানাং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা অদ্বিতীয়বস্তুপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্যাৎ প্রামাণ্যাবিরোধঃ ইতি সংক্ষেপঃ॥ ৮৭॥

অনুবাদ।—এ জন্য বেদান্তাভিজ্ঞগণের অনুভবসিদ্ধ মত এই যে, পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত সকলেরই অবভাসক, নিত্য,

শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বভাববিশিষ্ট যে প্রত্যক্‌চৈতন্য, তাহাই আত্মতত্ত্ব ॥ ৮৭ ॥

এবমধ্যারোপঃ ॥ ৮৮ ॥

টীকা।—বিশেষাধ্যারোপপ্রকরণমুপসংহরতি—এবমিত্যাদি ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ।—ইহাই অধ্যারোপ অর্থাৎ বস্তুতে অবস্তুর আরোপই অধ্যারোপ ॥ ৮৮ ॥

অপবাদো নাম—রজ্জুবিবর্ত্তস্য সর্পস্য রজ্জুমাত্রত্ববৎ, বস্তুবিবর্ত্তস্যাবস্তুনোঽজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্চস্য বস্তুমাত্রত্বং, তদুক্তম্,—"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ ॥" ইতি ॥ ৮৯ ॥

টীকা।—আত্মবস্তুনি মিথ্যাপ্রপঞ্চস্য সামান্যতো বিশেষতশ্চ অধ্যারোপপ্রকারং সপ্রপঞ্চমভিধায় ইদানীং তদপবাদপ্রকারং বক্তুমারভতে—অপবাদ ইতি। অসঙ্গোদাসীনে পরমাত্মবস্তুনি তদ্বিবর্ত্তভূতাজ্ঞানাদিমিথ্যাপ্রপঞ্চস্য চিদ্বস্তুমাত্রাবশেষতয়া অবস্থানমেব অপবাদ ইতি বক্তুং প্রথমং লৌকিকং দৃষ্টান্তমাহ—রজ্জুবিবর্ত্তস্যেতি। রজ্জুস্বরূপাপরিত্যাগেন সর্পাকারেণ ভাসমানস্য রজ্জুবিবর্ত্তস্য অপবাদঃ নাশো নাম অধিষ্ঠানরজ্জুমাত্রতয়া অবস্থানবৎ চিদ্বিবর্ত্তস্য অজ্ঞানাদিপ্রপঞ্চস্য নাশো নাম চিন্মাত্রত্বেনাবস্থানমিত্যর্থঃ। অত্র যথাস্বরূপেণাবস্থিতস্য বস্তুনঃ অন্যথাভাবো দ্বিধা ভবতি, পরিণামভাবো বিবর্ত্তভাবশ্চেতি। তত্র পরিণামভাবো নাম বস্তুনো যথার্থতঃ স্বস্বরূপং পরিত্যজ্য স্বরূপান্তরাপত্তিঃ, যথা দুগ্ধমেব স্বস্বরূপং পরিত্যজ্য দধ্যাকারেণ পরিণমতে। বিবর্ত্তভাবস্তু বস্তুনঃ স্বস্বরূপাপরিত্যাগেন স্বরূপান্তরেণ মিথ্যাপ্রতীতিঃ, যথা রজ্জুঃ স্বস্বরূপাপরিত্যাগেন

সর্পাকারেণ মিথ্যা প্রতিভাসতে। অত্র বেদান্তে ব্রহ্মণি প্রপঞ্চভানস্য পরিণামভাবো নাঙ্গীক্রিয়তে, দুগ্ধাদিবৎ ব্রহ্মণোঽপি বিকারিত্বপ্রসঙ্গাদ-নিত্যত্বাদিদোষাপত্তেঃ। বিবর্ত্তভাবাঙ্গীকারে তু নায়ং দোষঃ, ব্রহ্মণি প্রপঞ্চভানস্য মিথ্যাত্বেন বিকারিত্বাভাবাৎ। তদুক্তম্—"অধিষ্ঠানাবশেষো হি নাশঃ কল্পিতবস্তুনঃ" (সূতসংহিতা ৪।২৮) ইতি। তস্মাৎ চিদ্বিবর্ত্তস্য প্রপঞ্চস্য চিন্মাত্রাবস্থানমেব অপবাদ ইতি ভাবঃ।

অস্মিন্নর্থে গ্রন্থান্তরসংবাদং দর্শয়তি—তদুক্তমিতি ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ।—আত্মারূপ সত্যবস্তুতে মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চের আরোপ সবিস্তারে দেখাইয়া এক্ষণে তাহার অপবাদ দেখাইতে-ছেন—রজ্জুবিবর্ত্তরূপ সর্পের রজ্জুমাত্রাবশেষের ন্যায় অর্থাৎ রজ্জু নিজস্বরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়াও সর্পাকারে প্রতিভাত হইয়া, পরে সেই সর্পভ্রান্তি দূর হইলে যেমন নিজ রজ্জুরূপেতেই অবস্থিত হয়, তদ্রূপ বস্তুবিবর্ত্ত অবস্তুরূপ যে অজ্ঞানাদিপ্রপঞ্চ, তাহার বস্তুমাত্র-তাই অপবাদ অর্থাৎ অনাসক্ত উদাসীন ব্রহ্মরূপ যথার্থ বস্তুতে যে অবস্তুরূপ অজ্ঞানাদি প্রপঞ্চ, তাহার নিবারণ হইয়া পুনরায় ব্রহ্ম-রূপবস্তুজ্ঞানই অপবাদ বলিয়া কথিত হয়। স্বরূপাবস্থিত বস্তুর দুই প্রকারে অন্যথাভাব হয়, প্রথম পরিণামভাব, দ্বিতীয় বিবর্ত্তভাব, তাহার মধ্যে কোন বস্তুর যথার্থ স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপান্তরে পরিণতির নাম পরিণামভাব, যেমন দুগ্ধ নিজ রূপ পরিত্যাগ করিয়া দধিরূপে পরিণত হয়। আর বিবর্ত্তভাব বলিতে কোন বস্তু নিজ যথার্থরূপ পরিত্যাগ না করিয়াও ভ্রান্তি বশতঃ লোকচক্ষুতে রূপান্তরে আভাসমানত্ব, যেমন রজ্জু নিজস্বরূপ

পরিত্যাগ না করিয়াও ভ্রান্তিবশতঃ সর্পরূপে প্রতীত হয়। এ স্থলে ব্রহ্মে ভ্রান্তি বশতঃ জগৎপ্রপঞ্চের আরোপ বিবর্ত্তভাব। দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতির ন্যায় ব্রহ্মবস্তুতে জগৎপ্রপঞ্চভানের পরিণামভাব স্বীকার করিলে বিকারিত্বপ্রসঙ্গ বশতঃ ব্রহ্মের অনিত্যতাদি দোষ ঘটে বলিয়া বেদান্তশাস্ত্র পরিণামভাব স্বীকার করেন না, বিবর্ত্তভাবই স্বীকার করেন। শাস্ত্রান্তরেও উক্ত হইয়াছে—তত্ত্বের সহিত যে অন্যথা-প্রথা অর্থাৎ বস্তুবিশেষের যথার্থভাবে যে রূপান্তরে পরিণতি, তাহাই বিকার বলিয়া কথিত হয়; আর তত্ত্বরহিতের যে অন্যথা-প্রথা অর্থাৎ যথার্থভাবে যাহার রূপান্তর হয় না, ভ্রান্তি বশতঃ রূপান্তর বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহাই বিবর্ত্ত। ৮৯।

তথা হি খলু উচ্যতে, যথা এতৎ ভোগায়তনং চতুর্ব্বিধস্থূলশরীরজাতম্, এতদ্ভোগ্যরূপান্নপানাদিকম্, এতদাশ্রয়ভূতভূরাদিচতুর্দ্দশভুবনানি, এতদাশ্রয়ভূতং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ এতৎসর্ব্বমেতেষাং কারণরূপপঞ্চীকৃতভূতমাত্রং ভবতি।

এতানি শব্দাদিবিষয়সহিতানি পঞ্চীকৃতভূতজাতানি সূক্ষ্মশরীরজাতঞ্চ এতৎ সর্ব্বমেতেষাং কারণরূপমপঞ্চীকৃতভূতমাত্রং ভবতি। এতানি সত্ত্বাদিগুণসহিতানি অপঞ্চীকৃতপঞ্চভূতানি উৎপত্তিব্যুৎক্রমেণ এতৎকারণভূতাজ্ঞানোপহিতচৈতন্যমাত্রং ভবতি।

এতদজ্ঞানমজ্ঞানোপহিতং চৈতন্যঞ্চ ঈশ্বরাদিকং এতদাধারভূতানুপহিতচৈতন্যরূপং তুরীয়ং ব্রহ্মমাত্রং ভবতি ॥ ৯০ ॥

টীকা ।—সামান্যতো দর্শিতামপবাদপ্রক্রিয়াং বিস্তরেণ প্রতিপাদয়িতুং প্রতিজানীতে—তথাহীতি। স্থূলসূক্ষ্মকারণপ্রপঞ্চানাম্ উৎপত্তিবৈপরীত্যেন তত্তৎকারণরূপেণাবস্থানমেব অপবাদ ইত্যাহ—এতদ্‌ভোগায়তনমিতি। এতৎ স্থূলশরীরং স্বাশ্রয়ব্রহ্মাণ্ডসহিতং স্বকারণভূতেষু পঞ্চীকৃতেষু পঞ্চমহাভূতেষু লীনং সৎ তন্মাত্রতয়া অবতিষ্ঠতে। তানি চ পঞ্চীকৃতানি ভূতানি শব্দাদিসহকৃতানি সপ্তদশাবয়বাত্মকলিঙ্গশরীরাণি স্বকারণেষু অপঞ্চীকৃতভূতেষু লীনানি ভবন্তি। তানি অপঞ্চীকৃতানি সত্ত্বাদিগুণসহিতানি স্বকারণাজ্ঞানোপহিতচৈতন্যে লীনানি ভবন্তি।

তচ্চ অজ্ঞানং তদুপহিতচৈতন্যং সর্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টঞ্চ স্বাধারভূতানুপহিতচৈতন্যে লীনং ভবতি, চৈতন্যমেবাবশিষ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ।—অপবাদপ্রক্রিয়া সামান্যভাবে বলিয়া এক্ষণে বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—ভোগায়তনস্বরূপ জরায়ুজাদি এই চতুর্বিবধ স্থূলশরীর, ভোগ্যস্বরূপ অন্নপানাদি, ইহাদের আশ্রয়স্বরূপ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবন, এবং এই সকলের আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড, এই সকলই ইহাদের কারণস্বরূপ পঞ্চীকৃত ভূতমাত্র অর্থাৎ স্বাশ্রয় ব্রহ্মাণ্ডসহিত এই স্থূলশরীর, অন্নপানাদি, ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবন এই সমস্তই পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতে লীন হইয়া তন্মাত্ররূপে অবস্থিত আছে। শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ার্থসমূহের সহিত এই পঞ্চীকৃতভূতসমূহ সপ্তদশ অবয়বাত্মক সূক্ষ্ম বা

লিঙ্গশরীর এই সমস্তই ইহাদের কারণস্বরূপ অপঞ্চীকৃতভূতমাত্র অর্থাৎ ইহারা অপঞ্চীকৃতভূতে লীন হইয়া থাকে। সত্ত্বাদিগুণ-ত্রয়ের সহিত এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত উৎপত্তির বৈপরীত্য-ক্রমে অর্থাৎ পর পর ভূত পূর্ব্বপূর্ব্বভূতে লীন হইতে হইতে ইহাদের কারণস্বরূপ অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যে লীন হয়। এই অজ্ঞান, অজ্ঞানোপহিত ঈশ্বরাদিচৈতন্য, ইহাদের আধারভূত অনুপহিত চৈতন্যরূপ তুরীয় ব্রহ্মমাত্র। ইহা দ্বারা বুঝা যাই-তেছে যে, স্থূলাদি করিয়া ঈশ্বরাদি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই পরিশেষে ব্রহ্মমাত্র পদার্থেই পরিণত হয় ॥ ৯০ ॥

আভ্যামধ্যারোপাপবাদাভ্যাং তত্ত্বংপদার্থশোধনমপি সিদ্ধং ভবতি। তথাহি—অজ্ঞানাদিসমষ্টিঃ, এতদুপহিতং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টং চৈতন্যং, এতদনুপহিতং চৈতন্যঞ্চৈ-তত্ত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদেকত্বেনাবভাসমানং তৎপদবাচ্যার্থো ভবতি। এতদুপাধ্যুপহিতাধারভূতমনুপহিতং চৈতন্যং তৎপদলক্ষ্যার্থো ভবতি।

অজ্ঞানাদিব্যষ্টিঃ, এতদুপহিতাল্পজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যং, এতদনুপহিতং চৈতন্যঞ্চৈতত্ত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদেকত্বেনাব-ভাসমানং ত্বংপদবাচ্যার্থো ভবতি। এতদুপাধ্যুপহিতাধার-ভূতমনুপহিতং প্রত্যগানন্দরূপং তুরীয়ং চৈতন্যং ত্বংপদলক্ষ্যার্থো ভবতি ॥ ৯১ ॥

টীকা ;—ফলিতমাহ—আভ্যামিত্যাদি।

তত্ত্বংপদার্থশোধনপ্রকারং প্রতিজানীতে—তথাহীত্যাদি। অজ্ঞানং তদবচ্ছিন্নেশ্বরচৈতন্যং তদনুপহিতচৈতন্যঞ্চ এতত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদ্ অন্যোন্য-তাদাত্ম্যাধ্যাসেন একত্বেন প্রতীয়মানং সৎ তৎপদবাচ্যার্থো ভবতীত্যর্থঃ।

তৎপদলক্ষ্যার্থমাহ—এতদিত্যাদি। অজ্ঞানাবচ্ছিন্নেশ্বরচৈতন্যস্যাধার-ভূতং যদনুপহিতচৈতন্যং তৎ তাভ্যাং বিবিক্তং সৎ ভেদবিবক্ষয়া তৎপদ-লক্ষ্যার্থো ভবতীত্যর্থঃ।

ত্বংপদবাচ্যার্থমাহ—অজ্ঞানাদীত্যাদি। ব্যষ্টিভূতমজ্ঞানং যদন্তঃকরণং, তদবচ্ছিন্নং জীবচৈতন্যং, তদনুপহিতচৈতন্যঞ্চ ইতি এতত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ পরস্পরতাদাত্ম্যাধ্যাসেনাভেদবিবক্ষয়া ত্বংপদবাচ্যার্থো ভবতীত্যর্থঃ।

ত্বংপদলক্ষ্যার্থমাহ—এতদিত্যাদি। অন্তঃকরণোপহিতচৈতন্যত্রয়স্যাধার-ভূতং যদনুপহিতং প্রত্যগানন্দং তুরীয়ং চৈতন্যং তৎ ত্বংপদলক্ষ্যার্থো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৯১॥

অনুবাদ।—এই অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা "তৎ" ও "ত্বং" এই পদার্থদ্বয়ের শোধন অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানও সিদ্ধ হয়। যথা—তৎ ও ত্বং পদের প্রত্যেকেরই বাচ্য ও লক্ষ্য এই দ্বিবিধ অর্থ হয়। এখানে অজ্ঞানাদির সমষ্টি অর্থাৎ অজ্ঞান, সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহের সমষ্টি এবং তদুপহিত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-বিশিষ্ট চৈতন্য অর্থাৎ ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ চৈতন্য এবং ঐ দ্বয়ের আশ্রয়ভূত অনুপহিতচৈতন্য অর্থাৎ স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিত অক্ষরশব্দবাচ্য চিন্মাত্র তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য এই তিন পদার্থ পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাসের দ্বারা তপ্তলৌহপিণ্ডবৎ অবিবিক্ত অর্থাৎ একরূপে প্রতীয়মান হইয়া তৎপদের বাচ্যার্থ হয়, আর এই সকল উপাধি দ্বারা উপহিত অর্থাৎ

অজ্ঞানাদির সমষ্টিরূপ উপাধি দ্বারা উপহিত ঈশ্বরচৈতন্যের আধার-ভূত, সত্তাস্ফূর্ত্তিজনকহেতু অনুস্যূত চিৎসদানন্দদ্বয়াত্মক অনুপহিত তুরীয়ব্রহ্মচৈতন্য তৎপদের লক্ষ্যার্থ। অজ্ঞানাদির ব্যষ্টি অর্থাৎ অজ্ঞান সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহের ব্যষ্টি এবং তদুপহিত অল্পজ্ঞত্বাদি-বিশিষ্ট চৈতন্য অর্থাৎ প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্বচৈতন্য এবং অনুপ-হিত চৈতন্য এই তিনটি তপ্তলৌহপিণ্ডের ন্যায় পরস্পর তাদাত্ম্যা-ধ্যাস দ্বারা একইরূপে প্রতীয়মান হইয়া "ত্বং" পদের বাচ্যার্থ হয়, এবং অজ্ঞানাদির ব্যষ্টিরূপ উপাধি দ্বারা উপহিত প্রাজ্ঞাদি চৈতন্য-ত্রয়ের আশ্রয়ভূত যে অনুপহিত প্রত্যগানন্দস্বরূপ অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, তদ্ধর্ম্ম জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থা হইতে বিলক্ষণ ও তৎসাক্ষী যে তুরীয়ব্রহ্মচৈতন্য, তিনিই "ত্বং" পদের লক্ষ্যার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন ॥ ৯১ ॥

অথ মহাবাক্যার্থো বর্ণ্যতে। ইদং "তত্ত্বমসি" (ছান্দো উ০ ৬।৮।৭) বাক্যং সম্বন্ধত্রয়েণ অখণ্ডার্থবোধকং ভবতি।

সম্বন্ধত্রয়ং নাম—পদয়োঃ সামানাধিকরণ্যং, পদার্থয়ো-র্ব্বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ, প্রত্যগাত্মপদার্থয়োর্লক্ষ্যলক্ষণভাব-শ্চেতি। যদুক্তং, "সামানাধিকরণ্যঞ্চ বিশেষণবিশেষ্যতা। লক্ষ্যলক্ষণসম্বন্ধঃ পদার্থপ্রত্যগাত্মনাম্ ॥" ইতি ॥ ৯২ ॥

টীকা ঃ—পদার্থমভিধায় বাক্যার্থং বক্তুমুপক্রমতে—অথেত্যাদি।

ননু জীবেশ্বরয়োঃ কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টয়োরত্যন্তবিলক্ষণয়োঃ তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যানি পরস্পরবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকানি কথমখণ্ডৈকরসং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি? ইত্যাশঙ্ক্য সাক্ষাদৈক্যপ্রতিপাদকত্বাভাবেঽপি লক্ষণয়া

সম্বন্ধত্রয়েণাখণ্ডৈকার্থং প্রতিপাদয়ন্তীত্যাহ—ইদমিত্যাদি। সম্বন্ধত্রয়-স্বরূপমাহ—সম্বন্ধত্রয়মিত্যাদি। পদার্থপ্রত্যগাত্মনাং সম্বন্ধত্রয়সদ্ভাবে বৃদ্ধসম্মতিমাহ—তদুক্তমিত্যাদি॥ ৯২॥

অনুবাদ।—এক্ষণে মহাবাক্যার্থ বিবৃত হইতেছে।—এই "তত্ত্বমসি" বাক্য ত্রিবিধ সম্বন্ধ দ্বারা অখণ্ডার্থের অর্থাৎ এক ব্রহ্ম চৈতন্যমাত্রের বোধক হয়। পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য, পদার্থদ্বয়ের বিশেষণবিশেষ্যভাব এবং প্রত্যগাত্মা ও পদার্থদ্বয়ের লক্ষ্যলক্ষণভাব ইহাই সম্বন্ধত্রয় বলিয়া কথিত হয়। তৎ ও ত্বং এই পদদ্বয়ের এক অধিকরণে অবস্থিতিকে সামানাধিকরণ্য, উক্ত পদদ্বয়ের অর্থের বিশেষণ-বিশেষ্যরূপ সম্বন্ধকে বিশেষণবিশেষ্যভাব এবং প্রত্যগাত্মা লক্ষ্য ও পদার্থদ্বয় লক্ষণ এইরূপ সম্বন্ধকে লক্ষ্যলক্ষণভাব বলে। এ বিষয়ে বৃদ্ধপরম্পরাক্রমে উক্ত আছে যে, পদার্থদ্বয় ও প্রত্যগাত্মার সামানাধিকরণ্য, বিশেষণবিশেষ্যতা ও লক্ষ্যলক্ষণসম্বন্ধ এই তিন প্রকার সম্বন্ধ হয়॥ ৯২॥

সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধস্তাবৎ যথা—"সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইতি বাক্যে তৎকালবিশিষ্টদেবদত্তবাচক-স-শব্দস্য এতৎকালবিশিষ্টদেবদত্তবাচকায়ং-শব্দস্য চ একস্মিন্ দেবদত্ত-পিণ্ডে তাৎপর্য্যসম্বন্ধঃ, তথা "তত্ত্বমসি"বাক্যেঽপি পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যবাচক-তৎপদস্য অপরোক্ষত্বাদি-বিশিষ্টচৈতন্যবাচকত্বং-পদস্য চৈকস্মিন্ চৈতন্যে তাৎপর্য্য-সম্বন্ধঃ॥ ৯৩॥

টীকা।—পদয়োঃ সামানাধিকরণ্যং উদাহরণনিষ্ঠং কৃত্বা দর্শয়তি—সামানাধীত্যাদি। ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তয়োঃ শব্দযোঃ একস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্, তচ্চ "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইতি বাক্যে স ইতি তৎপদস্য তৎকাল-তদ্দেশবৈশিষ্ট্যং প্রবৃত্তিনিমিত্তম্, এতৎকালৈতদ্দেশবৈশিষ্ট্যম্ অয়ং-শব্দস্য প্রবৃত্তিনিমিত্তং, তথাচ ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তযোঃ "সোঽয়ং"শব্দয়োঃ একস্মিন্ দেবদত্তপিণ্ডে তাৎপর্য্যসম্বন্ধঃ সামানাধিকরণ্যমিত্যর্থঃ।

উক্তমর্থং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—তথেত্যাদি। তথা "তত্ত্বমসি" ইতি বাক্যেঽপি পরোক্ষত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবৈশিষ্ট্যং তৎ-পদপ্রবৃত্তিনিমিত্তং, অপরোক্ষত্ব-কিঞ্চিজ্জ্ঞত্বাদিবৈশিষ্ট্যং ত্বং-পদপ্রবৃত্তিনিমিত্তং, তথা চ ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তয়োঃ "তত্ত্বং"পদয়োরেকস্মিন্ চৈতন্যে তাৎপর্য্যসম্বন্ধঃ সামানাধিকরণ্যমিত্যর্থঃ ॥৯৩॥

অনুবাদ।—অধুনা দৃষ্টান্ত সহ সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধ বর্ণিত হইতেছে।—যেমন "সেই এই দেবদত্ত" এই বাক্যে পূর্ব্বে দৃষ্ট দেবদত্তের বোধক 'সেই' শব্দ, আর অধুনা দৃশ্যমান দেবদত্তের বোধক 'এই' শব্দ, এই দুইটি শব্দেরই এক দেবদত্তপিণ্ডে অর্থাৎ দেবদত্তরূপ ব্যক্তিতে তাৎপর্য্যরূপ সম্বন্ধ, তদ্রূপ "তৎ ত্বং অসি" বাক্যেও অপ্রত্যক্ষ চৈতন্যের বোধক তৎ পদ আর প্রত্যক্ষ চৈতন্যের বোধক ত্বং পদ, এই পদদ্বয়ের এক চৈতন্যমাত্রে তাৎপর্য্যরূপ সম্বন্ধ হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

বিশেষণবিশেষ্যভাবসম্বন্ধস্তু—যথা তত্রৈব বাক্যে স-শব্দার্থতৎকালবিশিষ্টদেবদত্তস্য, অয়ং-শব্দার্থৈতৎকাল-বিশিষ্টদেবদত্তস্য চান্যোঽন্যভেদব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণ-বিশেষ্যভাবঃ, তথাঽত্রাপি বাক্যে তৎ-পদার্থপরোক্ষত্বাদি-

বিশিষ্টচৈতন্যস্য ত্বং-পদার্থাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যস্য চান্যোঽন্যভেদব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ ॥ ৯৪ ॥

টীকা।—বিশেষণবিশেষ্যভাবসম্বন্ধস্বরূপমাহ—বিশেষণেত্যাদি। ব্যাবর্ত্তকং বিশেষণং, ব্যাবর্ত্ত্যং বিশেষ্যম্। তথা চ যথা "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইতি বাক্যে এব অয়ং শব্দবাচ্যো যোঽসৌ এতৎকালৈতদ্দেশসম্বন্ধবিশিষ্টো দেবদত্তপিণ্ডঃ "অয়ং সঃ" ইতি তচ্ছব্দবাচ্যাৎ তৎকালতদ্দেশবিশিষ্ট-দেবদত্তপিণ্ডাৎ ভিন্নো ন ইতি যদা প্রতীয়তে, তদা তচ্ছব্দার্থস্য অয়ং-শব্দবাচ্যার্থনিষ্ঠভেদব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণত্বম্, অয়ং-শব্দার্থস্য ব্যাবর্ত্ত্যত্বাদ্‌বিশেষ্যত্বং, যদা চ স ইতি তৎ-শব্দবাচ্যস্তৎকাল-তদ্দেশবিশিষ্টো দেবদত্তপিণ্ডঃ "সঃ অয়ম্" ইতীদং-শব্দবাচ্যাৎ এতৎকালৈতদ্দেশসম্বন্ধবিশিষ্টাৎ অস্মাৎ দেবদত্তপিণ্ডাৎ ন ভিদ্যতে ইতি যদা প্রতীযতে, তদা অযং-শব্দবাচ্যস্য তচ্ছব্দার্থনিষ্ঠভেদ বর্ত্তকতয়া বিশেষণত্বং, তচ্ছব্দার্থস্য ব্যাবর্ত্ত্যত্বাৎ বিশেষ্যত্বং, তথা চ "অয়মেব সঃ" "স এবায়ম্" ইত্যন্যোঽন্যভেদব্যাবর্ত্তকতযা সোঽযং-শব্দার্থযোঃ পরস্পরবিশেষণ-বিশেষ্যভাব ইত্যর্থঃ।

উক্তং বিশেষণবিশেষ্যভাবং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—তথাঽত্রাপীত্যাদি। ইহাপি তত্ত্বমসীতি বাক্যেঽপি ত্বং-পদবাচ্যং যদপরোক্ষত্ব-কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বাদি-বিশিষ্টং চৈতন্যং, তৎ তৎ-পদবাচ্যাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যাৎ ন ভিদ্যতে ইতি যদা প্রতীয়তে, তদা তচ্ছব্দার্থস্য ত্বং-পদার্থনিষ্ঠভেদব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণত্বং, ত্বং-পদার্থস্য ব্যাবর্ত্ত্যত্বাৎ বিশেষ্যত্বম্। তথা চ তৎ-পদবাচ্যং যৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্য, তৎ ত্বং-পদবাচ্যাৎ কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যাৎ ন ভিদ্যতে ইতি যদা প্রতীয়তে, তদা ত্বং-পদার্থস্য তৎ-পদার্থনিষ্ঠভেদব্যাবর্ত্তকত্বেন বিশেষণত্বং, তৎ-পদার্থস্য ব্যাবর্ত্ত্যত্বাৎ বিশেষ্যত্বম্। তথা চ "ত্বং তদসি" "তত্ত্বমসি" ইতি তত্ত্বং-পদার্থয়োঃ পরস্পরং ভেদব্যাবর্ত্তকত্বেন পরস্পরং বিশেষণবিশেষ্যভাব ইত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ।—এক্ষণে বিশেষণবিশেষ্যভাবসম্বন্ধ কথিত হইতেছে।—যেরূপ "সেই" বাক্যেই অর্থাৎ "সেই দেবদত্ত এই," এই বাক্যেই "সেই" শব্দের অর্থ পূর্ব্বে দৃষ্ট দেবদত্ত, আর "এই" শব্দের অর্থ অধুনা দৃশ্যমান দেবদত্ত, এই দুই অর্থই পরস্পরের ভেদের ব্যাবর্ত্তক হেতুক বিশেষণবিশেষ্যরূপ হয়, অর্থাৎ উভয় অর্থেরই এক দেবদত্তপিণ্ডরূপ পরস্পর অভেদ পদার্থেই তাৎপর্য্য, তদ্রূপ "তত্ত্বমসি" বাক্যেও 'তৎ' পদের অর্থ অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য, এবং "ত্বং" পদের অর্থ প্রত্যক্ষ চৈতন্য, এই দুই অর্থই পরস্পর ভেদের ব্যাবর্ত্তক হেতুক বিশেষণবিশেষ্যরূপ হইতেছে; অর্থাৎ উভয় অর্থেরই পরস্পর অভিন্নরূপে এক চৈতন্যমাত্র পদার্থেই তাৎপর্য্য লক্ষিত হয়॥ ৯৪॥

লক্ষ্যলক্ষণভাবসম্বন্ধস্তু—যথা তত্রৈব স-শব্দায়ং-শব্দয়োস্তদর্থয়োর্ব্বা বিরুদ্ধতৎকালৈতৎকালবিশিষ্টত্ব-পরিত্যাগেন অবিরুদ্ধদেবদত্তেন সহ লক্ষ্যলক্ষণভাবঃ, তথা অত্রাপি বাক্যে তত্ত্বং-পদয়োস্তদর্থয়োর্বা বিরুদ্ধ-পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টত্বপরিত্যাগেনাবিরুদ্ধচৈতন্যেন সহ লক্ষ্যলক্ষণভাবঃ। ইয়মেব ভাগলক্ষণেত্যুচ্যতে। অস্মিন্ বাক্যে নীলমুৎপলমিতি বাক্যবদ্‌বাক্যার্থো ন সঙ্গচ্ছতে।

তত্র তু নীলপদার্থনীলগুণস্য উৎপলপদার্থোৎপলদ্রব্যস্য চ শুক্লপটাদিভেদব্যাবর্ত্তকতয়াঽন্যোঽন্যবিশেষণবিশেষ্যরূপ-

সংসর্গস্য, অন্যতরবিশিষ্টস্যান্যতরস্য বা তদৈক্যস্য বাক্যার্থত্বাঙ্গীকরণে প্রমাণান্তরবিরোধাভাবাৎ বাক্যার্থঃ সঙ্গচ্ছতে।

অত্র তু তৎ-পদার্থপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যস্য ত্বং-পদার্থাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যস্য চান্যোঽন্যভেদ-ব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণবিশেষ্যভাবসংসর্গস্য, অন্যতর-বিশিষ্টস্যান্যতরস্য বা তদৈক্যস্য বাক্যার্থত্বাঙ্গীকারে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরোধাদ্‌বাক্যার্থো ন সঙ্গচ্ছতে।

তদ্‌ক্তম্—

"সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো নাত্র সম্মতঃ।
অখণ্ডৈকরসত্বেন বাক্যার্থো বিদুষাং মতঃ॥" ইতি

(পঞ্চদশী ৭।৭৫)

অত্র তু গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতীতিবজ্জহল্লক্ষণা অপি ন সঙ্গচ্ছতে।

তত্র তু গঙ্গাঘোষয়োরাধারাধেয়ভাবলক্ষণস্য বাক্যার্থ-স্যাশেষতো বিরুদ্ধত্বাদ্‌বাক্যার্থমশেষতঃ পরিত্যজ্য তৎসম্বন্ধিতীরলক্ষণায়া যুক্তত্বাজ্জহল্লক্ষণা সঙ্গচ্ছতে।

অত্র তু পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যৈকত্ব-রূপস্য বাক্যার্থস্য ভাগমাত্রে বিরোধাদ্ভাগান্তরমপি পরিত্যজ্যান্যলক্ষণায়া অযুক্তত্বাৎ জহল্লক্ষণা ন সঙ্গচ্ছতে।

ন চ গঙ্গাপদং স্বার্থপরিত্যাগেন তীরপদার্থং যথা লক্ষয়তি, তথা তৎ-পদং ত্বং-পদং বা বাচ্যার্থপরিত্যাগেন ত্বং-পদার্থং তৎ-পদার্থং বা বোধয়তু, তৎ কুতো জহল্লক্ষণা ন সঙ্গচ্ছতে ? ইতি বাচ্যম্।

তত্র তীরপদাশ্রবণেন তদর্থাপ্রতীতৌ লক্ষণয়া তৎ-প্রতীত্যপেক্ষায়ামপি তত্ত্বং-পদয়োঃ শ্রূয়মাণত্বেন তদর্থ-প্রতীতৌ লক্ষণযা পুনঃ অন্যতরপদেনান্যতরপদার্থপ্রতীত্য-পেক্ষাভাবাৎ।

অত্র "শোণো ধাবতি" ইতিবাক্যবদজহল্লক্ষণাঽপি ন সঙ্গচ্ছতে।

তত্র শোণগুণগমনলক্ষণস্য বাক্যার্থস্য বিরুদ্ধত্বাভ্ভদ-পরিত্যাগেন তদাশ্রয়াশ্বাদিলক্ষণয়া তদ্বিরোধপরিহার-সম্ভবাদজহল্লক্ষণা সম্ভবতি।

অত্র তু পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যৈকত্বস্য বাক্যার্থস্য বিরুদ্ধত্বাভ্ভদপরিত্যাগেন তৎসম্বন্ধিনো যস্য কস্যচিদর্থস্য লক্ষিতত্বেঽপি তদ্বিরোধাপরিহারাদজহল্লক্ষ-ণাঽপি ন সম্ভবত্যেব।

ন চ তৎ-পদং ত্বং-পদং বা স্বার্থবিরুদ্ধাংশপরিত্যাগে-নাংশান্তরসহিতং তৎ-পদার্থং ত্বং-পদার্থং বা লক্ষয়তু, অতঃ কথং প্রকারান্তরেণ ভাগলক্ষণাঙ্গীকরণম্ ? ইতি বাচ্যম্ ;

একেন পদেন স্বার্থাংশপদার্থান্তরোভয়লক্ষণায়া অসম্ভবাৎ, পদান্তরেণ তদর্থপ্রতীতৌ লক্ষণয়া পুনরন্যতরপদার্থপ্রতীত্যপেক্ষাভাবাচ্চ।

তস্মাদ্‌যথা "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইতি বাক্যং তদর্থো বা তৎকালৈতৎকালবিশিষ্টদেবদত্তলক্ষণস্য বাক্যার্থস্যাংশে বিরোধাৎ বিরুদ্ধতৎকালৈতৎকালবিশিষ্টত্বাংশং পরিত্যজ্যাবিরুদ্ধং দেবদত্তাংশমাত্রং লক্ষয়তি, তথা "তত্ত্বমসি" ইতি বাক্যং তদর্থো বা পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যৈকত্বলক্ষণস্য বাক্যার্থস্যাংশে বিরোধাদ্‌বিরুদ্ধপরোক্ষত্বাপরোক্ষত্ববিশিষ্টত্বাংশং পরিত্যজ্যাবিরুদ্ধমখণ্ডচৈতন্যমাত্রং লক্ষয়তি ॥ ৯৫ ॥

টীকা।—ক্রমপ্রাপ্তং লক্ষ্যলক্ষণভাবসম্বন্ধস্বরূপং নিরূপয়িতুমাহ—লক্ষ্যলক্ষণেত্যাদি। অসাধারণধর্মপ্রতিপাদকং বাক্যং লক্ষণং, তৎপ্রতিপাদ্যধর্মবিশিষ্টং বস্তু লক্ষ্যম্। তথা চ "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যস্মিন্ বাক্যে সোঽয়ং-শব্দয়োস্তদর্থয়োর্বা বিরুদ্ধতৎকাল-তদ্দেশবিশিষ্টৈতৎকালৈতদ্দেশবিশিষ্টত্ব-পরিহারেণাবিরুদ্ধ-দেবদত্তত্ববিশিষ্টদেবদত্তপিণ্ডেন সহ দেবদত্তত্ববিশিষ্টদেবদত্ত-বাচকশব্দস্য লক্ষ্যলক্ষণভাবসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।

উক্তমর্থং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—তথা অত্রাপীত্যাদি। ইহাপি তত্ত্বং-পদয়োস্তদর্থয়োর্বা বিরুদ্ধপরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টত্বপরিত্যাগেন তত্ত্বং-পদাভ্যাং লক্ষ্যাবিরুদ্ধচৈতন্যেন সহ তত্ত্বং-পদয়োর্লক্ষ্যলক্ষণভাবঃ সম্বন্ধঃ ইত্যর্থঃ। অত এব তত্ত্বং-পদয়োস্তদর্থয়োশ্চ ত্যক্তবিরুদ্ধাংশয়োর্লক্ষণত্বং অখণ্ডচৈতন্যস্য লক্ষ্যত্বমিতি ভাবঃ।

নম্ন তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানাং লক্ষ্যলক্ষণভাবসম্বন্ধপুরস্কারেণ চৈতন্যবোধকত্ব-মুক্তম্, অন্যত্র তু শাস্ত্রে তেষাং বাক্যানাং ভাগলক্ষণয়ৈব চৈতন্যবোধকত্বং প্রতিপাদ্যতে। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণেত্যাদিবিরোধমাশঙ্ক্য সংজ্ঞাভেদো ন বস্তুভেদ ইত্যাহ—ইয়মিত্যাদি। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানাং বিরুদ্ধাংশ-পরিত্যাগেন অবিরুদ্ধচৈতন্যমাত্রবোধকত্বমেব ভাগলক্ষণেত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ।

নম্ন যথা "নীলোৎপলম্" ইতি বাক্যে নীলত্ববিশিষ্টনীলগুণস্য উৎপলত্ব-বিশিষ্টোৎপলদ্রব্যস্য চ স্বব্যতিরিক্তশুক্লাদিগুণান্তরপটাদিদ্রব্যান্তরব্যাবর্ত্ত-কত্বেন বিশেষণবিশেষ্যভাবনিরূপিততাদৃশসংসর্গস্য নীলগুণবৈশিষ্ট্যস্য বাক্যার্থত্বং, তথেহাপি তত্ত্বমস্যাদিবাক্যে তৎ-পদার্থস্য পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টেশ্বর-চৈতন্যস্য, ত্বং-পদার্থস্য অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টজীবচৈতন্যস্য চ অন্যোঽন্যভেদ-ব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণবিশেষ্যভূতসর্ব্বজ্ঞত্ব-কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বোভয়নিরূপিতসংসর্গো বা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টস্য কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বাদিবিশিষ্টেন সহ ঐক্যং বা বাক্যার্থো ভবতু? ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্ব্বৈষম্যমেবমিত্যাহ—অস্মিন্নিত্যাদি। অস্মিন্ তত্ত্বমসীতি বাক্যে নীলোৎপলমিত্যাদিবাক্যবৎ সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো ন সংগচ্ছতে ইত্যর্থঃ।

নীলোৎপলমিতি বাক্যস্য সংসর্গবৈশিষ্ট্যার্থপ্রতিপাদকত্বকল্পনে বিরোধা-ভাবং দর্শয়তি—তত্রেত্যাদি। নীলোৎপলপদার্থয়োঃ গুণগুণিনোর্ব্বিশেষণ-বিশেষ্যভাবসংসর্গস্য নীলগুণবিশিষ্টোৎপলয়োরৈক্যস্য বা বাক্যার্থত্বাঙ্গীকারে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরবিরোধাভাবাৎ তত্র তথা সংগচ্ছতে ইতি ভাবঃ।

তত্ত্বমসীতি বাক্যে তু তত্ত্বং-পদার্থয়োঃ, সর্বজ্ঞত্ব-কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বাদিবিশিষ্টয়োঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টেশ্বরচৈতন্যস্য কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বাদিবিশিষ্টজীবচৈতন্যস্য বা অন্যোন্যবিশেষণবিশেষ্যভাবসংসর্গস্য তদুভয়বিশিষ্টচৈতন্যৈক্যস্য বা বাক্যার্থ-ত্বাঙ্গীকারে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরবিরোধাৎ পূর্ব্বস্মাদ্বৈষম্যং দর্শয়তি—অত্র ত্বিত্যাদি।

নন্বু তত্ত্বমস্যাদিবাক্যমথণ্ডার্থং বোধয়তি কিং জহৎস্বার্থলক্ষণয়া ? কিমজহৎস্বার্থলক্ষণয়া ? আহোস্বিৎ জহদজহৎস্বার্থলক্ষণয়া ? ইতি ত্রিধা বিকল্প্য আদ্যে দূষণমাহ—অত্র ত্বিতি। অত্র তত্ত্বমসীতি বাক্যে জহৎস্বার্থলক্ষণা ন সংগচ্ছতে ইত্যন্বয়ঃ।

তদেব দর্শয়িতুং জহৎস্বার্থলক্ষণায়া উদাহরণং তাবদাহ—গঙ্গায়ামিত্যাদি।

"মানান্তরবিরোধে তু মুখ্যার্থস্যাপরিগ্রহে। মুখ্যার্থেনাবিনাভূতে প্রবৃত্তির্লক্ষণেষ্যতে॥" (বাক্যবৃত্তি ৪৯) ইতি বচনাৎ গঙ্গায়াং ঘোষাবস্থানাসম্ভবাৎ "গঙ্গায়াং ঘোষ" ইতি বাক্যস্য মুখ্যার্থে বিরোধে সতি মুখ্যমর্থং পরিত্যজ্য লক্ষণয়া বৃত্ত্যা তৎসম্বন্ধিনি তীরে ঘোষাবস্থানপ্রতিপাদনাৎ তত্র জহৎস্বার্থলক্ষণাঙ্গীকারো যুজ্যতে ইত্যাহ—তত্রেত্যাদি। আধারাধেয়ভাবলক্ষণং সর্ব্বথা পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ।

তত্ত্বমসীতি বাক্যে প্রাক্ প্রতিজ্ঞাতং জহৎস্বার্থলক্ষণাসম্ভবমাবিষ্করোতি—অত্র ত্বিত্যাদি। তু-শব্দঃ পূর্ব্বস্মাদ্বৈষম্যং দ্যোতয়তি। তত্ত্বমসীতি বাক্যে পরোক্ষাপরোক্ষচৈতন্যৈকত্বলক্ষণস্য বাক্যার্থস্য বিরোধাভাবাৎ পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বপ্রতিপাদকত্বাংশে বিরোধাৎ চৈতন্যৈকত্বে বিরোধাভাবাৎ গঙ্গাঘোষাদিবাক্যবৎ সর্ব্বথা মুখ্যার্থপরিত্যাগাসম্ভবাৎ জহৎস্বার্থলক্ষণা ন সম্ভবতীত্যর্থঃ।

তত্র হেতুমাহ—ভাগান্তরমিত্যাদি। বিরুদ্ধয়োঃ পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বয়োরেকত্বাসম্ভবেন তত্ত্যাগেঽপি চৈতন্যস্য ভাগস্যৈকত্বে বিরোধাভাবাৎ ত্যাগো ন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ।

নন্বু যথা "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" ইতি বাক্যে গঙ্গাপদং প্রবাহলক্ষণং স্বার্থং পরিত্যজ্য স্বসম্বন্ধিতীরপদার্থং লক্ষয়তি, তথা "তত্ত্বমসি" ইতি বাক্যে তৎ-পদং স্বার্থং পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টং পরিত্যজ্য জীবচৈতন্যং লক্ষয়তু ?

এবং ত্বং-পদমপি স্বার্থং কিঞ্চিজ্জ্ঞত্বাদিবিশিষ্টং পরিত্যজ্য ঈশ্বরচৈতন্যং বা লক্ষয়তু ? তস্মাৎ জহৎস্বার্থলক্ষণৈব ভবত্বিত্যাশঙ্কা নিরাকরোতি—ন চেত্যাদি।

নিরাকরণপ্রকারমেবাহ—তত্রেত্যাদি। শ্রুতবাক্যস্য মুখ্যার্থবিরোধে মুখ্যার্থসম্বন্ধিন্যশ্রুতপদার্থে লক্ষণেতি সর্ব্বজনসিদ্ধম্। তথা চ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যত্র শ্রুতবাক্যার্থস্য গঙ্গাঘোষয়োরাধারাধেয়ভাবসম্বন্ধস্য বিরোধে সতি শ্রূয়মাণং গঙ্গাপদং স্বার্থপরিত্যাগেন তীরপদার্থং লক্ষয়তীতি যুক্তং গঙ্গাপদার্থস্য তীরপদার্থপ্রতীতিসাপেক্ষত্বাৎ। ইহ তু শ্রূয়মাণতত্ত্বং-পদয়োর্ম্মুখ্যতয়ৈব তদর্থসর্ব্বজ্ঞত্ব-কিঞ্চিজ্জ্ঞত্বাদিবিশিষ্টপ্রতীতৌ সত্যামপি লক্ষণয়া তৎ-পদেন ত্বং-পদার্থপ্রতীত্যপেক্ষাভাবাৎ ত্বং-পদেন তৎ-পদার্থপ্রতীত্যপেক্ষাভাবাচ্চ, মুখ্যার্থে সম্ভবতি লক্ষণায়া অন্যায্যত্বাৎ জহৎস্বার্থলক্ষণাহপি ন সম্ভবতীত্যর্থঃ।

দ্বিতীয়ং দূষয়তি—অত্রেত্যাদি। অত্র তত্ত্বমসীতি বাক্যে অজহৎস্বার্থ-লক্ষণাহপি ন সম্ভবতীত্যন্বয়ঃ।

কুতঃ ? ইত্যত আহ—তত্র শোণেত্যাদি। তত্র "শোণো ধাবতি" ইত্যাদি বাক্যে শোণগুণস্য গমনাসম্ভবেন বাক্যস্য মুখ্যার্থবিরোধে সতি শ্রূয়মাণং শোণপদং স্বার্থাপরিত্যাগেন স্বাশ্রয়মশ্বাদিকং লক্ষয়তীতি যুক্তম্। অত্র তু তত্ত্বমস্যাদিবাক্যে তত্ত্বং-পদার্থস্য পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যৈ-কত্বলক্ষণস্য মুখ্যবাক্যার্থস্য বিরুদ্ধত্বাৎ পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাপরিত্যাগেন তদ্বিশিষ্টচৈতন্যলক্ষণার্থস্য লক্ষিতত্বেহপি তদ্বিরোধপরিহারাভাবাদজহৎ-স্বার্থলক্ষণা ন সম্ভবতীত্যর্থঃ।

ননু তৎ-পদং স্বার্থং বিরুদ্ধপরোক্ষত্বাদিধর্ম্মং পরিত্যজ্যাবিরুদ্ধচৈতন্যাংশা-পরিত্যাগেন ত্বং-পদার্থং কিঞ্চিজ্জ্ঞত্বাদিবিশিষ্টং জীবচৈতন্যং লক্ষয়তু ? ত্বং-পদং বা স্বার্থং বিরুদ্ধাপরোক্ষত্বাদিধর্ম্মং পরিত্যজ্যাবিরুদ্ধচৈতন্যাংশাপরি-ত্যাগেন তৎপদার্থং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টমীশ্বরচৈতন্যং লক্ষয়তু, কিং ভাগলক্ষ-

ণাঙ্গীকারেণ? ইত্যাশঙ্কা নিরাকরোতি—ন চেত্যাদি। একেন তৎ-পদেন ত্বং-পদেন বা স্বার্থাংশাপরিত্যাগেন পদার্থান্তরোভয়লক্ষণায়া অসম্ভবাদিত্যর্থঃ।

অজহৎস্বার্থলক্ষণাসম্ভবে হেত্বন্তরমাহ—পদান্তরেণেত্যাদি। তৎ-পদেন ত্বং-পদেন বা তত্তদর্থপ্রতীতৌ সত্যাং লক্ষণয়া পুনরন্যতরস্যান্যতরপ্রতীত্যপেক্ষাভাবাদিত্যর্থঃ।

অতঃ পরিশেষাৎ তৃতীয়পক্ষ এবাঙ্গীকর্ত্তব্য ইত্যুপসংহরতি—তস্মাদিত্যাদি। যস্মাত্তত্ত্বমস্যাদিবাক্যে জহৎস্বার্থলক্ষণাঽজহৎস্বার্থলক্ষণয়োরসম্ভবঃ, তস্মাৎ জহদজহৎস্বার্থলক্ষণয়া বিরুদ্ধাংশং পরিত্যজ্যাবিরুদ্ধাখণ্ডচৈতন্যমাত্রং লক্ষয়তীতি যোজনা।

তত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। যথা "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইতি বাক্যে প্রাগুক্তজহৎস্বার্থলক্ষণাঽজহৎস্বার্থলক্ষণয়োরসম্ভবেন তদর্থস্য তৎকালতদ্দেশবিশিষ্টস্যৈতৎকালৈতদ্দেশবিশিষ্টস্য চ দেবদত্তলক্ষণবাক্যার্থস্য একস্মিন্নংশে তৎকালৈতৎকালবৈশিষ্ট্যভাগে বিরোধদর্শনাৎ তৎপরিত্যাগেনাবিরুদ্ধদেবদত্তপিণ্ডমাত্রং লক্ষয়তীত্যর্থঃ, "মানান্তরবিরোধে" (বাক্যবৃত্তিঃ ৪৯) ইত্যুক্তন্যায়েনেত্যর্থঃ।

উক্তমর্থং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—তথা তত্ত্বমসীত্যাদি। তথা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্যাপি পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যৈকত্বলক্ষণমুখ্যার্থপ্রতিপাদকত্বাসম্ভবাৎ জহদজহৎস্বার্থলক্ষণয়া বিরুদ্ধপরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টাংশপরিত্যাগেনাবিরুদ্ধাখণ্ডচৈতন্যমাত্রপ্রতিপাদকত্বং ভবেদিত্যর্থঃ॥ ২৫॥

অনুবাদ।—অধুনা লক্ষ্যলক্ষণভাবসম্বন্ধ বলিতেছেন—যেরূপ "সেই দেবদত্ত এই" এই বচনে "সেই" শব্দ ও "এই" শব্দের অথবা তাহাদের অর্থের পূর্ব্বদৃষ্টত্ব এবং আধুনিক দৃশ্যমানত্ব এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল অবিরুদ্ধ দেবদত্তের সহিত লক্ষ্যলক্ষণভাব হয়, তদ্রূপ "তত্ত্বমসি" বাক্যেও তৎ ও ত্বং এই

উভয় পদের বা ঐ দুই পদের অর্থদ্বয়ের বিরুদ্ধ অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্বাদিবিশিষ্টত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিরুদ্ধ চৈতন্যমাত্রের সহিত লক্ষ্যলক্ষণভাব হইয়া থাকে। ইহারই নাম ভাগলক্ষণা। এই বাক্যে "নীল উৎপল" এই বাক্যের ন্যায় বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না, সে স্থলে অর্থাৎ নীল উৎপল এই বাক্যে, নীল পদের অর্থ যে নীলগুণ এবং উৎপল পদের অর্থ যে উৎপল নামক বস্তু, তাহারা শ্বেতাদি গুণ ও পটাদি বস্তুর ব্যবচ্ছেদকত্ব নিবন্ধন পরস্পর বিশেষণবিশেষ্যভাবসম্বন্ধরূপবাক্যার্থস্বীকারকরণে কিংবা একতর গুণবিশিষ্ট অন্যতরের অর্থাৎ নীলগুণবিশিষ্ট উৎপলের অথবা উৎপলদ্রব্যবিশিষ্টনীলগুণের অথবা তাহাদের অর্থাৎ নীলাদিগুণ ও উৎপলাদিদ্রব্যের একতারূপ বাক্যার্থতাস্বীকারকরণে প্রত্য-ক্ষাদি অন্য প্রমাণের বিরোধ না হওয়ায় বাক্যার্থের সঙ্গতি হয়। এ স্থলে অর্থাৎ এই তত্ত্বমসি বাক্যে "তৎ" পদের অর্থ অপ্রত্যক্ষ-ত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্য আর "ত্বং" পদের অর্থ প্রত্যক্ষত্বাদিবিশিষ্ট-চৈতন্য, এই দুইটি পরস্পরভেদের ব্যবচ্ছেদকত্ববশতঃ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবসম্বন্ধরূপ বা একতরবিশিষ্ট অন্যতরের অথবা তাহাদের যে ঐক্য, সেই ঐক্যের বাক্যার্থতা অঙ্গীকারকরণে সর্ব্বজ্ঞতা-কিঞ্চিজ্জ্ঞতাদিরূপে প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণের বিরোধ বশতঃ বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না। স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে যে—"সংসর্গই হউক অথবা বিশিষ্টই হউক, এ স্থানে বাক্যের অর্থ অভিপ্রেত নহে, অখণ্ড অর্থাৎ সম্পূর্ণ একরসরূপ বাক্যার্থই বিদ্বদ্‌গণের অভিমত"। এ স্থলে অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে "গঙ্গায় ঘোষ

বাস করে” এই বাক্যের ন্যায় জহৎস্বার্থরূপ লক্ষণাস্বীকারও সঙ্গত হয় না। সে স্থলে গঙ্গা এবং ঘোষ এই উভয়ের আধার-আধেয়ভাবরূপ বাক্যার্থের সম্পূর্ণরূপে বিরোধ হয় বলিয়া উক্ত বিরোধপরিহারনিমিত্ত গঙ্গাশব্দের বাচ্যার্থ যে বারিপ্রবাহ, তাহা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষণাশক্তি দ্বারা “তৎসম্বন্ধিতীর” এই অর্থই যুক্তিসঙ্গত হয় বলিয়া ঐ বাক্যে জহৎস্বার্থরূপলক্ষণা স্বীকার সঙ্গত হয়; কিন্তু “তত্ত্বমসি” এই বাক্যে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ এই উভয় চৈতন্যের একতারূপ বাক্যার্থে বিরোধ নাই, কেবল অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্বপ্রতিপাদক অংশেই বিরোধবশতঃ ভাগান্তর অর্থাৎ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র লক্ষণা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া জহৎস্বার্থরূপলক্ষণাস্বীকারও সঙ্গত নহে; আরও এই শব্দটি যেরূপ স্বার্থ অর্থাৎ বারিপ্রবাহরূপ মুখ্যার্থকে পরিত্যাগ দ্বারা নিজ তীর এই অর্থে লক্ষণা দ্বারা প্রয়োগ করা যায়, তদ্রূপ “তত্ত্বমসি” এই বাক্যেও তৎ-পদ বা ত্বং-পদ নিজ নিজ বাচ্যার্থ অর্থাৎ তৎ-পদের স্বার্থ পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট ঈশ্বরচৈতন্য, ও ত্বং-পদের স্বার্থ কিঞ্চিজ্জত্বাদিবিশিষ্ট জীবচৈতন্য এই অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্বং-পদ বা তৎ-পদের অর্থে লক্ষিত হউক, অতএব এ স্থলেও জহৎস্বার্থলক্ষণা কেন সঙ্গত হইবে না? ইহাও বলা যায় না, যেহেতু পূর্ব্বকথিত অর্থাৎ “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” এই বাক্যে তীরশব্দ উল্লেখ না থাকায় অর্থবোধ হয় না, অতএব সে স্থানে লক্ষণা স্বীকার করিয়া অর্থসঙ্গতি করা হয়। কিন্তু তৎ ও ত্বং এই দুই পদেরই উল্লেখ থাকায় অর্থবোধের বাধা না হওয়ায় লক্ষণাস্বীকার

দ্বারা অন্যতর পদ স্বীকার পূর্ব্বক অন্যতর পদার্থবোধ করার কোন প্রয়োজনই হয় না, যেহেতু মুখ্যার্থ দ্বারাই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে লক্ষণা-স্বীকার অযৌক্তিক; অতএব জহৎস্বার্থলক্ষণাও সঙ্গত নহে। আর "তত্ত্বমসি" বাক্যে "শোণ অর্থাৎ লোহিতবর্ণ ধাবিত হইতেছে" এই বাক্যের ন্যায় অজহৎস্বার্থলক্ষণাও সঙ্গত নহে, যেহেতু "শোণ ধাবিত হইতেছে" এই বাক্যে লোহিতগুণের গমন অসম্ভব হেতুক উক্তবাক্যের মুখ্যার্থে বিরোধবশতঃ শোণ শব্দের অর্থ ত্যাগ না করিয়াও লক্ষণা দ্বারা লোহিতবর্ণের আশ্রয় যে অশ্বাদি, অর্থাৎ রক্তবর্ণ অশ্ব ধাবিত হইতেছে, এইরূপ অর্থ করিয়া তাহার বিরোধপরিহার সম্ভব হেতুক ঐ বাক্যে অজহৎস্বার্থ-লক্ষণা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এই "তত্ত্বমসি" বাক্যে অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যের ঐক্যরূপ বাক্যার্থের অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব-প্রতিপাদক অংশে বিরোধ বশতঃ বিরুদ্ধ অংশের ত্যাগ না করিয়াও লক্ষণা দ্বারা তৎসম্বন্ধি যে কোন অর্থ লক্ষিত হইলেও তাহার বিরোধ দূর হয় না; সুতরাং এ স্থলে অজহৎস্বার্থলক্ষণাও সম্ভব হয় না। আরও তৎ-পদ বা ত্বং-পদ স্বস্ববিরুদ্ধ অর্থাংশ ত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধ অর্থাংশের সহিত তৎ বা ত্বং পদের অর্থ লক্ষিত হউক, সুতরাং তাহাতে প্রকারান্তরে ভাগলক্ষণা স্বীকারের আবশ্যক কি? এ কথাও বাচ্য নহে। কেন না, এক তৎ বা ত্বং পদ দ্বারা স্বীয় অবিরুদ্ধ অর্থাংশ এবং পদার্থান্তর এই উভয় লক্ষণার অসম্ভব হেতুক আর পদান্তর অর্থাৎ তৎ বা ত্বং পদের দ্বারা সেই অর্থবোধ হওয়ায়, এই বাক্য বা তাহার অর্থ তৎকাল

এবং এতৎকালবিশিষ্ট দেবদত্তরূপ বাক্যার্থের অংশে বিরোধ হেতুক পুনরায় লক্ষণা দ্বারা তাহার অন্যতর পদার্থবোধের অপেক্ষা থাকে না। অতএব "সেই দেবদত্ত এই" এই বাক্যের অতীতকালে দৃষ্ট ও অধুনা দৃশ্যমান দেবদত্তরূপ বাক্যার্থের একাংশে বিরোধ হওয়ায় অতীতকালে দৃষ্টত্ব বা অধুনা দৃশ্যমানত্ব-রূপ বিরুদ্ধ অংশ ত্যাগ পূর্ব্বক অবিরুদ্ধ দেবদত্ত-ব্যক্তিরূপ অংশই যেমন লক্ষ্যার্থ হয়, "তত্ত্বমসি" এই বাক্য বা তাহার অর্থে অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যের একতারূপ অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব, তাহা ত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধ অখণ্ড চৈতন্যরূপ অংশমাত্রও লক্ষ্যার্থ হইয়া থাকে ॥ ৯৫ ॥

অথ "অহং ব্রহ্মাঽস্মি" (বৃঃ উঃ ১।৪।১০) ইত্যনুভব-বাক্যার্থো বর্ণ্যতে। এবমাচার্য্যেণাধ্যারোপাপবাদপুরঃসরং তত্ত্বং-পদ র্থৌ শোধয়িত্বা বাক্যেনাখণ্ডার্থেঽববোধিতে-ঽধিকারিণঃ "অহং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাব-পরমানন্দানন্তাদ্বয়ং ব্রহ্মাঽস্মি" ইত্যখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তিরুদেতি।

সা তু চিৎপ্রতিবিম্বসহিতা সতী প্রত্যগভিন্নমজ্ঞাতং পরং ব্রহ্ম বিষয়ীকৃত্য তদ্গতাজ্ঞানমেব বাধতে, তদা পটকারণতন্তুদাহে পটদাহবৎ অখিলকার্য্যকারণেঽজ্ঞানে বাধিতে সতি তৎকার্য্যস্যাখিলস্য বাধিতত্বাৎ তদন্তর্ভূতা-খণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তিরপি বাধিতা ভবতি ॥ ৯৬ ॥

টীকা ।—অখণ্ডচৈতন্যপ্রতিপাদকস্য তত্ত্বমসীতি বাক্যস্যার্থং সপ্রপঞ্চমভিধায় ইদানীং যজুর্ব্বেদানুভববাক্যার্থো বর্ণ্যতে ইত্যাহ—অথেত্যাদি। গুরুমুখান্নিবক্তস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যশ্রবণাৎ দেহাদ্যহঙ্কারান্তজড়-পদার্থসকলদৃশ্যবিলক্ষণপ্রত্যগাত্মনঃ শুদ্ধেন পরমাত্মনা সহৈকত্ববোধানন্তরং কশ্চিদধিকারী লব্ধাবসরং সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সচ্চিদানন্দৈকরসং অনুভবেন জিজ্ঞাসুরাচার্য্যোপদিষ্টম্ "অহং ব্রহ্মাহস্মি" ইতি বাক্যার্থমনুস্মরন্ স্বাত্মানন্দমনুভবতীত্যর্থঃ।

তৎপ্রকারমাহ—এবমিত্যাদিনা। এবং সংক্ষেপেণ বক্ষ্যমাণ-প্রকারেণাধি-কারিণশ্চিত্তবৃত্তিরুদেতীতি সম্বন্ধঃ।

কদা উদেতি? ইত্যাপেক্ষায়ামাহ—আচার্য্যেণেতি। আচার্য্যেণা-বিষয়ে উপাধিরহিতেঽসঙ্গে নিষ্কলে চৈতন্যে শশশৃঙ্গায়মাণাবিদ্যয়া অহঙ্কারাদি-শরীরান্তমিথ্যাপদার্থমধ্যারোপ্য তদপবাদপুরঃসরং তত্ত্বং-পদার্থৌ শোধয়িত্বা তত্ত্বমসীতি বাক্যেন জহদজহৎস্বার্থলক্ষণয়া বিরুদ্ধাংশপরিত্যাগেনাখণ্ডার্থ-চৈতন্যে জ্ঞাতে সতীত্যর্থঃ।

কিংবিষয়িণী চিত্তবৃত্তিরুদেতি? ইত্যাসঙ্গশঙ্কাং নিবারয়তি—অহমিতি। অহং প্রত্যগাত্মা পরং ব্রহ্মাহস্মীত্যন্বয়ঃ।

ব্রহ্মানিত্যত্বশঙ্কাং নিরাকরোতি—নিত্যেতি। শুদ্ধপদেন অবিদ্যাদি-দোষরাহিত্যম্। বুদ্ধপদেন স্বপ্রকাশস্বরূপত্বেন জাড্যাদিকং ব্যবচ্ছিদ্যতে। মুক্তপদেন সর্ব্বোপাধিরাহিত্যম্। সত্যমিত্যবিনাশিস্বভাবত্বম্। পরমানন্দপদেন বৈষয়িকমনুষ্যানন্দাদিচতুর্ম্মুখব্রহ্মানন্দপর্য্যন্তানাং কর্ম্মজন্যত্বেন সাতিশয়ত্বেন ক্ষয়িষ্ণুত্বেন চ তুচ্ছত্বাৎ তেভ্যো বিলক্ষণং নিরতিশয়ানন্দস্বরূপত্বং প্রতিপদ্যতে। অনন্তপদেন ঘটাদিবৎ পরিচ্ছেদরাহিত্যেন দেশতঃ কালতঃ বস্তুতশ্চাপ-রিচ্ছিন্নত্বং বোধ্যতে। অদ্বয়মিতি নানাত্বনিষেধেন একত্বং বোধ্যতে ইত্যর্থঃ।

ননু যথা দীপপ্রভা আদিত্যমণ্ডলং ন ব্যাপ্নোতি, ন চ প্রয়োজনমস্তি,

তথা নিত্যশুদ্ধ-স্বপ্রকাশমাত্মানং জড়া চিত্তবৃত্তিঃ কথং বিষয়ীকৃতোদেতি? কিং প্রয়োজনং বা? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সা ত্বিত্যাদি। সা চিত্তবৃত্তিঃ ন শুদ্ধব্রহ্মবিষয়িণী, কিন্তু অজ্ঞানবিশিষ্টপ্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মবিষয়িণী, সা চ চৈতন্যপ্রতিবিম্বসংবলিতা সতী চৈতন্যগতমজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তি, তস্যাশ্চৈতন্যাবরকাজ্ঞাননিবৃত্তিরেব প্রয়োজনমিত্যর্থঃ।

নন্বধিকারিণস্তত্ত্বমস্যাদিবাক্যশ্রবণোৎপন্নাখণ্ডচৈতন্যবৃত্ত্যা তদাশ্রিতাজ্ঞানে নিবারিতেঽপি তৎকার্য্যস্য সকলচরাচরপ্রপঞ্চস্য প্রত্যক্ষতয়া ভাসমানত্বাৎ কথমদ্বৈতসিদ্ধিঃ? ইত্যাশঙ্ক্য কারণাজ্ঞাননাশে তৎকার্য্যসকলপ্রপঞ্চনাশাদদ্বৈতসিদ্ধিরিত্যেতৎ সদৃষ্টান্তমাহ—তদেত্যাদি।

নন্বজ্ঞাননাশেন তৎকার্য্যপ্রপঞ্চনাশোঽস্তু, তথাঽপ্যখণ্ডাকারবৃত্তেরনিবৃত্তেঃ অদ্বৈতহানিঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তদন্তর্ভূতেতি। অখণ্ডাকারবৃত্তেরপি অজ্ঞান-তৎকার্য্যান্তর্ভূতত্বাৎ তন্নিবৃত্ত্যা তন্নিবৃত্তের্নাদ্বৈতহানিরিত্যর্থঃ॥ ৯৬॥

অনুবাদ।—অখণ্ডচৈতন্যপ্রতিপাদক "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অর্থ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে "আমিই ব্রহ্ম" জ্ঞানিগণের এই অনুভববাক্যের অর্থ বলা যাইতেছে।—আচার্য্য মহোদয় পূর্ব্বকথিতরূপে অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় বর্ণন করত তৎ ও ত্বং এই দুই পদার্থ শোধন করাইয়া "তত্ত্বমসি" এই বাক্য দ্বারা অখণ্ডচৈতন্য উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলে অধিকারীর মনে "আমিই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্যস্বভাব-রূপ পরমানন্দ অনন্ত অদ্বয় ব্রহ্ম" এই প্রকার অখণ্ড আকারে আকারিত অর্থাৎ আমি ও ব্রহ্ম অভেদরূপে অবভাসিত, এইরূপ অখণ্ডাকারবিষয়িণী চিত্তবৃত্তি উদিত হয়। সেই চিত্তবৃত্তি চৈতন্য দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রত্যগাত্মায় অভিন্ন অজ্ঞাত পরব্রহ্মকে বিষয়ীভূত করিয়া

পরব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানকেই দূর করিয়া থাকে। তখন বস্ত্রের কারণস্বরূপ সূত্র দগ্ধ হইলে যেরূপ বস্ত্রও দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ সমগ্র সংসাররূপ কার্য্যের কারণস্বরূপ অজ্ঞান ধ্বংস পাইয়া তদন্তর্গত অখণ্ড আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তিও দূর হইয়া যায়॥৯৬॥

তত্র বৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতং চৈতন্যমপি যথা প্রদীপপ্রভা আদিত্যপ্রভাবভাসনাসমর্থা সতী তয়াঽভিভূতা ভবতি, তথা স্বয়ং-প্রকাশমান-প্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মাবভাসনানর্হতয়া তেনাভিভূতং সৎ স্বোপাধিভূতাখণ্ডবৃত্তের্ব্বাধিতত্বাৎ দর্পণাভাবে মুখপ্রতিবিম্বস্য মুখমাত্রত্ববৎ প্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মমাত্রং ভবতি ॥ ৯৭ ॥

টীকা ।—নন্বেবং তথাঽপ্যখণ্ডাকারবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যাভাসসত্ত্বাৎ কথমদ্বৈতসিদ্ধিঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেত্যাদি। বৃত্তিনিবৃত্তৌ তৎপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যস্য বিম্বাবভাসনাসমর্থত্বাৎ বৃত্ত্যুপাধিবাধেন তৎপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যমপি চৈতন্যমাত্রতয়া অবশিষ্যতে, দর্পণোপাধিবিগমে তৎপ্রতিবিম্বিতমুখাভাসস্য বিম্বভূতমুখমাত্রতাবশেষবদিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ,—শোধিত'তত্ত্বং'পদার্থস্যাধিকারিণঃ তদা বিজৃম্ভিতে গুরুশাস্ত্রাদিভ্যস্তত্ত্বমসীত্যুপদেশে অহং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্য-স্বভাব-পরমানন্দাদ্বয়াখণ্ডব্রহ্মাস্মীতি চিত্তবৃত্তিরুদয়মাসাদয়তি। তদানীমেব তস্যাভিব্যক্তাখণ্ডচৈতন্যবলেন তদ্বপরিপীড়িতাজ্ঞাননাশো ভবতি। তদানীং তৎকার্য্যস্য সর্ব্বস্য নাশাৎ তদ্বৃত্তিব্যক্তিরপি স্বয়মেব কতকরজোবৎ দারুমথনজনিতাগ্নিবৎ উদরস্থদুষ্টজলশান্ত্যর্থপীততপ্তজলবচ্চ নষ্টা ভবতি। তদানীং তদ্গতাভাসোঽপি স্বোপাধিভূতবৃত্তিনাশাৎ স্বপ্রকাশাত্মাবভাসনাসমর্থতয়া দর্পণবিগমে তদুপাধি-

কস্য স্বাধিষ্ঠানমুখমাত্রত্ববদধিষ্ঠানমাত্রো ভবতীতি বেদান্তসিদ্ধান্তরহস্যমিতি। অত্র তস্যানুভবঃ, "লোকাশ্চ ভান্তি গগনে মণি মোহজন্যাঃ স্বপ্নেন্দ্রজাল-মরুনীরসমা বিচিত্রাঃ। ব্যুত্থানকাল ইহ ন স্ফুরণং বিশুদ্ধ প্রত্যক্সুখাব্ধি-পরমামৃতচিত্তবৃত্তৌ॥ মত্তঃ পরং ন খলু বিশ্বমথাপি ভাতি মধ্যেব পূর্ব্বমপরং নরশৃঙ্গতুল্যম্। নালোক-শাস্ত্রগুরুবাক্যসমুত্থবোধ-ভানুপ্রভা বিলসতে ক্ব গতং ন জানে॥ নিরতিশয়-সুখাব্ধিস্বপ্রকাশে পরেঽস্মিন্ কথমিদমবিবেকাত্থিতং স্রক্ ফণীব। ক্ব নু গতমধুনা তদ্দেশিকো বা শ্রুতির্ব্বা পরমবিমলবোধেহত্থিতেঽহং ন জানে॥" ইতি।

তদেতৎ সর্ব্বং মনসি নিধায়োপসংহরতি—প্রত্যগভিন্নেতি॥ ৯৭॥

অনুবাদ :—যেরূপ প্রদীপপ্রভা ভাস্করপ্রভাকে প্রকাশিত করিতে অক্ষম হইয়া স্বয়ং তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিস্তেজ হয়, তদ্রূপ সেই চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য, আপনি প্রকাশমান প্রত্যগভিন্ন পরব্রহ্মচৈতন্যকে প্রকাশিত করিতে অসামর্থ্য বশতঃ সেই ব্রহ্মচৈতন্য কর্ত্তৃক স্বয়ং আক্রান্ত হইয়া নিজ উপাধিভূত অখণ্ড চিত্তবৃত্তির অভাব বশতঃ নিজে প্রত্যগভিন্ন পরমব্রহ্মমাত্রই বিদ্যমান থাকেন। যেরূপ দর্পণের অভাবে মুখপ্রতিবিম্ব মুখমাত্র হইয়া থাকে, এইরূপেই জ্ঞানীদিগের "আমি ব্রহ্ম" এইপ্রকার বোধ হইয়া থাকে॥ ৯৭॥

এবঞ্চ সতি "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" (বৃঃ উঃ ৪।৪।১৯) "যন্মনসা ন মনুতে" (কঠ০উ০ ১।৫) ইত্যনয়োঃ শ্রুত্যোরবিরোধঃ বৃত্তিব্যাপ্যত্বাঙ্গীকারেণ ফলব্যাপ্যত্ব-

প্রতিষেধপ্রতিপাদনাৎ। উক্তঞ্চ,—"ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিরাকৃতম্" (পঞ্চদ০ ৭।৮৯) ইতি, "ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা। "স্বয়ং প্রকাশমানত্বান্নাভাস উপযুজ্যতে," (পঞ্চদ০ ৭।৯১) ইতি চ ॥ ৯৮ ॥

টীকা।—নমু "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" "মনসৈবেদমাপ্তব্যম্" (কঠ০ উ০ ৪।১১) "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" (ঐত০ উ০ ৩।১২) "বুদ্ধ্যালোকনসাধ্যে ঽস্মিন্ বস্তুন্যস্তমিতে যদি" "বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব" (গীতা০ ১৮।৫৭) ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতীনাং "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈ০ উ০ ২।৯।১) "যন্মনসা ন মনুতে", (কঠ০ উ০ ৪।১) "অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথোঽবিদিতাদধি" (কেন০ উ০ ৩) "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং" (কেন০ উ০ ১১) "অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য" (গীতা০ ২।১৮) "যদ্‌বিজ্ঞাতং ত্বয়া বিপ্র! যন্ন বিজ্ঞাতমাত্মনা। তাভ্যামন্যৎ পরং বিদ্ধি যদবেদ্যং ন তজ্জড়ম্ ॥" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতীনাঞ্চ পরস্পরবিরোধমাশঙ্ক্য পরিহরতি—এবঞ্চেত্যাদি। এবমুক্তপ্রকারেণ অজ্ঞাতচৈতন্যস্য বৃত্তিব্যাপ্যত্বাঙ্গীকারেণ ফলব্যাপ্যত্বে প্রতিষিদ্ধে সতীত্যর্থঃ।

তদেবাহ—বৃত্তীত্যাদি। অন্তঃকরণবৃত্তিরাবরণনিবৃত্ত্যর্থং অজ্ঞানাবচ্ছিন্নচৈতন্যং ব্যাপ্নোতীত্যেতদ্‌বৃত্তিব্যাপ্যত্বেনাঙ্গীক্রিয়তে। আবরণভঙ্গানন্তরং স্বয়ং প্রকাশমানং চৈতন্যং ফলচৈতন্যমিত্যুচ্যতে, অস্মিন্ ফলচৈতন্যে নিষ্কলঙ্কে চিত্তবৃত্তির্ন ব্যাপ্নোতি আবরণভঙ্গস্য প্রাগেব জাতত্বেন প্রয়োজনাভাবাদিত্যর্থঃ।

অস্মিন্নর্থে গ্রন্থান্তরং সংবাদয়তি—উক্তঞ্চেত্যাদি।

বৃত্তিপ্রতিবিম্বাভাসচৈতন্যস্যাপি ফলচৈতন্যপ্রকাশকত্বং নেত্যত্রাপি সম্মতিমাহ—স্বয়মিত্যাদি ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ।—উক্তরূপ মীমাংসা স্বীকার করিলে "মন দ্বারাই দর্শনযোগ্য" এবং "যাঁহাকে মন দ্বারা মনন করিতে পারা যায় না" এই উভয়বিধ শ্রুতির বিরোধ হয় না, কেন না, মনোবৃত্তি ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যরূপ পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ বিষয়ে কথিত আছে যে,—শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞাননাশের নিমিত্ত এই চৈতন্যের ফলব্যাপ্যত্বই নিরাকৃত হইয়াছে, কিন্তু বৃত্তিব্যাপ্তি অপেক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য দ্বারা পরব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশের নিষেধ করত চিত্তবৃত্তি দ্বারা তদ্বিষয়ক অজ্ঞাননাশ অঙ্গীকার করিয়াছেন, কারণ, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বরূপ, সুতরাং অন্য কর্ত্তৃক তাঁহার প্রকাশমানত্বের সম্ভাবনা নাই ॥ ৯৮ ॥

জড়পদার্থাকারাকারিতচিত্তবৃত্তের্ব্বিশেষোঽস্তি। তথা হি "অয়ং ঘটঃ" ইতি ঘটাকারাকারিতচিত্তবৃত্তিরজ্ঞাতং ঘটং বিষয়ীকৃত্য তদ্গতাজ্ঞাননিরসনপুরঃসরং স্বগতচিদাভাসেন জড়ং ঘটমপি ভাসয়তি। তদুক্তম্—"বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্। তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ॥" (পঞ্চদশী০ ৭।৯১) ইতি।

যথা দীপপ্রভামণ্ডলমন্ধকারগতং ঘটাদিকং বিষয়ীকৃত্য তদ্গতান্ধকারনিরসনপুরঃসরং স্বপ্রভয়া তদবভাসয়তীতি ॥ ৯৯ ॥

টীকা।—ইদানীং জড়পদার্থবিষয়কচিত্তবৃত্তের্ব্রহ্মাকারচিত্তবৃত্ত্যপেক্ষয়া বৈলক্ষণ্যং দর্শয়িতুমাহ—জড়পদার্থেতি। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যজ্ঞানাবচ্ছিন্ন-ব্রহ্মাকারা বৃত্তিস্তদাবরকমজ্ঞানমাত্রং নিবর্ত্তয়তি, ব্রহ্ম তু স্বপ্রকাশাত্মত্বাৎ স্বয়মেব প্রকাশতে, ন তু বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচিদাভাসেন চৈতন্যং প্রকাশ্যতে, তত্র তস্যাসামর্থ্যাৎ; "অয়ং ঘটঃ" ইতি ঘটাকারাকারিতচিত্তবৃত্তিস্তু ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্যাবরকাজ্ঞানং নিবর্ত্ত্য স্বপ্রতিবিম্বিতচিদাভাসেন জড়ং ঘটমপি প্রকাশয়তি, অতস্ততো বিশেষোঽস্তীত্যর্থঃ।

এতদেব প্রপঞ্চয়িতুং প্রতিজানীতে—তথা হীতি।

জড়পদার্থবিষয়িণীং চিত্তবৃত্তিমভিনীয় দর্শয়তি—অয়মিতি। বৃত্তিসম্বন্ধাৎ প্রাক্ ঘটস্যাজ্ঞাতত্বাদজ্ঞাতং ঘটং বিষয়ীকৃত্য প্রবৃত্তা চিত্তবৃত্তির্ঘটগতাজ্ঞানং দূরীকুর্ব্বাণা ঘটমপি ভাসয়তি ইত্যর্থঃ।

অস্মিন্নর্থে বৃদ্ধসম্মতিমাহ—তদুক্তমিত্যাদি। বুদ্ধিশ্চ তত্র বুদ্ধৌ প্রতিবিম্বিতচিদাভাসশ্চ বুদ্ধি-তৎস্থচিদাভাসৌ দ্বৌ এতৌ বুদ্ধিচিদাভাসৌ ঘটং ব্যাপ্নুতঃ, তত্র তয়োর্মধ্যে ধিয়া বৃত্ত্যা ঘটাজ্ঞানং নশ্যেৎ, চিদাভাসেন তু ঘটঃ স্ফুরেদিত্যর্থঃ।

অত্রানুরূপং দৃষ্টান্তমাহ—যথেত্যাদি। যথা অন্ধকারাবস্থিতং ঘটাদিকং বিষয়ীকৃত্য প্রবর্ত্তমানং দীপপ্রভামণ্ডলং ঘটাবরকান্ধকারনিবৃত্তিদ্বারা স্বপ্রভয়া ঘটাদিকং প্রকাশয়তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ।—অখণ্ড আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তি হইতে ঘটাদি জড়পদার্থাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ঘটপ্রত্যক্ষকালে "এই ঘট" এইরূপ ঘটাকারাকারিতচিত্তবৃত্তি অজ্ঞাত ঘটকে অধিকার করিয়া ঘটগত অজ্ঞানতার ধ্বংসসাধন পূর্ব্বক স্বপ্রতিবিম্বিতচিদাভাসের দ্বারা অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিস্থ চৈতন্যপ্রতিবিম্ব

দ্বারা ঘট জড় হইলেও তাহাকে প্রকটিত করে। এ বিষয়ে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "চিত্তবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য এই দুইটিই ঘটে ব্যাপ্ত হয় বটে, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে চিত্তবৃত্তি ঘটের অজ্ঞানতার ধ্বংস করে আর প্রতিবিম্বিত চৈতন্য ঘটকে প্রকাশিত করে। যেরূপ প্রদীপের প্রভা অন্ধকারস্থ ঘটাদিতে প্রতিফলিত হইয়া ঘটাদিগত অন্ধকার নাশ করত নিজপ্রভা দ্বারা তাহাদিগকে প্রকাশিত করে, তদ্রূপ চিত্তবৃত্তি ঘটাদির অজ্ঞানতা ধ্বংস করে এবং চিত্তবৃত্তিগত চৈতন্য ঐ ঘটাদিকে প্রকাশিত করে ॥ ৯৯ ॥

এবম্ভূতস্বস্বরূপ-চৈতন্যসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তং শ্রবণমননিদিধ্যাসনসমাধ্যনুষ্ঠানস্যাপেক্ষিতত্বাৎ তেঽপি প্রদর্শ্যন্তে॥১০০॥

টীকা ।—ইয়তা গ্রন্থজালেন প্রতিপাদিতস্য প্রত্যগভিন্নপরমানন্দাখণ্ড-চৈতন্যস্য সাক্ষাৎকারলক্ষণাং অখণ্ডাকারান্তঃকরণবৃত্তিং প্রতিপিপাদয়িষুঃ তৎসাধনভূতশ্রবণাদেরবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বং তেষাং লক্ষণানি চ ক্রমেণ দর্শয়তি—এবমিত্যাদিনা "অদ্বৈতং বস্তু ভাসতে" ইত্যন্তেন।

এবম্ভূতস্যোক্তশ্রুতিযুক্ত্যনুভবৈর্নিরস্তসমস্তোপাধিপ্রত্যগভিন্নপরমানন্দ-চিদ্রূপস্য সাক্ষাৎকারপর্য্যন্তং শ্রবণাদীন্যনুষ্ঠেয়ানীতি প্রতিজানীতে—তেঽপীতি। শ্রবণাদয়োঽপীত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ।—এইরূপ প্রত্যক্‌চৈতন্য হইতে অভিন্ন পরমানন্দ অখণ্ড চৈতন্যের সাক্ষাৎকার যাবৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বশতঃ সেই সকলও প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ১০০ ॥

শ্রবণং নাম—ষড়্বিধলিঙ্গৈরশেষবেদান্তানামদ্বিতীয়বস্তুনি তাৎপর্য্যাবধারণম্ ॥ ১০১ ॥

টীকা।—তত্র শ্রবণস্য লক্ষণমাহ—ষড়্বিধেতি। লীনম্ অর্থং গময়তীতি লিঙ্গশব্দস্য ব্যুৎপত্তেঃ ব্রহ্মাত্মৈকত্বনিশ্চায়কৈরুপক্রমোপসংহারাদি-ষড়্বিধলিঙ্গৈঃ সর্ব্বেষাং বেদান্তবাক্যানামদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যনিশ্চয়ঃ শ্রবণমিত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ।—শ্রবণ কাহাকে কহে, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে—তাৎপর্য্যনির্ণায়ক উপক্রমোপসংহারাদিরূপ বক্ষ্যমাণ ষড়্বিধ লিঙ্গ দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য্য অবধারণকে শ্রবণ কহে ॥ ১০১ ॥

লিঙ্গানি তু—উপক্রমোপসংহারাভ্যাসাপূর্ব্বতাফলার্থ-বাদোপপত্ত্যাখ্যানি। তদুক্তম্—"উপক্রমোপসংহারা-বভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎ-পর্য্যনির্ণয়ে" ॥ ১০২ ॥

টীকা।—তানি চ লিঙ্গানি ক্রমেণোপদিশতি—উপক্রমেতি। তথা চোক্তম্,—"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ॥" (বৃ০ স০) ইতি ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বে যে ষড়্বিধ লিঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, এক্ষণে সেই ছয় প্রকার কি, তাহাই বলিতেছেন—লিঙ্গ বলিতে

উপক্রমোপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছয়টি। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—উপক্রম ও উপসংহার, (১) অভ্যাস, (২) অপূর্ব্বতা, (৩) ফল, (৪) অর্থবাদ, (৫) এবং উপপত্তি (৬) এই ষড়্বিধ তাৎপর্য্যনির্ণয়ে লিঙ্গ হয় ॥ ১০২ ॥

তত্র প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্যার্থস্য তদাদ্যন্তয়োরুপাদানং উপক্রমোপসংহারৌ। যথা ছান্দোগ্যে ষষ্ঠে প্রপাঠকে প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্যাদ্বিতীয়বস্তুনঃ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (৬।২।১) ইত্যাদৌ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (৬।৮।৭) ইত্যন্তে চ প্রতিপাদনম্ ॥ ১০৩ ॥

টীকা।—উপক্রমোপসংহারৌ তাবদ্দর্শয়তি—প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্যেতি। তদুদাহৃত্য দর্শয়তি—যথেতি। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যুপক্রম্য "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি প্রতিপাদনং উপক্রমোপসংহারাবিত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ।—উপক্রম ও উপসংহার কাহাকে বলে, তাহা বিবৃত হইতেছে।—যে প্রকরণে যে বিষয় প্রতিপাদিত হইবে, সেই প্রকরণের প্রথমে ও শেষে সেই বিষয়ের উপাদান অর্থাৎ উল্লেখক যথাক্রমে উপক্রম ও উপসংহার বলা যায়। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের আদিতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অদ্বিতীয় ব্রহ্ম একই, ইহা দ্বারা এবং শেষে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" এই আত্মাই সর্ব্বজগন্ময়, ইহা দ্বারা ঐ প্রকরণপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় বস্তু পরমব্রহ্মেরই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ॥ ১০৩ ॥

প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য বস্তুনঃ তন্মধ্যে পৌনঃপুন্যেন প্রতিপাদনং অভ্যাসঃ। যথা তত্রৈবাদ্বিতীয়বস্তুনো মধ্যে "তত্ত্বমসি" ইতি নবকৃত্বঃ প্রদিপাদনম্ ॥ ১০৪ ॥

টীকা।—অভ্যাসস্য লক্ষণমাহ—পৌনঃপুন্যেনেতি। অত্রাপি শ্রুতিমুদাহরতি—যথেত্যাদি ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ।—অভ্যাস কাহাকে কহে, তাহা বলা যাইতেছে।—প্রকরণপ্রতিপাদ্য বিষয়ের পুনঃপুনঃ বর্ণনকে অভ্যাস বলে। যেমন ঐ ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকেই প্রকরণমধ্যে "তত্ত্বমসি" সেই পরমাত্মাই তুমি এই বাক্য দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থের নয়বার প্রতিপাদন করা হইয়াছে ॥ ১০৪ ॥

প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য বস্তুনঃ প্রমাণান্তরেণাবিষয়ীকরণং অপূর্ব্বত্বম্। যথা তত্রৈবাদ্বিতীয়বস্তুনো মানান্তরাবিষয়ীকরণম্ ॥ ১০৫ ॥

টীকা।—অপূর্ব্বত্বস্য লক্ষণমাহ—প্রকরণেতি। তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (বৃ০ উ০ ৩।৯।২৬) ইত্যাদিশ্রুতিভিরুপনিষন্মাত্রবেদ্যত্বপ্রতিপাদনাৎ ব্রহ্মণোঽপূর্ব্বত্বমিত্যর্থঃ। অথবা ব্রহ্ম স্বপ্রকাশত্বেন স্বব্যবহারিস্বাতিরিক্তপ্রমাণানপেক্ষত্বাৎ ব্রহ্মণোঽপূর্ব্বত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ।—অপূর্ব্বতা কাহাকে বলে, তাহা বিবৃত হইতেছে।—প্রকরণপ্রতিপাদ্য অর্থের প্রমাণান্তরের অর্থাৎ গ্রন্থান্তরোক্ত প্রমাণের অবিষয়ীকরণ অর্থাৎ অজ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদনের নাম অপূর্ব্বতা। যেমন উক্ত ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকেই

"তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা ঐ প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের বেদান্তাতিরিক্তপ্রমাণ দ্বারা অজ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ১০৫ ॥

ফলন্তু প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্যাত্মজ্ঞানস্য তদনুষ্ঠানস্য বা তত্র তত্র শ্রূয়মাণং প্রয়োজনম্। যথা তত্রৈব "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ, তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" (৬।১৪।২) ইত্যদ্বিতীয়বস্তু-জ্ঞানস্য তৎপ্রাপ্তিঃ প্রয়োজনং শ্রূয়তে ॥ ১০৬ ॥

টীকা।—ক্রমপ্রাপ্তস্য ফলস্য লক্ষণমাহ—ফলমিতি।

অত্রানুরূপমুদাহরণমাহ—আচার্য্যবানিতি। শ্রবণাদিসাধনানাং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং প্রয়োজনং, ব্রহ্মজ্ঞানস্য তু তৎপ্রাপ্তিঃ ফলং, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ড° উ° ৩।২।৯) "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ছান্দো° উ° ৭।১।৩) ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥

অনুবাদ।—অধুনা ফল কাহার নাম, তাহা বলা যাইতেছে।—প্রকরণপ্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান অথবা তাহার অনুষ্ঠানের সেই সেই স্থলে যে প্রয়োজন শ্রুত হয়, তাহাই ফল। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ঐ ষষ্ঠ প্রপাঠকেই "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" অর্থাৎ আচার্য্যবিশিষ্ট পুরুষই ব্রহ্মকে জানেন, "তস্য তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" অর্থাৎ তাঁহার ততটুকু কালই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না বিমুক্ত অর্থাৎ প্রারব্ধ-শূন্য হন, অনন্তরই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, এই গ্রন্থসন্দর্ভ দ্বারা প্রকরণ-

প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মজ্ঞানের ব্রহ্মলাভরূপ প্রয়োজনই শ্রুত হয়॥ ১০৬॥

প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য তত্র তত্র প্রশংসনং অর্থবাদঃ। যথা তত্রৈব "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" (৬।১।৩) ইত্যদ্বিতীয়-বস্তুপ্রশংসনম্॥ ১০৭॥

টীকা।—পঞ্চমলিঙ্গস্যার্থবাদস্য লক্ষণমাহ—প্রশংসনমিতি। প্রকরণ-প্রতিপাদ্যাদ্বিতীয়ব্রহ্মস্বরূপস্তাবকবাক্যমর্থবাদ ইত্যর্থঃ।

অত্রাপি শ্রুতিমাহ—উত তমাদেশমিত্যাদি। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতীতি। যেন সকলপ্রপঞ্চাধিষ্ঠানব্রহ্মস্বরূপশ্রবণেনাশ্রুতং প্রপঞ্চজাতমপি শ্রুতং ভবতি, যেন ব্রহ্মজ্ঞানেনাজ্ঞাতং সর্ব্বং জগৎ জ্ঞাতং ভবতি, যেন ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারেণ সাক্ষাৎকৃতং ভবতি, ব্রহ্মণঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ত্বাদি-ত্যর্থঃ॥ ১০৭॥

অনুবাদ।—এখন অর্থবাদ বর্ণিত হইতেছে।—প্রকরণপ্রতিপাদ্য অর্থের সেই সেই স্থলে প্রশংসার নাম অর্থবাদ। যেমন উক্ত ছান্দোগ্যেরই ৬ষ্ঠ প্রপাঠকেই "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" অর্থাৎ হে শিষ্য! তুমি কি সেই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ, যাহা জ্ঞাত হইলে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অনভিমত বিষয় অভিমত হয় অথবা অস্মৃত বস্তু স্মৃত হয়, অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয়? এইরূপে অদ্বিতীয় পদার্থের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে॥ ১০৭॥

প্রকরণপ্রতিপাদ্যার্থসাধনে তত্র তত্র শ্রূয়মাণা যুক্তিঃ উপপত্তিঃ। যথা তত্র "যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" (৬।১।৪) ইত্যাদাবদ্বিতীয়বস্তুসাধনে বিকারস্য বাচারম্ভরণমাত্রত্বে যুক্তিঃ শ্রূয়তে ॥ ১০৮ ॥

টীকা:—অবশিষ্টায়া উপপত্তের্লক্ষণমাহ—যুক্তিরিতি। তামুদাহরতি—যথা তত্রেতি। মৃদ্‌বিকারেষু ঘটাদিষু বিকারনামধেয়য়োর্ব্বাচারম্ভণমাত্রত্বেন যথা মৃদেবাবশিষ্যতে নান্যৎ, তথা চিদ্‌বিবর্ত্তস্য প্রপঞ্চস্য গিরিনদীসমুদ্রাত্মক-বিকারনামধেয়য়োর্ব্বাচারম্ভণমাত্রত্বাৎ চিন্মাত্রমেবাবশিষ্যতে, রজ্জুবিবর্ত্তস্য সর্পস্য রজ্জুমাত্রত্বাবশেষবদিত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ:—অধুনা উপপত্তি বর্ণিত হইতেছে।—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য, সেই প্রকরণের সেই প্রতিপাদ্য অর্থের সম্ভাব্যতা প্রতিপাদনার্থ সেই সেই স্থানে প্রদর্শিত যুক্তির নামই উপপত্তি। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদেরই ষষ্ঠ প্রপাঠকে "যথা সৌম্যৈকেন" ইত্যাদি "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইত্যন্ত শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা অর্থাৎ হে সৌম্য! যেমন এক মৃৎপিণ্ড বিদিত হইলেই সমস্ত মৃন্ময় পদার্থই অবগত হওয়া যায়, বিকার ও নাম কেবল বাক্যমাত্র, মৃত্তিকাই যথার্থ, তদ্রূপ পরব্রহ্মই সত্য পদার্থ, তদ্ব্যতীত সকলই বাক্যমাত্র, এইরূপে অদ্বিতীয় পদার্থ-প্রতিপাদনে বিকারের বাক্যমাত্রত্বরূপ যুক্তি কথিত হইয়াছে, ঐ যুক্তিই উপপত্তি ॥ ১০৮ ॥

মননন্তু—শ্রুতস্যাদ্বিতীয়বস্তুনো বেদান্তার্থানুগুণযুক্তি-ভিরনবরতমনুচিন্তনম্ ॥ ১০৯ ॥

টীকা ;—শ্রবণনিরূপণানন্তরং তদুত্তরাঙ্গস্য মননস্য লক্ষণমাহ—মননন্ত্বিতি। ষড়্‌বিধলিঙ্গতাৎপর্য্যপূর্ব্বকং শ্রুতস্যাদ্বিতীয়ব্রহ্মণো বেদান্তাবিরোধিনীভির্যুক্তিভির্নৈরন্তর্য্যেণ অনুচিন্তনং মননমিত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ ;—বেদান্তপ্রতিপাদ্যবিষয়ের অনুকূল যুক্তিসমূহ দ্বারা নিয়ত শ্রুত অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থের অবিরত চিন্তাকে মনন কহে ॥ ১০৯ ॥

বিজাতীয়দেহাদিপ্রত্যয়রহিতাদ্বিতীয়বস্তুসজাতীয়-প্রত্যয়প্রবাহঃ নিদিধ্যাসনম্ ॥ ১১০ ॥

টীকা ;—নিদিধ্যাসনলক্ষণমাহ—বিজাতীয়েতি। বিজাতীয়দেহাদি-বুদ্ধ্যন্তজড়পদার্থবিষয়কপ্রত্যয়নিরাকরণেন সজাতীয়াদ্বিতীয়বস্তুবিষয়ক-প্রত্যয়প্রবাহীকরণং নিদিধ্যাসনমিত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ ;—বিরোধি দেহাদিজড়বস্তুবিষয়কজ্ঞান নিরাকরণ করত অবিরোধি অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞানের প্রবাহীকরণের নাম নিদিধ্যাসন ॥ ১১০ ॥

সমাধিস্তু দ্বিবিধঃ ;—সবিকল্পকো নির্ব্বিকল্পকশ্চেতি। তত্র সবিকল্পকো নাম জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষয়াঽদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াশ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানম্। তদা মৃন্ময়গজাদিভানেঽপি মৃদ্ভানবৎ দ্বৈতভানেঽপ্যদ্বৈতং বস্তু ভাসতে। তদুক্তমভিযুক্তৈঃ—"দৃশিস্বরূপং গগনোপমং

পরং সকৃদ্‌বিভাতং ত্বজমেকমক্ষরম্। অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং তদেব চাহং সততং বিমুক্তঃ ওম্॥" (উপদেশসাহস্রী ১০।১) "দৃশিস্তু শুদ্ধোঽহমবিক্রিয়াত্মকো ন মেঽস্তি বন্ধো ন চ মে বিমোক্ষঃ" ইত্যাদি।

নির্ব্বিকল্পকস্তু—জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিভেদলয়াপেক্ষয়াঽদ্বিতীয়-বস্তুনি তদাকারাকারিতায়া বুদ্ধিবৃত্তেরতিতরামেকীভাবেনা-বস্থানম্।

তদা তু জলাকারাকারিতলবণানবভাসেন জলমাত্রাব-ভাসবদদ্বিতীয়বস্ত্বাকারাকারিতচিত্তবৃত্ত্যনবভাসেনাদ্বিতীয়বস্তু-মাত্রমেবাবভাসতে। ততশ্চাস্য সুষুপ্তেশ্চাভেদশঙ্কা ন ভবতি, উভয়ত্র বৃত্ত্যভানে সমানেঽপি তৎসদ্ভাবাসদ্ভাব-মাত্রেণ অনয়োর্ভেদোপপত্তেঃ॥ ১১১॥

টীকা।—ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবে সতি চিত্তস্যৈকা-গ্রতাপরিণামঃ সমাধিঃ। স চ দ্বিবিধ ইত্যাহ—সবিকল্পক ইত্যাদি।

আদ্যস্য লক্ষণমাহ—তত্রেতি। তত্র তয়োঃ সবিকল্পক-নির্ব্বিকল্প-কয়োর্ম্মধ্যে সবিকল্পকোঽপি দ্বিবিধঃ। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি শব্দানুবিদ্ধতয়া অদ্বিতীয়ে বস্তুনি চিত্তবৃত্তেরবস্থানমিত্যেকঃ। দ্বিতীয়স্তু জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়-ত্রিপুটীলয়ানপেক্ষয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি শব্দানুবিদ্ধতয়া অদ্বিতীয়ে বস্তুনি অবিচ্ছেদেন চিত্তবৃত্তেরবস্থানমিতি।

নন্বু "ভক্ষিতেঽপি লশুনে ন শান্তো ব্যাধিঃ" ইতি ন্যায়েন উক্তসবিকল্পক-সমাধ্যোঃ সকলভেদনিরাকরণায় প্রবর্ত্তনাৎ তয়োরপি জ্ঞাত্রাদিভেদ-বিষয়কত্বাদদ্বৈতবস্তুমাত্রভানং তত্রেত্যাশঙ্ক্যোত্তরমাহ—তদেতি। তদা

সবিকল্পকসমাধ্যনুভবকালে জ্ঞাত্রাদিভেদপ্রতীতাবপি অদ্বৈতং বস্তু ভাসত এব। সুবর্ণময়কুণ্ডলাদিভানে সুবর্ণভানবৎ, মৃন্ময়গজাদিভানে মৃদ্ভানবচ্চ, গজাদিভানস্য বাচারম্ভণমাত্রত্ববৎ জ্ঞাত্রাদিভানস্যাপি বাচারম্ভণমাত্রত্বাৎ অদ্বৈতমেব বস্তু ভাসতে ইত্যর্থঃ। যদ্বা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতিবলাৎ "সর্ব্বমহম্" ইতি গিরিনদীসমুদ্রাত্মকং সর্ব্বং জগৎ স্বাভিন্নসচ্চিদানন্দব্রহ্মত্বেনানুভূয় তস্য দগ্ধপটন্যায়েন প্রপঞ্চভানেঽপ্যদ্বৈতং সচ্চিদানন্দলক্ষণং বস্তু ভাসতে এবেত্যর্থঃ। তদুক্তং ভগবতা,— "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ" (গীতা০ ৭।১৯) ইতি।

মূলকারোঽপি অস্মিন্নর্থে গ্রন্থান্তরসম্মতিং দর্শয়তি—তদুক্তমিতি। ওমিতি যৎ পরং ব্রহ্ম তদেবাহমিত্যন্বয়ঃ।

কিং তদিত্যাহ—দৃশিস্বরূপমিতি। দৃশির্দ্দৃষ্টিস্তস্যা রূপং দ্রষ্টৃত্বং তদ্যস্য পরমাত্মস্বরূপস্য তৎ দৃশিস্বরূপং সাক্ষিস্বরূপমিত্যর্থঃ। তদুক্তং ভগবতা,— "উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥" (গীতা০ ১৩।২২) ইতি। পুনঃ কিং স্বরূপং তৎ? গগনোপমং গগনম্ উপমা দৃষ্টান্তো যস্য তৎ গগনোপমং গগনবন্নির্লেপস্বরূপমিত্যর্থঃ। তথা চ ভগবদ্বচনম্,—"যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে। সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাঽঽত্মা নোপলিপ্যতে॥" (গীতা০ ১৩।৩২) ইতি। যদ্বা গগনোপমং গগনবদমূর্ত্তস্বরূপমিত্যর্থঃ। "আকাশশরীরং ব্রহ্ম" (তৈ০ উ০ ১।৬।২) ইতি শ্রুতেঃ। পুনঃ কিম্ভূতম্? সকৃৎবিভাতং সকৃদেকদৈব বিভাতং সর্ব্বদৈকস্বরূপেণ ভাসমানং, ন চন্দ্রাদিপ্রকাশবৎ বৃদ্ধিক্ষয়শীলমিত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতম্? অজং জন্মরহিতম্। একং নিরস্তসমস্তোপাধিভেদম্। অক্ষরং বিনাশধর্ম্মরাহিত্যেন কূটস্থস্বরূপমিত্যর্থঃ। তথা চ ভগবানাহ,—"ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" (গীতা০ ১৫।১৬) ইতি। অলেপকং অসঙ্গত্বাদবিদ্যাদিদোষ-

রহিতমিত্যর্থঃ। "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" (বৃ০ উ০ ৪।৩।১৫) ইতি শ্রুতেঃ। সর্ব্বগতং সর্ব্বত্র ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু ভূতেষু গতং ব্যাপ্তম্। অদ্বয়ং সজাতীয়-বিজাতীয়স্বগতভেদরাহিত্যেন দ্বিতীয়রহিতম্। সততং বিমুক্তমিতি সর্ব্বদা কার্য্যকারণাত্মকসর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তত্বেন সতৈতকরূপমিত্যর্থঃ। তথা চ ভাগবতে,—"বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ" (১১।১১।১) ইতি। তথা চ এতাদৃশং নিরতিশয়মানন্দং যৎ পরং ব্রহ্ম তদেবাহমিতি ভাবয়তো নিষেধপ্রতিযোগিত্বেন তত্তদুপাধের্ভানাৎ তৎপ্রযুক্তভেদভানেঽপ্য-দ্বৈতং ভাসত এবেত্যর্থঃ।

নির্ব্বিকল্পকসমাধিস্বরূপমাহ—নির্ব্বিকল্পকস্থিতি। অয়ঞ্চ দ্বিবিধঃ, চিরকালাভ্যস্তযদুত্তরসবিকল্পকসমাধ্যনুভবজনিতসংস্কারসহকৃতায়াশ্চিত্তবৃত্তে-র্জ্ঞাত্রাদিত্রিপুটীলয়পূর্ব্বকমদ্বৈতে বস্তুন্যেকীভাবাবস্থানাত্মকঃ প্রথমঃ। এতন্নির্ব্বিকল্পকসমাধ্যভ্যাসপাটবেন লুপ্তসংস্কারতয়া জ্ঞাত্রাদিত্রিপুটীলয়-পূর্ব্বকমখণ্ডাকারাকারিতায়াশ্চিত্তবৃত্তের্ব্বিনাঽপি স্বস্ফূর্ত্তিং কেবল-চিদানন্দাত্মনাঽবস্থানাত্মকো দ্বিতীয়ঃ।

তত্র দ্বিতীয়ং পক্ষমভিপ্রেত্যাহ—জ্ঞাতৃজ্ঞানাদীতি।

নন্বেবং সমাধিসুষুপ্ত্যোর্ব্বিক্ষেপাভাবেন বৃত্ত্যভানাদভেদমাশঙ্ক্য পরিহরতি—ততশ্চেতি।

তত্র যুক্তিমাহ—উভয়ত্রেতি। সমাধিসুষুপ্ত্যোরিত্যর্থঃ। তৎসদ্ভাবেতি। সমাধাবজ্ঞায়মানবৃত্তিসদ্ভাবাৎ সুষুপ্তৌ বৃত্ত্যভাবাচ্চ তয়োর্ভেদোপপত্তে-রিত্যর্থঃ॥ ১১১॥

অনুবাদ ;—সমাধি দ্বিবিধ ;—সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক। এই দুয়ের মধ্যে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয়ের নাশকে অপেক্ষা না করিয়াই অর্থাৎ ঐ সমস্ত জ্ঞানসত্ত্বেও অদ্বিতীয়ব্রহ্ম-পদার্থে অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে সবিকল্পক-সমাধি

কহে। মৃত্তিকার হস্তীতে হস্তিজ্ঞান থাকিতেও যেমন মৃত্তিকাজ্ঞান থাকে, তদ্রূপ সবিকল্পক সমাধি অনুভবসময়ে জ্ঞাতা জ্ঞান ইত্যাদি দ্বৈতজ্ঞানসত্ত্বেও অদ্বৈতবস্তুর জ্ঞান হয়। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন যে, সাক্ষিস্বরূপ, গগনতুল্য সর্ব্বব্যাপী অথবা নির্লিপ্ত অথবা অমূর্ত্ত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বদা একই ভাবে প্রকাশমান, জন্ম-রহিত, অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী, সর্ব্বত্র নির্লেপ অর্থাৎ অনাসক্ত, সর্ব্বগত, নিয়ত বিমুক্ত-স্বভাব যে অদ্বিতীয় চৈতন্য, তাহাই আমি। উক্ত শ্লোকে দৃশিস্বরূপ বলিয়াছেন, দৃশি বলিতে আমিই সাক্ষিস্বরূপ বা চৈতন্যঘন, শুদ্ধ, অবিক্রিয়াত্মক, আমার বন্ধও নাই এবং আমার মোক্ষও নাই ইত্যাদি বুঝায়।

এক্ষণে নির্ব্বিকল্পক সমাধি কি, তাহা বলিতেছেন—জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয়ের নাশকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ ঐ সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থে একীভূত হইয়া অবস্থানকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি কহে। তৎকালে জলমিশ্রিত অতএব জলাকারাকারিত অর্থাৎ জলের সহিত একীভূত লবণের লবণত্ব-জ্ঞানের অভাবে যেমন কেবল জলমাত্রই জ্ঞান হয়, তদ্রূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারাকারিত অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভূত চিত্তবৃত্তির অপ্রকাশ হেতু অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তির অভাব বশতঃ কেবল অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থমাত্রই জ্ঞান হয়। সুতরাং সুষুপ্তি হইতে এই সমাধির পার্থক্য নাই, এ প্রকার আশঙ্কাও হয় না; কেন না, সমাধি ও সুষুপ্তি এই দুই স্থানেই বৃত্তির অপ্রকাশ সমান হইলেও

তাহাদের অর্থাৎ সমাধি ও সুষুপ্তির সদ্ভাব ও অসদ্ভাবমাত্র দ্বারা এ উভয়ের পার্থক্য সম্যক্ উপলব্ধি হয় অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় তদাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অভাব থাকে বলিয়াই সমাধি ও সুষুপ্তিতে পার্থক্য রহিয়াছে ॥ ১১১ ॥

অষ্টাঙ্গানি—যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়ঃ।

তত্রাহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।

করচরণাদিসংস্থানবিশেষলক্ষণানি পদ্মস্বস্তিকাদীনি আসনানি।

রেচক-পূরক-কুম্ভকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ।

ইন্দ্রিয়াণাং স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ।

অদ্বিতীয়বস্তুন্যন্তরিন্দ্রিয়ধারণং ধারণা।

তত্রাদ্বিতীয়বস্তুনি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য অন্তরিন্দ্রিয়বৃত্তি-প্রবাহঃ ধ্যানম্।

সমাধিস্তু উক্তঃ সবিকল্পক এব ॥ ১১২ ॥

টীকা ;—উক্তসমাধেঃ সাধনাপেক্ষায়ামাহ—অষ্টাঙ্গানীতি। তানি চ সাধনানি ক্রমেণোদ্দিশতি—যমেতি। যমাদ্যষ্টাঙ্গানি সমাধেরন্তরঙ্গসাধনানীত্যর্থঃ।

প্রথমং যমস্য লক্ষণমাহ—তত্রেত্যাদি। তেষু যমাদ্যষ্টাঙ্গেষু মধ্যে অহিংসাদয়ঃ পঞ্চ যমা অবশ্যানুষ্ঠেয়া ইত্যর্থঃ।

তদনন্তরং নিয়মানাহ—শৌচেত্যাদি। শৌচাদয়ঃ পঞ্চ নিয়মাঃ ইত্যর্থঃ।

আসনং লক্ষয়তি—করেত্যাদি।

প্রাণায়ামলক্ষণমাহ—রেচকেত্যাদি। "ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং মুঞ্চেদ্দক্ষিণয়াঽনিলম্। যাবৎ শ্বাসং সমাসীনঃ কুম্ভয়েত্তং সুষুম্নয়া॥" যদা যোগী পদ্মাদ্যাসনে উপবিশ্য যোগমভ্যস্যতি, তদা গুল্ফাভ্যাং গুহ্যমূলং নিষ্পীড্য খেচরীমুদ্রাসাহায্যেন প্রাণধারণয়া সুষুম্নামার্গেণ মূলাধারাৎ কুণ্ডলিনীমুত্থাপ্য স্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহতবিশুদ্ধাজ্ঞানির্ব্বাণাখ্যষট্‌চক্রভেদক্রমেণ সহস্রদলকমলকর্ণিকায়াং বিদ্যমানপরমাত্মনা সহ সংযোজ্য তত্রৈব চিত্তং নির্ব্বাতদীপবদচলং কৃত্বা স্বাত্মানন্দরসং পিবতীত্যেতৎ প্রাণায়ামফলম্। স চ দ্বিবিধঃ—অগর্ভঃ সগর্ভশ্চেতি। "মুঞ্চেৎ দক্ষিণয়া বায়ুং মাত্রাহীনমনন্যধীঃ। পূরয়েদ্বাময়া তদ্বৎ কুম্ভয়েচ্চ সুষুম্নয়া। যাবৎ শ্বাসং জিতশ্বাসো ভবেন্মাসাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ॥" ইতি। প্রণবোচ্চারণরাহিত্যেন উক্তরেচকপূরককুম্ভকক্রমেণ প্রাণনিরোধোঽগর্ভঃ প্রাণায়ামঃ। "রেচয়েৎ ষোড়শৈনৈব তদ্দ্বিগুণ্যেন পূরয়েৎ। কুম্ভয়েচ্চ চতুঃষষ্ট্যা প্রণবার্থমনুস্মরন্॥" ইতি বচনাৎ ষোড়শসংখ্যাকং প্রণবং মনসা জপন্ দক্ষিণয়া বায়ুং বিরেচ্য দ্বাত্রিংশৎসংখ্যাকং প্রণবং মনসা সমুচ্চরন্ বাময়া বায়ুমাপূর্য্য চতুঃষষ্টিসংখ্যাকং প্রণবং মনসা জপন্ তদর্থঞ্চাকারোকারমকারার্দ্ধমাত্রাত্মকসার্দ্ধত্রিবলয়াকার-কুণ্ডলিনীরূপং চিদানন্দকন্দঞ্চ মূলাদি-ব্রহ্মরন্ধ্রান্তমনুসন্দধন্ সুষুম্নয়া চিত্তমপি তদেকপ্রবণং কুর্ব্বন্ যাবৎ শ্বাসং কুম্ভয়েৎ। তদুক্তমাচার্য্যৈঃ,—"ষোড়শতদ্দ্বিগুণচতুঃষষ্টিমাত্রাণি চ তানি চ ক্রমশঃ। রেচকপূরককুম্ভকভেদৈস্ত্রিবিধঃ প্রভঞ্জনায়ামঃ॥" ইতি প্রাণায়ামপ্রকারঃ।

ক্রমপ্রাপ্তং প্রত্যাহারং নিরূপয়তি—ইন্দ্রিয়াণামিত্যাদি।

শ্রোত্রাদীনামিন্দ্রিয়াণাং স্বস্ববিষয়েভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাৎ পাষাণোপরি প্রযুক্তশরসঙ্ঘাতবৎ প্রত্যাবর্ত্তনং প্রত্যাহারঃ। নন্বিন্দ্রিয়াণাং স্বস্ববিষয়েভ্যো নিবর্ত্তনং প্রত্যাহার ইত্যুক্তং, তন্ন সম্ভবতি, শব্দাদিবিষয়াণাং সুখসাধনত্বেন বৈষয়িকসুখব্যতিরিক্তনিরতিশয়ানন্দসদ্ভাবে প্রমাণাভাবাৎ, হৈরণ্যগর্ভাদ্যমৃত-ভোগস্যেশ্বরেণাপি ত্যক্তুমশক্যত্বাদিতি চেন্ন, মূঢ়ৈঃ কর্ম্মজড়ৈর্ব্বিষয়লম্পটৈ-স্ত্যক্তুমশক্যত্বেঽপি শুদ্ধান্তঃকরণেন সংসারাবিত্থকত্বদর্শিনা বিষয়দোষ-দর্শনেন তুচ্ছীকৃতশব্দাদিবিষয়প্রপঞ্চেন পুরুষোত্তমেন ত্যক্তুং শক্যত্বাৎ; অন্যথা সংসার এব লোলুপ্যেত। "তস্মাৎ সন্ন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ॥" (মহানা° উ° ২৪।১) "এতমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রাজিনঃ প্রব্রজন্তি" (বৃহ° উ° মাধ্য° ৪।৪।২২) তৎ সর্ব্বং ভূঃ স্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্য আত্মানমন্বিচ্ছেৎ" (জাবা° উ° ৬) "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ," (মহানা° উ° ১০।৫) "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ বনাদ্‌বা গৃহাদ্‌বা" (জাবা° উ° ৪) "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (গীতা° ১৮।৬৬) "সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া। প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্‌বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ॥ প্রত্যগ্বিবিদিষাসিদ্ধ্যৈ বেদানুবচনাদয়ঃ। ব্রহ্মাবাপ্ত্যৈ শ্রুতত্যাগমীপ্সন্তীতি শ্রুতের্ব্বলাৎ॥" (বৃহ° উ° ভা°:বা° ১৪) ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভিঃ, তথা "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (তৈ° উ° ৩।৬।১) "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" (বৃ° উ° ৪।৩।৩২) "এষোঽস্য পরমানন্দঃ" (বৃ° উ° ৪।৩।৩২) "আত্মৈবানন্দঃ" (তৈ° উ° ২।৫।১) "যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" (তৈ° উ° ২।৭।১) "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি" (তৈ° উ° ৩।৬।১) ইত্যাদিশ্রুতিভিশ্চ নিত্যাত্মসুখস্য প্রতিপাদিতত্বাৎ শব্দাদিবৈষয়িকসুখব্যতিরিক্তনিরতিশয়ানন্দসদ্ভাবে প্রমাণা-ভাবাদিত্যেতদপি নিরস্তং বোদ্ধব্যম্।

সম্প্রতি ধারণাং লক্ষয়তি—অদ্বিতীয়েত্যাদি। সর্ব্বেষাং বুদ্ধিসাক্ষিতয়া বিদ্যমানেঽদ্বিতীয়বস্তুনি চিত্তনিক্ষেপণং ধারণেত্যর্থঃ।

ধারণাপাটবাভাবেন চিত্তস্থৈর্য্যাভাবাৎ অদ্বিতীয়বস্তুনি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য চিত্তবৃত্তিপ্রবাহীকরণং ধ্যানমিত্যাহ—অত্রেত্যাদি।

সমাধিরুক্ত এব সবিকল্পকঃ স্মর্ত্তব্য ইত্যাহ—সমাধিস্থিতি ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ।—উক্ত নির্ব্বিকল্পকসমাধির অঙ্গ আট প্রকার ;—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সবিকল্পক সমাধি। তন্মধ্যে অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ ইহাকে যম কহে। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন এবং ঈশ্বরে প্রণিধান ইহাকে নিয়ম বলা যায়। হস্তপদাদির সংস্থানবিশেষরূপ পদ্মস্বস্তিকাদি আসন-রচনাকে আসন কহে। রেচক-পূরক-কুম্ভকরূপ প্রাণবায়ুর নিরোধের উপায়ের নাম প্রাণায়াম। শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবিষয় হইতে শ্রোত্রনেত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রামের নিবৃত্তিসম্পাদনকে প্রত্যাহার বলে। অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থে অন্তঃকরণের অভিনিবেশকে ধারণা বলা যায়। অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থে অন্তঃকরণের বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নরূপে অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে বৃত্তিপ্রবাহকে ধ্যান কহে। পূর্ব্বোক্ত সবিকল্পক সমাধিকেই সমাধি বলা যায় ॥ ১১২ ॥

এবমস্যাঙ্গিনো নির্ব্বিকল্পকস্য লয়বিক্ষেপকষায়-রসাস্বাদলক্ষণাশ্চত্বারো বিঘ্নাঃ সম্ভবন্তি।

লয়স্তাবৎ অখণ্ডবস্ত্বনবলম্বনেন চিত্তবৃত্তের্নিদ্রা।

অখণ্ডবস্ত্বনবলম্বনেন চিত্তবৃত্তেরন্যাবলম্বনং বিক্ষেপঃ।

লয়বিক্ষেপাভাবেঽপি চিত্তবৃত্তেঃ রাগাদিবাসনয়া স্তব্ধীভাবাৎ অখণ্ডবস্ত্বনবলম্বনং কষায়ঃ।

অখণ্ডবস্ত্বনবলম্বনেনাপি চিত্তবৃত্তেঃ সবিকল্পকানন্দাস্বাদনং রসাস্বাদঃ, সমাধ্যারম্ভসময়ে সবিকল্পকানন্দাস্বাদনং বা ॥ ১১৩ ॥

টীকা ;—উক্তযমাদ্যষ্টাঙ্গসহিতনির্ব্বিকল্পকসমাধের্নির্ব্বিঘ্নানুষ্ঠানসিদ্ধ্যর্থং বিঘ্নজ্ঞানব্যতিরেকেণ নিরাকরণস্য কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ অস্য চত্বারো বিঘ্নান্ সন্দর্শয়তি—এবমিত্যাদি।

তত্রাদ্যং বিঘ্নং লক্ষয়তি—লয়স্তাবদিতি। লয়ো দ্বিবিধঃ, চিরকালমুক্তাষ্টাঙ্গসহিতনির্ব্বিকল্পকসমাধ্যভ্যাসপাটবেনাতিতপ্তলোহতলক্ষিপ্তজলবিন্দুবৎ তৈলরহিতদীপকলিকাবচ্চ প্রত্যগভিন্নে পরমানন্দে চিত্তবৃত্তের্লয়ঃ প্রথমঃ। দ্বিতীয়স্তু মূর্চ্ছাবস্থাবৎ আলস্যেন চিত্তবৃত্তের্ব্বাহ্যশব্দাদিবিষয়গ্রহণানাদরে সতি প্রত্যগাত্মস্বরূপানবভাসনাৎ বৃত্তেস্তব্ধীভাবলক্ষণনিদ্রারূপঃ।

তত্রাদ্যমঙ্গীকৃত্য দ্বিতীয়স্য বিঘ্নত্বেন তত্ত্যাগায় তৎস্বরূপমাহ—অখণ্ডবস্ত্বিত্যাদি।

দ্বিতীয়ং বিঘ্নমাহ—অখণ্ডেত্যাদি। অখণ্ডবস্তুগ্রহণায়ান্তর্ম্মুখতয়া প্রবৃত্তায়াশ্চিত্তবৃত্তেশ্চিদনবলম্বনেন ত্রস্তপক্ষিবৎ পুনর্ব্বাহ্যবিষয়গ্রহণায় প্রবৃত্তির্ব্বিক্ষেপ ইত্যর্থঃ।

তৃতীয়ং বিঘ্নমাহ—লয়েত্যাদি। রাগাদয়স্ত্রিবিধাঃ—বাহ্যাঃ, আভ্যন্তরাঃ, বাসনামাত্ররূপাশ্চেতি। বাহ্যাঃ পুত্রাদিবিষয়াঃ, আভ্যন্তরা মনোরাজ্যাদয়ঃ, সংস্কাররূপা বাসনাময়াঃ। তত্রানেকজন্মাভ্যস্তবাহ্যাভ্যন্তররাগাদ্যনুভবজনিতসংস্কারৈঃ কলুষীকৃতং চিত্তং কথঞ্চিৎ শ্রবণাদিসাধনেনান্তর্ম্মুখমপি চৈতন্যগ্রহণসামর্থ্যাভাবাৎ মধ্য এব স্তব্ধীভবতি, যথা রাজদর্শনায় স্বগৃহান্নির্গত্য

রাজমন্দিরং প্রবিষ্টস্য কস্যচিৎ পুরুষস্য দ্বারপালনিরোধেন স্তব্ধীভাবঃ, তথা পরিত্যক্তবাহ্যবিষয়স্য অখণ্ডবস্তুগ্রহণায় প্রবৃত্তস্যোদ্‌বুদ্ধরাগাদিসংস্কারৈঃ স্তব্ধীভাবাদখণ্ডবস্তুগ্রহণং কষায় ইত্যর্থঃ।

চতুর্থং বিঘ্নমাহ—অখণ্ডেতি। উক্তসবিকল্পকসমাধ্যোর্ম্মধ্যে দ্বিতীয়ঃ শব্দানমুবিদ্ধত্রিপুটীবিশিষ্টস্তস্মিন্ য আনন্দো বাহ্যশব্দাদিবিষয়প্রপঞ্চভারত্যাগপ্রযুক্তো ন তু চৈতন্যপ্রযুক্তঃ; যথা নিধিগ্রহণায় প্রবৃত্তস্য নিধিপরিপালকভূতপ্রেতাদ্যাবৃতস্য নিধিপ্রাপ্ত্যভাবেঽপি ভূতাদ্যনিষ্টনিবৃত্তিমাত্রেণ কোঽপি মহানানন্দো ভবতি, তথা সবিকল্পকসমাধাবখণ্ডবস্ত্বনবলম্বনেন নিত্যানন্দরসাস্বাদনাভাবেঽপি অনিষ্টবাহ্যপ্রপঞ্চনিবৃত্তিজন্যানন্দং সবিকল্পকরূপং ব্রহ্মানন্দভ্রমেণ আস্বাদয়তি তদ্রসাস্বাদনমিত্যর্থঃ।

লক্ষণান্তরমাহ—সমাধীত্যাদি। নির্ব্বিকল্পকসমাধ্যারম্ভকালে অনুভূয়মানসবিকল্পকানন্দত্যাগাসহিষ্ণুতয়া পুনস্তস্যৈবাস্বাদনং রসাস্বাদ ইত্যর্থঃ॥ ১১৩॥

অনুবাদ।—উক্ত যমাদি অষ্টাঙ্গযুক্ত নির্ব্বিকল্পক সমাধির লয়, বিক্ষেপ, কষায় এবং রসাস্বাদন নামে চতুর্ব্বিধ বিঘ্নের সম্ভব। তন্মধ্যে অখণ্ড ব্রহ্মপদার্থকে আশ্রয় না করিয়া চিত্তবৃত্তির নিদ্রাকে লয় কহে। অখণ্ড ব্রহ্মপদার্থকে অবলম্বন না করিয়া চিত্তবৃত্তির অন্যবস্তু অবলম্বনকে বিক্ষেপ বলা যায়। লয় ও বিক্ষেপ ব্যতীতও রাগাদি বাসনা দ্বারা চিত্তবৃত্তির স্তব্ধতাবশতঃ অখণ্ড ব্রহ্মপদার্থকে অবলম্বন না করার নাম কষায়। অখণ্ড ব্রহ্মপদার্থ আশ্রয় না করিয়াও ব্রহ্মানন্দভ্রমে চিত্তবৃত্তির সবিকল্পক আনন্দাস্বাদনের নাম রসাস্বাদ, কিংবা নির্ব্বিকল্পক সমাধির আরম্ভসময়ে সবিকল্পক আনন্দাস্বাদনকে রসাস্বাদ কহে॥ ১১৩॥

অনেন বিঘ্নচতুষ্টয়েন বিরহিতং চিত্তং নির্ব্বাতদীপ-বদচলং সদখণ্ডচৈতন্যমাত্রমবতিষ্ঠতে যদা, তদা নির্ব্বিকল্পকঃ সমাধিরিত্যুচ্যতে। তদুক্তম্,—"লয়ে সম্বোধয়েৎ চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ। সকষায়ং বিজানীয়াৎ শমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥ নাস্বাদয়েদ্রসং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ॥" (গৌড়পাদকা০ ৩।৪৪,৪৫) "যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা" (গীতা০ ৬।১৯) ইতি চ॥ ১১৪॥

টীকা।—প্রাগুক্তবিঘ্নচতুষ্টয়নিবৃত্তেঃ ফলমাহ—অনেনেত্যাদি। লয়াদিবিঘ্নাভাবসহিতং চিত্তং যদা নির্ব্বাতদীপবদচলমখণ্ডচৈতন্যমাত্রমবতিষ্ঠতে তদা **নির্ব্বিকল্পকঃ** সমাধিরিত্যর্থঃ।

লয়াদিবিঘ্নসম্ভাবে তন্নিবৃত্তিপ্রকারে চ বৃদ্ধসম্মতিমাহ—তদুক্তমিত্যাদি। পূর্ব্বোক্তনিদ্রালক্ষণে লয়ে জাতে সতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং চিত্তং সম্বোধয়েৎ চিত্তগতজাড্যাদিপরিত্যাগেন চিত্তমুদ্বোধয়েৎ। উক্তবিক্ষেপযুক্তং চিত্তং যদা ভবতি, তদা বিষয়বৈরাগ্যাদিনা চিত্তং শময়েৎ বহির্ম্মুখতাং পরিত্যজ্যান্তর্ম্মুখং কুর্য্যাৎ। উক্তরাগাদিকষায়সহিতং চিত্তং যদা ভবেৎ, তদা বিজানীয়াৎ ইয়ং রাগাদিবাসনা বাহ্যবিষয়প্রাপিকা, ন তু অখণ্ডবস্তুপ্রাপিকা, অতো নেয়ং সমীচীনেতি বিবিচ্য প্রত্যক্প্রবণবাসনায়াঃ সকাশাদিয়ং নিকৃষ্টা অতস্ত্যাজ্যেয়মিতি জানীয়াদিত্যর্থঃ। যদ্বা সম্যগ্বস্তুন্যপ্রাপ্তং চিত্তং যদা ভবতি, তদা তচ্চিত্তং কষায়সহিতং জানীয়াৎ। তচ্চিত্তং যাবতা কালেন রাগাদিবাসনাক্ষয়সহিতং ভবতি, তাবৎকালং তচ্চিত্তং স্বস্থানাৎ ন চালয়েৎ ন কম্পয়েদিতি, বাসনাক্ষয়ানন্তরং চিত্তং স্বত এব প্রত্যক্প্রবণং ভবতীত্যর্থঃ।

নাস্বাদয়েদিতি পূর্ব্বোক্তং সবিকল্পকরসং বিষয়প্রপঞ্চভারত্যাগজন্যং নাস্বাদয়েৎ

নানুভবেৎ। তত্র যুক্তিমাহ—নিঃসঙ্গ ইতি। যতো নিঃসঙ্গো বৈষয়িক-সুখদুঃখাদিসঙ্গরহিতঃ, অতঃ প্রজ্ঞয়া যুক্তো ভবেৎ স্থিতপ্রজ্ঞো ভবেদিত্যর্থঃ। তদুক্তং ভগবতা,—"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ! মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥" (গীতা০ ২।৫৫) ইতি। তস্মাল্লয়াদি-বিঘ্নাভাববিশিষ্টচিত্তস্য চিন্মাত্রতয়াঽবস্থানং নির্ব্বিকল্পকসমাধিরিত্যর্থঃ।

তত্র ভগবদুক্তমাহ—যথেত্যাদি। অথ নির্ব্বিকল্পকসমাধৌ স্বগুরূপদিষ্ট-মার্গেণ যথামতি কিঞ্চিদ্বিচার্য্যতে। পঞ্চভূমিকোপেতস্য চিত্তস্য ভূমিকাত্রয়-পরিত্যাগেন অবশিষ্টভূমিকাদ্বয়ং সমাধিরিত্যুচ্যতে। কাস্তাঃ পঞ্চ ভূমিকাঃ? ক্ষিপ্তং, মূঢ়ং, বিক্ষিপ্তং, একাগ্রং, নিরুদ্ধঞ্চেতি পঞ্চ চিত্তভূমিকাঃ। তত্রাসুর-সম্পল্লোকশাস্ত্রদেহবাসনাসু বর্ত্তমানং ক্ষিপ্তমিত্যুচ্যতে। নিদ্রাতন্দ্রাদিগ্রস্তং চিত্তং মূঢ়মিত্যুচ্যতে। কাদাচিৎকধ্যানযুক্তং বহির্গমনশীলমপি উক্ত-ক্ষিপ্তাদ্বিশিষ্টতয়া বিক্ষিপ্তং চিত্তমিত্যুচ্যতে। তত্র ক্ষিপ্তমূঢ়য়োঃ সমাধিত্ব-শঙ্কৈব নাস্তি। বিক্ষিপ্তে তু চেতসি বিক্ষেপান্তর্গততয়া দহনান্তর্গত-বীজবচ্চিত্তস্য সদ্য এব বিনাশাৎ তদাঽপি ন সমাধিঃ। একাগ্রতাং পতঞ্জলিঃ সূত্রয়তি, "শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ" (যোগ সূ০ ৩।১২) ইতি। অস্যার্থঃ—শান্তোঽতীতঃ, উদিতো বর্ত্তমানঃ, প্রত্যয়শ্চিত্তবৃত্তিঃ, অতীতপ্রত্যয়ো যং পদার্থং পরিগৃহ্লাতি উদিতোঽপি তমেব চেদ্গৃহ্লীয়াৎ, তদা তাবুভৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ ভবতঃ, তাদৃশ এব চিত্তস্য পরিণাম একাগ্রতেত্যুচ্যতে। একাগ্রতাঽভিবৃদ্ধিলক্ষণং সমাধিং সূত্রয়তি, "সর্ব্বার্থ-তৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য পরিণামঃ সমাধিঃ" (যোগ সূ০ ৩।১১) ইতি। রজোগুণেন চাল্যমানং চিত্তং ক্রমেণ সর্ব্বানর্থান্ পরিগৃহ্লাতি, তস্য রজোগুণস্য গুণনিরোধায় ক্রিয়মাণেন প্রযত্নবিশেষেণ দিনে দিনে যোগিনঃ সর্ব্বার্থতা ক্ষীয়তে, একাগ্রতা চোদেতি, তাদৃশঃ চিত্তস্য পরিণামঃ সমাধিরিত্যর্থঃ। তস্য সমাধেরষ্টাঙ্গেষু যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারাঃ

পঞ্চ বহিরঙ্গানি হিংসাদিভ্যো নিষিদ্ধেভ্যো যোগিনং কর্ম্মভ্যো যময়ন্তি নিবর্ত্তয়ন্তীতি অহিংসাদয়ো যমাঃ। জন্মহেতোঃ কাম্যধর্ম্মান্নিবর্ত্ত্য মোক্ষহেতৌ নিষ্কামধর্ম্মে নিয়ময়ন্তি প্রেরয়ন্তীতি শৌচাদয়ো নিয়মাঃ। যমনিয়ময়োরনুষ্ঠান-বৈলক্ষণ্যং স্মর্য্যতে, "যমান্ সেবেত সততং ন চৈব নিয়মান্ বুধঃ। যমান্ পততাকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্ ॥" (মনু০ ৪।২০৪) ইতি। বুদ্ধ্যা যমনিয়মৌ সমীক্ষ্য যমবহুলেষু প্রযত্নেষু বুদ্ধিমনুসন্দধীত। আসনপ্রাণায়াম-প্রত্যাহারাঃ ব্যাখ্যাতাঃ। ধ্যানধারণাসমাধিত্রয়ং মনোবিষয়ত্বাৎ সম্প্রজ্ঞাত-সমাধেরন্তরঙ্গং, যমাদিকন্তু বহিরঙ্গম্। তথা চ কেনাপি পুণ্যেনান্তরঙ্গে প্রথমং লব্ধে সতি বহিরঙ্গলাভায় নাতিপ্রয়াসঃ কর্ত্তব্যঃ। যদ্যপি পতঞ্জলিনা ভৌতিকভূততন্মাত্রেন্দ্রিয়াহঙ্কারবিষয়াঃ সম্প্রজ্ঞাতসমাধয়ো বহুধা প্রপঞ্চিতাঃ, তথাঽপি তেষামন্তর্দ্ধানাকাশগমনাদিসিদ্ধিহেতুতয়া মুক্তিহেতুসমাধিবিরোধিত্বাৎ নাস্মাভিস্তত্রাদরঃ ক্রিয়তে। তথা চোক্তং বাশিষ্ঠে ; শ্রীরাম উবাচ—"জীব-ন্মুক্তশরীরাণাং কথমাত্মবিদাং বর !। শক্তয়ো নেহ দৃশ্যন্তে আকাশগমনা-দিকাঃ ? ॥" বশিষ্ঠ উবাচ,—"অনাত্মবিদমুক্তোঽপি সিদ্ধিজালানি বাঞ্ছতি। দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াকাল-যুক্ত্যাঽঽপ্নোত্যেব রাঘব ! ॥ নাত্মজ্ঞস্যৈষ বিষয় আত্মজ্ঞো হ্যাত্মনাঽঽত্মদৃক্। আত্মনাঽঽত্মনি সন্তুষ্টো নাবিদ্যামনুধাবতি ॥ যে কেচন জগদ্ভাবাস্তানবিদ্যাময়ান্ বিদুঃ। কথং তেষু কিলাত্মজ্ঞস্ত্যক্তাবিদ্যো নিমজ্জতি ? ॥ দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াকাল-যুক্তয়ঃ সাধুসিদ্ধিদাঃ। পরমাত্মপদপ্রাপ্তৌ নোপকুর্ব্বন্তি কাশ্চন ॥" (যোগবাশি০ ৫।৮৯।৯,১২,১৩,১৪,৩১) ইতি। আত্মবিষয়স্তু সম্প্রজ্ঞাতসমাধির্ব্বাসনাক্ষয়স্য নিরোধসমাধেশ্চ হেতুঃ, তস্মাত্তত্রাদরঃ কৃতঃ। অথ পঞ্চমভূমিকারূপঃ চিত্তস্য নিরোধলক্ষণঃ সমাধি-র্নিরূপ্যতে। তঞ্চ সমাধিং সূত্রয়তি—"ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ" (যোগসূ০ ৩।৯) ইতি। ব্যুত্থানসংস্কারাঃ সমাধিবিরোধিনঃ, তে চ নিরোধহেতুনা যোগিপ্রযত্নেন

প্রতিদিনং প্রতিক্ষণঞ্চাভিভূয়ন্তে, তদ্‌বিরোধিনশ্চ সংস্কারাঃ প্রাদুর্ভবন্তি। তথা সতি নিরোধে একৈকস্মিন্‌ ক্ষণে চিত্তমনুগচ্ছতি, সোঽয়মীদৃশঃ চিত্তস্য পরিণামো ভবতি যদা, তদা অসংপ্রজ্ঞাতসমাধিরুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ।—এই বিঘ্নচতুষ্টয়বিহীন চিত্ত যে সময়ে বায়ু-শূন্যস্থানে অবস্থিত, অতএব নিস্পন্দ দীপের ন্যায় অচল হইয়া কেবল অখণ্ড চৈতন্যমাত্রস্বরূপে অবস্থান করে, তখনই তাহাকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি বলে। উক্ত লয়াদি বিঘ্নচতুষ্টয় নিরাকরণ-বিষয়ে প্রাচীনদিগের উক্তি প্রদর্শিত হইতেছে,—লয়-নামক বিঘ্ন ঘটিলে চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিবে। বিক্ষেপ-নামক বিঘ্ন উপস্থিত হইলে বিষয়বৈরাগ্যাদির দ্বারা চিত্তকে পুনরায় অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অবস্থাপিত করিবে। কষায়-নামক বিঘ্নযুক্ত চিত্ত শমপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ যাবৎকাল পর্য্যন্ত রাগাদি বাসনা ক্ষয় না হয়, তাবৎ-কাল পর্য্যন্ত তাহাকে স্বস্থান হইতে চালিত করিবে না, অর্থাৎ কষায়যুক্ত শমপ্রাপ্ত চিত্তকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যেই স্থির রাখিবে। রসাস্বাদনামক বিঘ্ন উপস্থিত হইলে সেই রসকে আস্বাদ করিবে না, অর্থাৎ সবিকল্পক আনন্দমাত্রেই কৃতার্থতা মনে করিবে না, কিন্তু বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সবিকল্পকানন্দে অনাসক্ত হইবে। এই প্রকারে উক্ত বিঘ্নসমূহ পরিহার হইলে, যেমন নির্বাতস্থানস্থিত দীপ বিচলিত হয় না, চিত্তও তদ্রূপ হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তদা-কারাকারিত হইয়া অবস্থান করে ॥ ১১৪ ॥

অথ জীবন্মুক্তলক্ষণমুচ্যতে।—জীবন্মুক্তো নাম স্বস্বরূপাখণ্ড-শুদ্ধ-ব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞানবাধনদ্বারা স্বস্বরূপা-

খণ্ডে ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতে সতি অজ্ঞান-তৎকার্য্যসঞ্চিত-কর্ম্মসংশয়বিপর্য্যয়াদীনামপি বাধিতত্বাদখিলবন্ধরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মুণ্ড০ উ০২।২।৮) ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ১১৫ ॥

টীকা ।—এতৎ সমাধিদ্বয়ং জীবন্মুক্তস্যৈব ভবতি নান্যস্যেতি মনসি নিধায় প্রথমং জীবন্মুক্তস্বরূপং প্রতিপাদয়িতুং প্রতিজানীতে—অথেত্যাদি।

তস্য লক্ষণমাহ—জীবন্মুক্তো নামেত্যাদিনা ব্রহ্মনিষ্ঠ ইত্যন্তেন। অত্রাখিলবন্ধরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠো জীবন্মুক্ত ইতি তস্য লক্ষণম্। জীবতঃ পুরুষস্য হি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বসুখদুঃখলক্ষণোঽখিলো যশ্চিত্তধর্ম্মঃ স ক্লেশস্বরূপত্বাদ্‌বন্ধো ভবতি, তেন রহিতঃ পরিত্যক্তবন্ধনঃ ব্রহ্মণি নিষ্ঠা তদেকপরতা যস্য স ব্রহ্মনিষ্ঠঃ জীবন্মুক্ত ইত্যর্থঃ।

সকলবন্ধরাহিত্যে হেতুমাহ—স্বস্বরূপেতি। গুরুশ্রুতিস্বানুভবৈর্ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেন মূলাজ্ঞান-তৎকার্য্যসঞ্চিতকর্ম্মাদীনামপি বাধিতত্বাৎ সর্ব্ববন্ধরাহিত্যমুপপদ্যতে ইত্যর্থঃ।

তত্র চ শ্রুতিমাহ—ভিদ্যত ইত্যাদি ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ ।—অধুনা জীবন্মুক্তের লক্ষণ বলা যাইতেছে।—সমগ্র উপাধিবিনির্ম্মুক্ত স্বীয় জীবাত্মার চৈতন্যমাত্রের সহিত অভেদরূপে একত্র অখণ্ড শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সেই ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান ধ্বংস করিয়া স্বস্বরূপ অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃত হইলে অজ্ঞান ও তৎকার্য্যসঞ্চিত পাপপুণ্যাদি কর্ম্ম সংশয়ভ্রমাদির নাশ হেতুক সর্ব্বপ্রকার বন্ধনরহিত অর্থাৎ অনাসক্ত

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। এই বিষয়ে শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "সেই সর্ব্বোত্তম পরাৎপর পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণের ভ্রম নষ্ট ও সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহার পাপপুণ্যাদি কর্ম্মসমূহও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়" ॥ ১১৫ ॥

অয়ন্তু ব্যুত্থানসময়ে মাংসশোণিতমূত্রপুরীষাদিভাজনেন শরীরেণ, আন্ধ্যমান্দ্যাপটুত্বাদিভাজনেনেন্দ্রিয়গ্রামেণ, অশনায়াপিপাসাশোকমোহাদিভাজনেনান্তঃকরণেন চ তত্তৎপূর্ব্বপূর্ব্ববাসনয়া ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি ভুজ্যমানানি জ্ঞানাবিরুদ্ধান্যারব্ধফলানি চ পশ্যন্নপি বাধিতত্বাৎ পরমার্থতো ন পশ্যতি, যথা ইদমিন্দ্রজালমিতি জ্ঞানবান্ তদিন্দ্রজালং পশ্যন্নপি পরমার্থমিদমিতি ন পশ্যতি; "সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণঃ অকর্ণঃ ইব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। উক্তঞ্চ—"সুষুপ্তবজ্জাগ্রতি যো ন পশ্যতি দ্বয়ঞ্চ পশ্যন্নপি চাদ্বয়ত্বতঃ। তথাঽপি কুর্ব্বন্নপি নিষ্ক্রিয়শ্চ যঃ স আত্মবিন্নান্য ইতীহ নিশ্চয়ঃ॥" (উপদেশসাহস্রী ৮৫) ইতি ॥ ১১৬ ॥

টীকা।—নন্বেতাদৃশজীবন্মুক্তস্য দেহেন্দ্রিয়াদিভানমস্তি ন বেত্যাশঙ্ক্য দগ্ধপটন্যায়েন ইন্দ্রজালনির্ম্মিতসৌধসমুদ্রাদিবচ্চ বাধিতানুবৃত্ত্যা মিথ্যাত্বেন ভানেঽপি পরমার্থতয়া ভানং নেত্যাহ—অয়মিত্যাদিনা ন পশ্যতীত্যন্তেন।

অস্মিন্নর্থে শ্রুতিমাহ—সচক্ষুরিত্যাদি।

আচার্য্যবচনং প্রমাণয়তি—উক্তঞ্চেত্যাদি। ইহ জগতি স এবাত্মবিৎ নান্য ইতি মে নিশ্চয় ইত্যন্বয়ঃ। স কঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—য ইতি। যঃ কোঽপি মহাপুরুষো ব্রহ্মাত্মৈকত্বসাক্ষাৎকারেণ নিরস্তসমস্তভেদবুদ্ধিঃ সুষুপ্তাবস্থায়াং যথা দ্বৈতং ন পশ্যতি, তথা ব্রহ্মদৃষ্টিদার্ঢ্যেন জাগ্রদবস্থায়ামপি দ্বৈতং ন পশ্যতি, তদ্দৃষ্ট্যা ব্রহ্মব্যতিরিক্তজড়পদার্থাভাবাৎ স তথোক্তঃ। কিঞ্চ কদাচিৎ ব্যুত্থানদশায়ামবিদ্যাকসংস্কারলেশবশাৎ ভিক্ষাটনাদিব্যবহারেণ দ্বয়ং পশ্যন্নপি সমাধ্যভ্যাসসামর্থ্যবশাদদ্বয়ত্বেন পশ্যতি, স চ তথোক্তঃ। যশ্চ লোকসংগ্রহার্থং নিত্যানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি আত্মনি কর্তৃত্বাভাবনিশ্চয়েন নিষ্ক্রিয়ঃ কর্ম্মরহিতো ভবতি কর্ম্মফলেন ন লিপ্যতে, স জীবন্মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ॥ ১১৬॥

অনুবাদ।—যেরূপ কোন ইন্দ্রজালাভিজ্ঞ পুরুষ ইন্দ্রজাল-কল্পিত অট্টালিকাদি দর্শন করিয়াও তাহা বাস্তবিক বলিয়া মনে করেন না, সেই প্রকার এই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সমাধি হইতে ব্যুত্থানকালে রক্তমাংস-বিণ্মূত্রাদির আধার এই দেহ দ্বারা, অন্ধতা, মন্দতা, অপটুত্বাদির আশ্রয় এই ইন্দ্রিয়-গ্রাম দ্বারা এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহাদির আধার এই অন্তঃকরণ দ্বারা সেই সেই পূর্ব্ব-পূর্ব্ববাসনা দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহ ভোগ করিতে করিতে জ্ঞানের অবিরোধী প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহের ফল দেখিয়াও বাধিত হয় বলিয়া দৃশ্যমান এই জগন্মণ্ডল পরমার্থতঃ সত্য বলিয়া জ্ঞান করেন না। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সচক্ষু হইলেও বাহ্য-পদার্থ দর্শনে যেন নেত্রহীন, এই প্রকার সকর্ণ হইলেও যেন অকর্ণ, এবং মনোযুক্ত হইলেও যেন মনোহীন, আর প্রাণবান্

হইলেও যেন প্রাণবর্জ্জিত।” অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে, যিনি জাগ্রদবস্থায় সুষুপ্তের ন্যায় বাহ্যবস্তুকে দর্শন করেন না, এবং দ্বৈত-বস্তুকেও যিনি অদ্বৈত দেখেন বলিয়াই দেখেন না, অর্থাৎ দ্বৈত বলিয়া দেখেন না, আর যিনি বাহিরে কর্ম্ম করিয়াও অন্তঃকরণে নিষ্ক্রিয়, সেই ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিই আত্মজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত, তদ্ব্যতীত ব্যক্তি জীবন্মুক্ত নহে, ইহাই নিশ্চয় ॥ ১১৬ ॥

অস্য জ্ঞানাৎ পূর্ব্বং বিদ্যমানানামেবাহারবিহারাদীনাং অনুবৃত্তিবচ্ছুভবাসনানামেবানুবৃত্তির্ভবতি, শুভাশুভয়োরৌদাসীন্যং বা। তদুক্তম্—“বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি। শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কো ভেদোঽশুচিভক্ষণে?”॥ (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ ৪।৬২) ইতি। “ব্রহ্মবিত্ত্বন্তথা মুক্ত্বা স আত্মজ্ঞো ন চেতরঃ” (উপদেশসাহস্রী ১১৫) ইতি ॥১১৭॥

টীকা।—নন্বস্য জীবন্মুক্তস্য যোগীশ্বরস্য মম পুণ্যপাপলেশো নাস্তীত্যভিমানবশাৎ যথেষ্টাচরণপ্রসঙ্গমাশঙ্ক্য পরিহরতি—অস্যেত্যাদি। অস্য পূর্ব্বোক্তজীবন্মুক্তস্য জ্ঞানাৎ প্রাগেব শান্ত্যাদি-গুণৈরশুভবাসনায়া নিবারিতত্বাৎ সংসারদশায়ামপ্রযত্নেনাহারাদিপ্রবৃত্তিবৎ তত্ত্বজ্ঞানোত্তরমপি শুভানামেব বাসনানামনুবৃত্তির্ভবতি নাশুভানামিত্যর্থঃ।

ননু শুভবাসনানামনুবৃত্তেরপি প্রয়োজনাভাবাৎ কিং তদনুবৃত্ত্যা? ইত্যত আহ—শুভেত্যাদি। তস্মাজ্জীবন্মুক্তস্য যথেষ্টাচরণপ্রসঙ্গো নাস্তীতি ভাবঃ।

অস্মিন্নর্থে গ্রন্থান্তরং সংবাদয়তি—তদুক্তমিত্যাদি। জীবন্মুক্তস্য ব্রহ্মজ্ঞানিত্বাভিমানো নাস্তীত্যত্রাপি সম্মতিমাহ—ব্রহ্মবিত্ত্বমিত্যাদি ॥ ১১৭ ॥

অনুবাদ।—জীবন্মুক্ত ব্যক্তি জীবন্মুক্তিবিষয়ক জ্ঞানলাভের

পূর্ব্বে যেমন আহার-বিহারাদি করিতেন, জ্ঞানপ্রাপ্তির পরেও যেমন সেই সেই আহারবিহারাদিরই অনুবৃত্তি হয়, শুভবাসনা-রও তদ্রূপই অনুবৃত্তি হয়, অশুভ কর্ম্মের বাসনার অনুবৃত্তি হয় না, কিংবা শুভাশুভ-বিষয়ে তাঁহার ঔদাসীন্য জন্মে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, "অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেও যদি যথেচ্ছা-চরণে প্রবৃত্তি হয়, তবে অশুচিভোজী কুক্কুরের সহিত তত্ত্বজ্ঞানীর কি পার্থক্য থাকিল ?" অতএব তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলেও যে ব্যক্তি যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হন, তিনি জীবন্মুক্ত নহেন, কিন্তু তাঁহাকে আত্মজ্ঞ বলা যায় ॥ ১১৭ ॥

তদানীমমানিত্বাদীনি জ্ঞানসাধনান্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ঃ সদ্-গুণাশ্চালঙ্কারবদনুবর্ত্তন্তে। তদুক্তম্—"উৎপন্নাত্মাববোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ। অযত্নতো ভবন্ত্যস্য ন তু সাধন-রূপিণঃ ॥" (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ ৪।৬৯) ইতি ॥ ১১৮ ॥

টীকা ;—নন্বু বিদুষাং যথেষ্টাচরণপ্রসঙ্গো নাস্তীত্যুক্তং তদনুপপন্নং, "ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন" (কৌ০ উ০ ৩।১) "যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাঽপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥" (গীতা০ ১৮।১৭) ইতি। "হয়মেধসহস্রাণ্যথ কুরুতে ব্রহ্মঘাতলক্ষাণি। পরমার্থবিৎ ন পুণ্যৈর্ন চ পাপৈর্লিপ্যতে মনুজঃ ॥" (পরমার্থসার ৭৮) "অশ্বমেধসহস্রাণি ব্রহ্মহত্যাশতানি চ। কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যেত যদেকত্বং প্রপশ্যতি ॥" (সূতস০ ৯১৮ পৃ০) "সভয়াদভয়ং প্রাপ্তস্তদর্থং যততে চ যঃ। স পুনঃ সভয়ং গন্তুং স্বতন্ত্রশ্চেন্ন হীচ্ছতি ॥" (উপদেশসাহ০ ৬৪০) "আরব্ধ-কর্ম্মনানাত্বাৎ বুধানামন্যথাঽন্যথা। বর্ত্তনং তেন শাস্ত্রার্থে বিভ্রান্তব্যং ন

পণ্ডিতৈঃ ॥" (পঞ্চদশী০ ৬।২৮৭) ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃত্যাভিযুক্তবাক্যৈর্ব্বিদুষাং যথেষ্টাচরণত্বাঙ্গীকারাদিতি চেৎ, সত্যং, তেষাং বচনানাং বিদ্বৎস্তুতিপরত্বেন তৎকর্ত্তব্যমিত্যত্র তাৎপর্য্যাভাবাৎ। তদুক্তমাচার্য্যৈঃ,—"অধর্ম্মাজ্জায়তেঽজ্ঞানং যথেষ্টাচরণং ততঃ। ধর্ম্মকার্য্যে কথং তৎ স্যাৎ যত্র ধর্ম্মো বিনশ্যতি ?॥" "নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ ৪।৬৩) ইতি। নন্বেবম্ "অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জ্জবম্" (গীতা০ ১৩।৭) ইত্যাদিস্মৃত্যুক্তসাধনস্য, "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্" (গীতা ১২।১৩) ইত্যাদিবচনৈঃ প্রতিপাদ্যমানাদ্বেষ্টৃত্বাদিগুণসমূহস্য চ বিদুষাং সম্পাদ্যমানত্বশ্রবণাৎ তেন সহ বিরোধমাশঙ্ক্যামানিত্বাদিসম্পাদনস্য চ বিবিদিষাসন্ন্যাসবিষয়ত্বাৎ বিদুষান্তু লক্ষণত্বেনালঙ্কারবদনুবর্ত্তনাৎ ন বিরোধ ইত্যাহ— তদানীমিত্যাদি। জীবন্মুক্তাবস্থায়ামিত্যর্থঃ।

অস্মিন্নর্থে বার্ত্তিকসম্মতিমাহ—তদুক্তমিত্যাদি। অস্য বিদ্বৎসন্ন্যাসিনো জীবন্মুক্তস্যাদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ অপ্রযত্নেন স্বত এব ভবন্তি, ন তু সাধনরূপিণঃ, তং প্রতি তে সাধনরূপাঃ ন ভবন্তি।

তত্র হেতুমাহ—উৎপন্নেতি। যত উৎপন্ন আত্মাববোধো ব্রহ্মাত্মৈকত্বনিশ্চয়রূপঃ, অতস্তস্য তে গুণাঃ লক্ষণত্বেনৈব ভবন্তীতান্বয়ঃ॥ ১১৮॥

অনুবাদ ।—অলঙ্কারসমূহ যেরূপ সাধারণ ব্যক্তিগণকে বিভূষিত করে, তদ্রূপ জীবন্মুক্তত্বলাভের পর জ্ঞানসাধন অনভিমানিত্বাদি গুণসমূহ ও উৎকর্ষবিধায়ক অহিংসাদি গুণসমূহ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের দ্বেষহিংসারাহিত্যাদি অসাধারণ গুণসমূহ আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়, যত্নপূর্ব্বক উপার্জ্জন করিতে হয় না, যে হেতু, তাহারা আত্মজ্ঞান উৎপাদনবিষয়ে সাধনস্বরূপ নহে ॥ ১১৮॥

কিং বহুনা, অয়ং দেহযাত্রামাত্রার্থমিচ্ছানিচ্ছাপরেচ্ছা-প্রাপিতানি সুখদুঃখলক্ষণান্যারব্ধফলান্যনুভবন্নন্তঃকরণা-ভাসাদীনামবভাসকঃ সন্ তদবসানে প্রত্যগানন্দপরব্রহ্মণি প্রাণে লীনে সতি অজ্ঞান-তৎকার্য্যসংস্কারাণামপি বিনাশাৎ পরমকৈবল্যমানন্দৈকরসমখিলভেদপ্রতিভাসরহিতমখণ্ড-ব্রহ্মাবতিষ্ঠতে। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" (বৃ০ উ০ ৪।৪।৬) "অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" (বৃ০ উ০ ৩।২।১১) "বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" (কঠ০ উ০ ৫।১) ইত্যেবমাদি-শ্রুতেঃ ॥ ১১৯ ॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীসদানন্দযোগীন্দ্র-বিরচিতং বেদান্তসারপ্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

টীকা ;—ইয়তা প্রবন্ধেন প্রতিপাদিতেঽস্মিন্ বেদান্তসারাখ্যগ্রন্থে: শ্রীমৎপরমগুরুপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যসদানন্দযোগীন্দ্রেণ মহাপুরুষেণ "অথ বেদান্তো নাম" ইত্যারভ্য সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্য প্রমাতুরধিকারিণো মূলাজ্ঞান-নিবৃত্তিপরমানন্দপ্রাপ্তিসিদ্ধয়ে প্রতীয়মানাবিদ্যকসকলপ্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মণ্য-ধ্যারোপাপবাদ-পুরঃসরং সবিস্তরং নিষ্প্রপঞ্চত্বং প্রতিপাদ্য তৎসাধনঞ্চ শ্রবণা-দিকং সপ্রপঞ্চমভিধায় তস্যৈবাধিকারিণস্তত্ত্বমস্যাদিবাক্যশ্রবণানন্তরং ব্রহ্মা-ত্মৈকত্বসাক্ষাৎকারেণ নিরস্তসমস্তভেদবুদ্ধের্জীবন্মুক্তত্বং প্রদর্শিতম্। এতাবতৈব কার্য্যসিদ্ধেঃ কিং বহুলেখনেনেতি মনসি নিধায় সম্প্রতি অস্যৈব জীবন্মুক্তস্য স্বপ্রকাশাত্মানন্দানুভবৈকনিষ্ঠস্য ভেদপ্রতীত্যভাবেঽপি অবিদ্যালেশবশাৎ প্রারব্ধং কর্ম্ম ভুঞ্জানো ভিক্ষাটনাদিদেহযাত্রামাত্রক্রিয়াবিশিষ্টো ব্রহ্মীভূত এবাবতিষ্ঠতে ইত্যুপসংহরতি—কিং বহুনেত্যাদিনা। প্রারব্ধং ত্রিবিধম্—

স্বেচ্ছাকৃতং ভিক্ষাটনাদি, সমাধ্যবস্থায়াং শিষ্যাদিভির্দীয়মানমন্নাদিকং পরেচ্ছাকৃতং, সমাধ্যবস্থায়াঃ ব্যুত্থানদশায়াং বা আকাশফলপাতবৎ অকস্মাৎ জায়মানং পাষাণপতনকণ্টকবেধাদিকমনিচ্ছাকৃতম্। স চায়ং জীবন্মুক্তঃ প্রোক্তত্রিবিধপ্রারব্ধপ্রাপিতং সুখদুঃখমনুভবন্ বুদ্ধ্যাদিসাক্ষিতয়া সর্ব্বাবভাসকঃ সন্ ভোগেনারব্ধকর্ম্মক্ষয়ে সতি প্রত্যগভিন্নপরমাত্মনি প্রাণাদিলয়ানন্তরং প্রনষ্টাবিদ্যকসংসারং কৃতকৃত্যঃ সন্ গলিতসকলভেদপ্রতিভাসো ব্রহ্মৈবাবতিষ্ঠতে ইতি সকলবেদরহস্যতাৎপর্য্যমিত্যর্থঃ। অয়ং জীবন্মুক্তো বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিবিলয়ে সতি ঘটাদ্যুপাধিবিনির্ম্মুক্তাকাশবন্মুক্ত ইত্যুপচারব্যবহারভাগ্ ভবতি, বদ্ধত্বস্যাপি অবাস্তবত্বাৎ। তদুক্তমাচার্য্যৈঃ,—"ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বা মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥" (গৌড়পাদ মা০ কা০ ২।৩২) ইতি। অস্য জীবন্মুক্তস্যোপাধিবিগমসময়ে প্রাণাখ্যলিঙ্গশরীরস্য অতিতপ্তলোহক্ষিপ্তনীরবিন্দুবৎ প্রত্যগভিন্নপরমানন্দে লীনত্বাৎ স্থূলশরীরং নোত্তিষ্ঠতীতি।

অত্র শ্রুতিমাহ—ন তস্যেত্যাদি।

অয়ং জীবন্মুক্তো জীবন্নেব দৃশ্যমানাৎ রাগদ্বেষাদিবন্ধনাৎ বিশেষেণ মুক্তঃ সন্ বর্ত্তমানদেহপাতে সতি ভাবিদেহবন্ধনাৎ বিশেষেণ মুচ্যতে, ইত্যত্রাপি শ্রুতিমাহ—বিমুক্তশ্চেতি। বৃহদারণ্যকেঽপি—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥" (৪।৪।৭) ইতি। বাশিষ্ঠেঽপি,—"জীবন্মুক্তপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎকৃতে। ভবত্যদেহমুক্তত্বং পবনোঽস্পন্দতামিব॥" (৩।৯।১৪) ইতি। "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" (বৃ০ উ০ ৪।৩।১৫) "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" (ছান্দো০ উ০ ভাষ্য ৬।৩।২ ধৃত কাঠকবচন) "অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" (ঈশ০ উ০ ৮) ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রত্যগাত্মনো নিত্যত্বপরিপূর্ণত্বকূটস্থত্বশ্রবণাৎ উৎপত্ত্যাপ্তিবিকৃতিসংস্কারচতুর্ব্বিধক্রিয়াফলবিলক্ষণত্বেন বিদ্যয়া নিত্যানিবৃত্তা-

বিদ্যানিবৃত্তিমাত্রেণ প্রাপ্ত এবাত্মা পুনঃ প্রাপ্ত ইত্যুপচর্য্যতে, অধিষ্ঠানস্য গমনাভাবে অধ্যস্তস্য লোকান্তরগমনাযোগাৎ ন সালোক্যাদিমুক্তিসম্ভবঃ।

নমু অপ্রাপ্তস্য ক্রিয়াসাধ্যস্য বস্তুনো বিদ্যমানানর্থনিবৃত্তেশ্চ পুরুষার্থত্বং দৃষ্টম্, অত্র তদভাবাৎ কথং পুরুষার্থত্বম্? ইতি চেৎ, ন, তয়োরেব পুরুষার্থত্বমিতি নিয়মাভাবাৎ, স্বচ্ছায়ায়ামারোপিতরক্ষসো বিস্মৃতকণ্ঠগতচামীকরস্য ভ্রান্তপুরুষস্যাপ্তবাক্যেন তয়োর্নিবৃত্ত্যাপ্ত্যোরপি পুরুষার্থত্বদৃষ্টেঃ। অত্র সংগ্রহঃ —"আত্মাজ্ঞানমলং নিরস্তমনলং প্রাপ্তঞ্চ তত্ত্বং পরং কণ্ঠস্থাভরণাদিবদ্ভ্রমবশাচ্ছায়াপিশাচী যথা। আপ্তোক্ত্যাঽঽপ্তিনিবৃত্তিবৎ শ্রুতিশিরোবাক্যাৎ গুরোরুত্থিতাদ্ধ্বস্তধ্বান্তনিরাসতঃ পরসুখং প্রাপ্তং তয়োরুচ্যতে॥" ইতি।

ন চ মুক্তানামপি বশিষ্ঠভীষ্মপ্রভৃতীনাং অপরোক্ষজ্ঞানিনাং পুনর্দ্দেহান্তরশ্রবণাৎ কেবলজ্ঞানোৎপত্তিসময় এবাল্পজ্ঞানানামস্মাকং মুক্তির্ভবতীতি কথং বিশ্বসিমঃ? অতো জ্ঞানব্যতিরিক্তমপি উপায়ান্তরং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমিতি বাচ্যং, শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদেব তদুপপত্তেঃ। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ড০ উ০ ৩।২।৯) "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ছান্দো০ উ০ ৭।১।৩) ইত্যাদিশ্রুতিভির্জ্ঞানোৎপত্তিসময়মেব মুক্তিপ্রতিপাদনাৎ। তদুক্তং শেষেণ,— "তীর্থে শ্বপচগৃহে বা নষ্টস্মৃতিরপি পরিত্যজন্ দেহম্। জ্ঞানসমকালে মুক্তঃ কৈবল্যং যাতি হতশোকঃ॥" (পরমার্থসার০ ৮২) ইতি। বশিষ্ঠাদীনাস্ত্বাধিকারিকপুরুষত্বেন যাবদধিকারং প্রারব্ধবেগপ্রযুক্তশাপাদিনা স্বীকৃতাবান্তরদেহপাতেঽপি তদ্দেহভাবিভোগস্য নিবারয়িতুমশক্যত্বাৎ প্রারব্ধস্য বিনা ভোগেন ক্ষয়ানুপপত্তেঃ, "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্" (ব্র০ সূ০ ৩।৩।৩২) ইতি ভগবদ্ব্যাসৈর্ব্বিশেষিতত্বাৎ। অস্মদাদীনাঞ্চ প্রারব্ধকর্ম্মণোঽনেকদেহারম্ভকত্বসম্ভবেঽপি চরমদেহং বিনা অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তেরসম্ভবাৎ, "বামদেবে তথা দৃষ্টত্বাৎ" (ঐ০ উ০ ৪।৫১)। অন্যথা গর্ভস্থস্য শ্রবণাদ্যভাবেন জ্ঞানোৎপত্ত্যনুপপত্তেঃ। নমু জ্ঞানিনামপি স্বপ্নাবস্থায়াং দেহান্তরস্বীকারবৎ

মুক্তানামপি পুনর্দ্দেহান্তরস্বীকারঃ কিং ন স্যাৎ? ইতি চেন্ন, "কণ্ঠে স্বপ্নং সমাবিশৎ" (ব্রহ্ম০ উ০ ৪১) ইত্যাদিবাক্যেষু কণ্ঠান্নির্গমনাভাবশ্রবণাৎ, দেহান্তরপ্রাপ্তেস্তু তদন্তরপ্রতিপত্তাবিত্যত্র দেহান্নির্গমনশ্রবণাৎ বৈষম্যম্। তদুক্তং স্কান্দে,—"যস্মিন্ দেহে দৃঢ়ং জ্ঞানমপরোক্ষং বিজায়তে। তদ্দেহ-পাতপর্য্যন্তমেব সংসারদর্শনম্॥ পুরাঽপি নাস্তি সংসার-দর্শনং পরমার্থতঃ। কথং তদ্দর্শনং দেহবিনাশাদূর্দ্ধমুচ্যতে?॥ তস্মাদ্‌ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানং দৃঢ়ং চরম-বিগ্রহে। জায়তে মুক্তিদং জ্ঞান-প্রসাদাদেব মুচ্যতে॥" ইতি। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং "বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" ইতি।

নিত্যশুদ্ধপরিপূর্ণমদ্বয়ং সচ্চিদাত্মকমখণ্ডমক্ষরম্। সর্ব্বদা সুখমবোধ-তৎকৃতৈর্ব্বর্জ্জিতং সদহমস্মি তৎপরম্॥ ১১৯॥

গোবর্দ্ধনপ্রেরণয়াঽবিমুক্তে ক্ষেত্রে পবিত্রে নরসিংহযোগী।
বেদান্তসারস্য চকার টীকাং সুবোধিনীং বিশ্বপতেঃ পুরস্তাৎ।
জাতে পঞ্চশতাধিকে দশশতে সংবৎসরাণাং পুনঃ
সংজাতে দশবৎসরে প্রভুবরঃ শ্রীশালিবাহে শকে।
প্রাপ্তে দুর্ম্মুখবৎসরে শুভশুচৌ মাসেঽনুমত্যান্তিথৌ
প্রাপ্তে ভার্গববাসরে নরহরিষ্টীকাঞ্চকারোজ্জ্বলাম্॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমৎ-কৃষ্ণানন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-শ্রীনৃসিংহসরস্বতীকৃতা বেদান্তসারটীকা সুবোধিন্যাখ্যা সমাপ্তা।

অনুবাদ।—অধিক আর বলিবার আবশ্যক নাই, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কেবলমাত্র জীবনযাত্রা-সম্পাদনার্থ ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও পরেচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত সুখদুঃখাত্মক প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে সাক্ষিচৈতন্যরূপে বুদ্ধ্যাদির অবভাসক হইয়া প্রারব্ধ কার্য্যের ভোগান্তে প্রত্যগানন্দরূপ পরব্রহ্মে প্রাণ লীন হইলে,

অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য পূর্ব্ব-সংস্কারসমূহেরও ক্ষয় বশতঃ পরমকৈবল্যরূপ পরানন্দৈকরস সর্ব্বপ্রকারভেদজ্ঞানবিরহিত অদ্বৈত পূর্ণতম ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হন এবং অনির্ব্বচনীয় কৈবল্যা-নন্দ উপভোগ করেন। এ বিষয়ে শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, "তাহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না, ইহাতেই সম্যক্‌রূপে লীন হইয়া থাকে, রাগদ্বেষাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশেষরূপে মুক্ত হয়" অর্থাৎ দেহান্তে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির প্রাণ পরলোকে না গিয়া সেই কেবলানন্দময় পরব্রহ্মে লীন এবং ভববন্ধনমুক্ত হইয়া পরব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয় ইত্যাদি ॥ ১১৯ ॥

সম্পূর্ণ।